অর্থাৎ

নানা শাস্ত্রোদ্ধৃত প্রমাণ এবং তত্তাবতের অনুবাদ সহ

আত্ম-তত্ত্ব-নির্ণায়ক সংগ্রহ গ্রন্থ।

উত্তরার্দ্ধ।

উৎপত্তি সাধন-কল্প সম্পূর্ণ।

—o—

সাধকাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার

কর্ত্তৃক সংশোধিত।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ [illegible]পাধ্যায়

মহাশয়ের যত্নে

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

(মৃজাপুর, ২০ নম্বর ; আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ ; কলিকাতা।)

"সূর্পবদ্দোষমুৎসৃজ্য গুণং গৃহ্নন্তি সাধবঃ।

দোষগ্রাহী গুণত্যাগী, হ্যসাধুস্তিতউর্যথা॥"

কলিকাতা।

১৬ নং ছকুখানসামার লেন

রাধারমণ যন্ত্রে

শ্রীনৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তীর দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৯ সাল।

মূল্য তিন টাকা আট আনা মাত্র।

সাধন-কল্পের পত্রাঙ্কযুক্ত বিষয় বিবরণ।

আত্ম-তত্ত্ব-দর্শন।

সাধন-কল্প তৃতীয়ানুকল্প।

প্রবৃত্তি ধর্ম্মসাধন বা কর্ম্মকাণ্ড।

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বৌ ভাবৌ জীবসংস্থিতৌ।
প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারী নিবৃত্তিঃ পরমাত্মনি ॥

যামালং।

এই পৃথিবীতে জীবগণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। যাহারা সংসারী অর্থাৎ গৃহস্থধর্ম্মাবলম্বী তাহারা প্রবৃত্তি মার্গে স্থিত আর যাহারা পরমাত্মালাভে ইচ্ছুক অর্থাৎ বাণপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী তাহারা নিবৃত্তিমার্গে স্থিত।

প্রবৃত্তি ধর্ম্ম যাজন জন্য যে সকল অনুষ্ঠান অবলম্বন করিতে হয় তাহার স্থূল স্থূল অংশগুলি সাধনাঙ্গ প্রকরণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে সেইগুলি কোন্ সময়ে কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে হয় তাহাই বর্ণিত হইবে; এবং সেই প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিলেই প্রবৃত্তি ধর্ম্ম সাধন করা হইবে।

পূর্ব্বে "ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ" প্রস্তাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, অগ্রে প্রবৃত্তি ধর্ম্ম সাধনে সিদ্ধ হইলে পরে নিবৃত্তি ধর্ম্ম সাধনে অধিকার জন্মে এজন্য প্রথমে প্রবৃত্তি ধর্ম্ম সাধন প্রণালী বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ নিবৃত্তি ধর্ম্মসাধন প্রণালী বর্ণন করা যাইবে।

"ইহ মুত্র কাম্যং চ প্রবৃত্তিমভিধীয়তে"।

ধন পুত্রাদি ঐহিক সুখ কামনা করিয়া অথবা মৃত্যুর পর স্বর্গ সুখ কামনা করিয়া যে কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করা হয় তাহারই নাম প্রবৃত্তি ধর্ম্ম।

কর্ম্ম কাণ্ড (১) বলিলে যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকল প্রকার কর্ম্মকে বুঝাইবে তাহা

---

(১) কিং কর্ম্ম? কর্ম্ম কাহাকে বলে?

উত্তর—কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাহঙ্কার স্বরূপ বন্ধনং জন্মাদি কর্ম্ম নিত্য নৈমিত্তিক যাগাদি ব্রত তপ দানেষু ফলানুসন্ধানংশ্বৎ তৎ কর্ম্ম।

নহে, কেবল ইষ্টদায়ক অর্থাৎ মঙ্গলকর কর্ম্মকেই বুঝাইবে। যে সকল কার্য্যের দ্বারা ইহলোকের হিতসাধন হয় তাহারই নাম কর্ম্মকাণ্ড বা প্রবৃত্তি ধর্ম্ম। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে ইষ্টদায়ক কর্ম্ম কি কি? এবং কিরূপেই বা তাহার নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণ বলেন যে,—

বেদাদি বিহিতং কর্ম্ম লোকানামিষ্টদায়কং।
তদ্বিরুদ্ধং ভবেত্তেষাং সর্ব্বদানিষ্টদায়কং॥

অর্থাৎ বেদ পুরাণ তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট যে সকল কর্ম্ম তাহাই মানবদিগের পক্ষে ইষ্টদায়ক এবং তাহার বিপরীত যে সকল কর্ম্ম তাহাই অনিষ্টদায়ক।

বেদাদি বিহিত কর্ম্ম তিন প্রকার; নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য। যথা—

বেদাদি বিহিতং কর্ম্ম ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতং।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ব্যক্তং শাস্ত্র প্রদর্শিভিঃ॥

বেদাদি বিহিত কর্ম্ম ত্রিবিধ; নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিককর্ম্ম, এবং কাম্যকর্ম্ম ইহা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে।

নিত্যকর্ম্ম।

যস্যাকরণজন্যং স্যাদ্দুরিতং নিত্যমেব তৎ।
প্রাতঃকৃত্যাদিকং তাত শ্রাদ্ধাদি পিতৃতর্পণং॥

তত্ত্ববিচার।

যে কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে তাহাকেই নিত্যকর্ম্ম (২) বলা যায়, যথা—প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃসন্ধ্যা, পিতৃশ্রাদ্ধ এবং পিতৃতর্পণ ইত্যাদি।

অর্থাৎ আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এতদ্রূপ অহঙ্কার রূপ বন্ধনের যে কারণ, জন্ম এবং মৃত্যুর যে কারণ, এবং নিত্য নৈমিত্তিক যাগ ব্রত তপস্যা ও দান ইত্যাদি কার্য্যের যে ফলের অনুসন্ধান তাহারই নাম কর্ম্ম।

(২) পঞ্চ যজ্ঞাশ্রিতং নিত্যং যদেতৎ কথিতং তব।
নৈমিত্তিকং তথা চান্যাৎ পুত্রজন্মক্রিয়াদিকং।
নিত্য নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং পর্ব্বশ্রাদ্ধাদি পণ্ডিতৈ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

পঞ্চযজ্ঞাশ্রিত কর্ম্মকে নিত্যকর্ম্ম বলা যায়। অর্থাৎ যাহা প্রত্যহ করিতেই হইবে তাহাই নিত্যকর্ম্ম। নিমিত্ত জন্য যে কর্ম্ম তাহাকে নৈমিত্তিক বলা যায়। যেরূপ জাতকর্ম্মাদি কার্য্যের নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম।

মাসাদ্য বীজং যৎ কিঞ্চিদ্বীজং নৈমিত্তিকং মতং।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি জাতেষ্টি যাগ কর্ম্মাদিকস্তথা॥

স্মৃতি।

যে কর্ম্মের নিমিত্তবিধায় মাস পক্ষাদি নির্দ্দিষ্ট নাই কিন্তু নিমিত্তাধীন তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম্ম। যথা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, জাতেষ্টি যাগ এবং গ্রহণ জন্য শ্রাদ্ধ দানাদি।

কাম্যকর্ম্ম।

যৎ কিঞ্চিৎ ফলমুদ্দিশ্য যজ্ঞদান জপাদিকং।
ক্রিয়তে কায়িকং যচ্চ তৎ কাম্যং পরিকীর্ত্তিতং॥

পঞ্চযজ্ঞ।

গৃহস্থ ব্যক্তিকে পঞ্চসূনা জনিত পাপ হইতে পরিমুক্ত হইবার জন্য প্রতিদিন পঞ্চ মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। পঞ্চসূনা অর্থাৎ—

পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ॥
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্ত বাহয়ন্॥ মনু ৬৮। তৃ অ।

গৃহস্থ ব্যক্তির চুল্লী (উনান), পেষণী (শিল লোড়া), উপস্কর (সূর্প-চালনী, ধূচনী, সম্মার্জ্জনী-খাংরা, ঝাঁটা,) কণ্ডনী (উদুখল, মূষল, ঢেঁকী, হামানদিস্তা) এবং উদকুম্ভ (জলকলস) ইত্যাদিকে পঞ্চসূনা বলে।

এই পঞ্চসূনা অর্থাৎ গার্হস্থ সামগ্রী কার্য্যে নিয়োজিত হইলে তদ্দারা যে সকল জীব হিংসা হয়, সেই হিংসা জন্য পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য গৃহস্থ ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। পঞ্চ যজ্ঞ কি?

ব্রহ্মযজ্ঞো নৃ যজ্ঞশ্চ দেব যজ্ঞশ্চ সত্তম।
পিতৃ যজ্ঞো ভূত যজ্ঞঃ পঞ্চ যজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতা॥
১৬অ, পাদ্মে ক্রিয়া যোগসারে।

ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃ যজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞকে মহাযজ্ঞ বলে।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলি র্ভৌতো নৃ যজ্ঞোঽতিথি পূজনম্॥
মনু।

অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধনের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, ভূত বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সেবার নাম নৃ যজ্ঞ।

যে কর্ম্ম কামনা পূর্ব্বক অর্থাৎ কোনরূপ ফলের আশা করিয়া যজ্ঞ দান এবং জপাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করা হয় তাহার নাম কাম্যকর্ম্ম।

নিত্যকর্ম্ম প্রতিদিনই করণীয়, নৈমিত্তিককর্ম্ম নিমিত্তাধীন সুতরাং উহা সময় বিশেষে কর্ত্তব্য, কাম্যকর্ম্ম ইচ্ছাধীন এজন্য উহা ইচ্ছানুসারে কর্ত্তব্য। নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য এই ত্রিবিধ কর্ম্ম মধ্যে নিত্যকর্ম্মই সকলের পক্ষে জ্ঞাতব্য, যেহেতু নিত্যকর্ম্ম জ্ঞাত না থাকিলে কেবল পশ্বাদির ন্যায় আহার বিহার করা মাত্র হয়, এজন্য নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান উত্তম রূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। নিত্যকর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন করিতে পারিলে ইহসংসারে পরম সুখী হইয়া অন্তে মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়। যথা—

বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্ব্বন যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং ॥ ১৪ ॥

মনু ৪ অধ্যায়।

আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিদিন বেদোক্ত আপন আপন আশ্রম বিহিত সমুদয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে। যেহেতু শক্তি অনুসারে এই সমুদয় কর্ম্ম করিলে পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে সম্যক্‌রূপে নিত্য কর্ম্ম বিধি জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। নিত্যকর্ম্মী ব্যক্তিই সাধন কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিতে পারে তদ্ব্যতীত অন্যের পক্ষে সাধন কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কেবল বন্ধ্যা স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদনের চেষ্টা করার ন্যায় বিফল হয়। এক্ষণে নিত্য কর্ম্ম বিধি কিরূপ তাহা দেখা যাউক।

নিত্যকর্ম্মবিধি।

নিত্যং স্যাৎ দ্বিবিধং কর্ম্ম ক্রিয়মানং দিনে দিনে।
কিয়দেবাপরং কর্ম্ম ক্রিয়মানং ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥

তত্ত্ববিচার।

নিত্যকর্ম্ম দ্বিবিধ, তন্মধ্যে কোন কোন কর্ম্ম প্রতিদিবসে কর্ত্তব্য এবং কোন কোন কর্ম্ম দিন বিশেষে কর্ত্তব্য।

প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত সংসারী ব্যক্তিকে পদ্ধতি ক্রমে যে ঐহিক এবং পারমার্থিক বিষয়ের কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয় তাহার নাম নিত্যকর্ম্ম। নিত্যকর্ম্মগুলি প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য সাময়িক নিয়মে আবদ্ধ করা হইয়াছে; অর্থাৎ কোন সময়ে কি কার্য্য করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দিনমান ৪ প্রহর বা ৩০ দণ্ড অথবা ১২ ঘণ্টা কাল এক একটা

থাকে। ঐ ৪ প্রহর সময়কে অষ্টাংশে বিভক্ত করিলে প্রতি অংশে অৰ্দ্ধ প্রহর বা ৩৭॥০ দণ্ড অথবা ১॥০ ঘণ্টা কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ দেড়ঘণ্টা কালকে অৰ্দ্ধযাম কহে। সমস্ত দিনমান মধ্যে অষ্ট অৰ্দ্ধযাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; একারণ যাবতীয় নিত্যকর্ম্মগুলিকে আটভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগকে এক এক অৰ্দ্ধ যামের অন্তর্ভূ‍ত করতঃ তাহার পদ্ধতি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাহ্নে নিরূপিত সময় মধ্যে যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়, তাহার নাম প্রাতঃকৃত্য বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কৃত্য। প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তর প্রতি যামার্দ্ধের নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়। কোন যামার্দ্ধে কি কি কর্ম্ম করিতে হইবে তাহার একটী তালিকা প্রকটিত হইল।

নিত্যকর্ম্ম বিভাগ।

প্রাতঃকৃত্য।

ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে বুদ্ধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানু চিন্তয়েৎ।
কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মূলান বেদতত্ত্বার্থ মেবচ॥ ৯২॥

৪র্থ,অ, মনু।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষ যামার্দ্ধে জাগ্রত হইয়া ধর্ম্ম চিন্তা ও অর্থোপায় চিন্তা করিবে এবং যাহাতে ধর্ম্ম ও অর্থ সম্পন্ন হয় এরূপ শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিবে এবং বেদের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের নিরূপণ করিবে।

প্রথমে সুপ্রভাত প্রার্থনা, ক্রমান্বয়ে চৌর মন্ত্র জপ, গুর্ব্বাদি চিন্তা, গুরুর ধ্যান, গুরুপূজা, ইষ্টদেবতার ধ্যান ও পূজা, অন্তর্যাগ, এবং অজপা জপ সমর্পণ করিবে। তৎপরে শৌচ কার্য্য করিবে অর্থাৎ বিন্মূত্রোৎসর্গ, শৌচ, আচমন দন্তধাবন, প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যাবন্দনাদি করিবে। এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম প্রাতঃকৃত্য। এই গুলি সম্পন্ন করিয়া যামার্দ্ধকৃত্য করিবে।

প্রথম যামার্দ্ধকৃত্য।

সন্ধ্যাকর্ম্মাবসানে চ স্বয়ং হোমো বিধীয়তে।
দেবকার্য্যং ততঃকৃত্বা গুরু মঙ্গল বীক্ষণং।
দিবসস্যাদ্যভাগে তু সর্ব্ব মেতৎ সমাচরেৎ॥

দক্ষঃ।

সন্ধ্যাকার্য্যের অবসানে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ স্বয়ং হোম করিবেন, তৎপরে সাগ্নিক বা নিরগ্নিক সকল ব্রাহ্মণেই দেবপরিচর্য্যা করিবেন, তদনন্তর গুরু এবং মঙ্গলকর দ্রব্য

(১) দর্শন করিবেন। তৎপরে আচান্ত হইয়া কেশপ্রসাধন, অঞ্জন লেপন, ঘৃতে স্ব দেহ দর্শন ও দূর্ব্বা পুষ্পাদি চয়ন (২) করিবেন।

দ্বিতীয় যামার্দ্ধকৃত্য।

দ্বিতীয়ে চ তথা ভাগে বেদাভ্যাসো বিধীয়তে।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রাণাং পুর মস্তপ উচ্যতে॥
ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ষড়ঙ্গ সহিতশ্চ যঃ।
বেদস্বীকরণং পূর্ব্বং বিচারোভ্যসনং জপঃ॥
তদ্দানঞ্চৈব শিষ্যেভ্যো বেদাভ্যাসো হি পঞ্চধা॥

দক্ষঃ।

দ্বিতীয় যামার্দ্ধে ব্রাহ্মণগণ ষড়ঙ্গ বেদাধ্যায়ন করিবেন। ষড়ঙ্গ বেদ যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ শাস্ত্র, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত। বেদাভ্যাসশব্দে ষড়ঙ্গ সহিত

---

(১) অষ্ট মঙ্গলং।

লোকেস্মিন মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ।
হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ॥

যমঃ।

ইহ জগতে আট প্রকার মাঙ্গল্য দ্রব্য কথিত আছে যথা—ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন, হিরণ্য, ঘৃত, সূর্য্য, জল এবং রাজা।

(২) পুষ্পাদি চয়ন।

সমিৎ পুষ্প কুশাদীনি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ।
শূদ্রানী তৈঃ ক্রয়ক্রীতৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন ব্রজত্যধঃ॥

ব্রাহ্মণগণ সমিৎ, পুষ্প এবং কুশাদি স্বয়ং আহরণ করিবেন। শূদ্রকর্ত্তৃক আনীত এবং ক্রীত সমিৎ পুষ্পাদি দ্বারা যে কর্ম্ম করে তাহার অধোগতি হয়।

তুলসী চয়ন মন্ত্র।

ওঁ তুলস্যমৃতনামাসি সদাত্বং কেশব প্রিয়ে।
কেশবার্থে চিনোমিত্বাং বরদা ভব শোভনে॥
ত্বদঙ্গ সম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মল বিনাশিনি॥

কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে প্রত্যেক বারে জয়ধ্বনী দিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বৃন্ত সহিত তুলসী চয়ন করিবে।

ব্রহ্মযজ্ঞ ও মন্ত্র পাঠ বুঝিতে হইবে। বেদভ্যাস পঞ্চবিধ যথা—বেদের স্বীকার, বিচার, অধ্যায়ন, জপ ও শিষ্য উদ্দেশে দান। দ্বিতীয় যামার্দ্ধে দূর্ব্বা পুষ্পাদি চয়ন করিবার বিধি আছে।

তৃতীয় যামার্দ্ধকৃত্য।

তৃতীয়ে চ তথা ভাগে পোষ্যবর্গান্ন সাধনং।
মাতা পিতা গুরু র্ভার্য্যাঃ প্রজাদীনাঃ সমাশ্রিতাঃ॥
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥

তৃতীয় যামার্দ্ধে পোষ্যবর্গের অন্ন সমাধান করিবেন। পোষ্যবর্গ যথা—মাতা, পিতা, গুরু, ভার্য্যা, দরিদ্র প্রজা, অভ্যাগত অর্থাৎ উপস্থিত কুটুম্বাদি, অতিথি এবং অগ্নি।

এই সকল পোষ্যবর্গকে ভরণ পোষণ জন্য ব্রাহ্মণ ব্যক্তি এইরূপ জীবিকা অবলম্বন করিবেন যথা—

অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং যজনং যাজনন্তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥
যন্নাস্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মানি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাশ্চ প্রতিগ্রহঃ॥

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্ম ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। এই ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে তিন কর্ম্ম ব্রাহ্মণের জীবিকা। যথা যাজন, অধ্যাপন এবং বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের দান গ্রহণ।

পক্ষান্ত, দ্বাদশী, সংক্রান্তি, উভয় সন্ধ্যায়, অশুচি অবস্থায়, রাত্রিবাস কাপড়ে, ভোজনান্তে, রাত্রিকালে এবং শাখা সহিত তুলসী চয়ন নিসিদ্ধ।

স্নান মন্ত্র।—গোবিন্দ বল্লভাং দেবীং ভক্ত চৈতন্য কারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনীং॥

ধ্যান।——ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশিমুখীং পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠীং।
বিদ্যোতন্তীং কুচযুগভরানম্র কল্লাজ যষ্ঠীং॥
ঈষদ্ধাস্যাং ললিত বদনাং চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি নেত্রাং।
শ্বেতাঙ্গীং তামস্তর বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাং॥

প্রণাম।—বৃন্দায়ৈ তুলসী দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তি প্রদে দেবি সত্য বত্যৈ নমো নমঃ॥

উপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধদ্বারা আত্ম ভরণ ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিবে, পাদদ্বারা পারলৌকিক ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে, তদৰ্দ্ধ মূলধন করিবে, অপর পাদার্দ্ধকে বৃদ্ধি করিবে।

ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণ গারুড় বিদ্যা, শিল্প, চিত্র, বেতন গ্রহণ, সেবা, গোরক্ষা, বিপণি, বাণিজ্য, কৃষি, কুষীদ (তেজারতি) ও ভৈক্ষ ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

চতুর্থ যামার্দ্ধকৃত্য।

চতুর্থে চ তথাভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ।
তিল পুষ্প কুশাদীনি স্নানঞ্চাকৃত্রিমে জলে॥

দক্ষঃ।

চতুর্থ যামার্দ্ধে স্নান উদ্দেশে মৃত্তিকা আহরণ করিবে এবং তিল পুষ্প কুশাদি আহরণ করিবে এবং অকিত্রিম জলে স্নান করিবে। তদনন্তর তর্পণ, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া দেবাদি পুজা করিবে।

পঞ্চম যামার্দ্ধকৃত্য।

পঞ্চমে চ তথাভাগে সম্বিভাগো যথার্হতঃ।
পিতৃদেব মনুষ্যানাং কীটানাঞ্চোপদিশ্যতে॥

দক্ষঃ।

পঞ্চম যামার্দ্ধে অন্ন সম্বিভাগ করিয়া পিতৃলোক, দেবতা, মনুষ্য এবং কীট উদ্দেশে স্থাপন করিবে।

পৌরুষেণ তু সুক্তেন তত্র বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ।
বৈশ্যদেবং ততঃ কুর্য্যাদ্বলি কর্ম্ম তথৈব চ॥

দক্ষঃ।

পুরুষসূক্ত দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর বৈশ্বদেব হোম করিবে পরে বলি কর্ম্ম করিবে।

এই সমস্ত কার্য্যের পর অতিথি ভোজন করাইবে, অতিথি প্রাপ্ত না হইলে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে বা ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ দান করিবে, নিত্য শ্রাদ্ধ করিবে, গোগ্রাস দিবে পরে ভোজন করিবে।

ষষ্ঠাদি যামার্দ্ধকৃত্য।

ইতিহাস পুরাণাদ্যৈঃ ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ।
অষ্টমে লোক যাত্রা তু বহিঃ সন্ধ্যা ততঃ পরং॥

দক্ষঃ।

ইতিহাস পুরাণাদি পাঠদ্বারা ষষ্ঠ-ও সপ্তম যামার্দ্ধ প্রণয়ন করিবে। অষ্টম যামার্দ্ধে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। তদনন্তর সায়ংসন্ধ্যা করিবে।

এইরূপ অষ্টম যামার্দ্ধে নির্দ্ধারিত কার্য্য সমাপনানন্তর রাত্রিকৃত্য করিতে হইবে।

রাত্রিকৃত্যং।

দিবোদিতানি কর্ম্মানি প্রমাদাৎ পতিতানিচ।
শর্ব্বর্য্যাঃ প্রথমে যামে তানি কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥

রত্নাকর।

অনবধানবশতঃ যদি দিবাবিহিত কর্ম্ম পতিত হয়, তাহা হইলে রাত্রির প্রথম যামেতে তাহা সম্পন্ন করিবে।

পুনঃ পাকমুপাদায় সায়মপ্যবনীপতে।
বৈশ্বদেব নিমিত্তায় পত্ন্যা সার্দ্ধং বলিং হরেৎ॥
অতিথিঞ্চাগতস্তত্র স্বশক্ত্যা পূজয়েদ্বুধঃ।
দিবাত্তিথৌ চ বিমুখে গতে যৎ পাতকং ভবেৎ॥
তদেবাষ্টগুণং বিদ্যাৎ সূর্য্যোঢ়ে বিমুখেগতে॥

সায়ংকালে অর্থাৎ রাত্রির প্রথম ভাগে বৈশ্বদেব জন্য পুনর্ব্বার পাক করণানন্তর পত্নীর সহিত বলি প্রদান করিবে এবং রাত্রিযোগে অতিথি আগমন করিলে যথাশক্তি তাহার অর্চ্চনা করিবে যেহেতু দিবাতে অতিথি বিমুখ হইলে যে পাতক হয়, রাত্রিতে বিমুখ হইলে তাহার অষ্টগুণ পাতক হয়।

কৃতপাদাদি শৌচস্তু ভুক্তা সায়স্ততোগৃহী।
গচ্ছেৎ শয্যামস্ফুটিতা মপি দারুময়ী নৃপ॥

বৈশ্বদেব বলি কর্ম্মের পর রাত্রির তৃতীয় যামার্দ্ধে ভোজন করিবে, তদনন্তর পাদাদি শৌচক্রিয়া করিয়া যাহাতে আরোহণে শব্দ না হয় এরূপ শয্যাতে শয়নার্থে গমন করিবে।

শয়নবিধিঃ।

মাঙ্গল্যং পূর্ণকুম্ভঞ্চ শিরঃস্থানে নিধায় চ।
বৈদিকৈ-র্গারুড়ৈ-র্মন্ত্রৈ রক্ষাং কৃত্বা স্বপেত্ততঃ॥

ব্যাস।

মাঙ্গল্য দ্রব্য অর্থাৎ দধ্যাদি এবং পূর্ণকুম্ভ মস্তক সন্নিধানে স্থাপনপূর্ব্বক বেদোক্ত গারুড় মন্ত্র দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া শয়ন করিবে।

প্রাক্‌শিরাঃ শয়নে বিদ্বান ধনমায়ুশ্চ দক্ষিণে।
পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং হানিং মৃত্যুং তথোত্তরে॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

পূর্ব্ব শিরা শয়নে বিদ্বান হয়, দক্ষিণশিরা শয়নে ধনলাভ ও দীর্ঘায়ু হয়, পশ্চিমশিরা শয়নে প্রবল চিন্তা উদ্রেক হয় এবং উত্তরশিরা শয়নে ধনক্ষয় ও মৃত্যুলাভ হয়।

দারোপগমনবিধিঃ।

পারণশ্রাদ্ধ দিবসে তথাদ্য ত্রিদিনে ঋতৌ।
পর্ব্বস্বপি চ সর্ব্বেষু স্ত্রী সম্ভোগং বিবর্জ্জয়েৎ॥

পারণ দিবসে এবং শ্রাদ্ধ দিবসে এবং ঋতু দিবসাবধি দিবসত্রয় মধ্যে এবং চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তি ইত্যাদি পর্ব্ব দিবসে স্ত্রী সম্ভোগ করিবে না।

রজস্বলা স্ত্রী ত্রিরাত্রি অশুচি থাকে তদবস্থায় অঞ্জন গ্রহণ করিবে না, জলমগ্ন হইয়া স্নান করিবে না, দিবসে শয়ন করিবে না, দড়ী পাকাইবে না, অগ্নি স্পর্শ করিবে না, দন্তধাবন করিবে না, মাংস ভোজন করিবে না, পর গৃহ এবং নিজ শয্যা দর্শন করিবে না, হাসিবে না, কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না এবং অঞ্জলি দ্বারা জল পান করিবে না ইত্যাদি।

এই সকল নিত্য কর্ম্ম মধ্যে যে সমস্ত কার্য্য বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক তাহা পদ্ধতি ক্রমে বিবৃত করা হইতেছে।—

প্রাতঃকৃত্য বিধি।

দ্বৌ দণ্ডৌ রাত্রি শেষস্ত ব্রাহ্মাং মুহূর্ত্তকং বিদুঃ।

জামাল।

রাত্রির শেষ দুই দণ্ড অর্থাৎ রাত্রি ৪॥০টা হইতে সূর্য্যোদয় কাল ৬টা পর্য্যন্ত ১॥০ ঘণ্টা কালকে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত কহে।

এই সময় মধ্যে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয় তাহার নাম প্রাতঃকৃত্য বা ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত কৃত্য।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুদ্ধ্যেত স্মরেদ্দেব বরানৃষীন্॥

বামন পুরাণ।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রি শেষে নিদ্রা ভঙ্গের পরক্ষণেই সর্ব্ব প্রথমে দেব ও ঋষিগণের স্মরণ করিতে হয়। অর্থাৎ দেব ঋষি গ্রহ ইত্যাদির স্মরণ করিতে হয়।

দেব ও ঋষি ইত্যাদি স্মরণ (১) যথা—

ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহুকেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥

হে মধুসূদন! আপনি স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের সৃষ্টি স্থিতি ও অন্তকারী আপনি আমার সুপ্রভাত করুণ। হে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু! আপনারাও আমার সুপ্রভাত করুণ।

* এইরূপ আপন আপন হীত কামনায়, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সূর্য্যাদি নবগ্রহের নিকট সুপ্রভাত প্রার্থনা করিতে হয়। তদনন্তর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ ঐ শয্যাতেই বদ্ধ বা মুক্ত পদ্মাসনে উপবিষ্ট (২) হওনানন্তর শরীরের প্রতি দ্বারে (৩) চৌর মন্ত্র

সুপ্রভাত জন্য দেবাদি স্মরণ।

(১) প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষর দ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্॥
পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

* অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা রাত্রি শেষে শিশু কুমারগণকে এইরূপ ঋষি স্মরণ করাইয়া থাকেন যথা—ঘ্রত গৌল্য মদ্গোল্য গৌতম ঋষির বাপের শ্রাদ্ধ আজ থাবার খুব ঘটাঘট।

(২) ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে উত্থায় বদ্ধ পদ্মাসনঃ সুধীঃ।
নিধায় ভূতশুদ্ধ্যাদীন গুরুং প্রাতঃ স্মরেন্নর॥

রুদ্রযামল।

জপ করিতে হয়। চৌর মন্ত্র জপ না করিলে সমস্ত জপ পূজাদি বিফল হইয়া যায়। যথা—

চৌর মন্ত্রং মহা মন্ত্রং পঞ্চাশৎ গণ তোষণং।
চৌর মন্ত্রং বিনা ভদ্রে শান্তি স্বস্ত্যয়নং কুতঃ॥

বর্ণবিলাস তন্ত্র।

শাস্ত্রের উপরোক্ত বচনানুসারে চৌর মন্ত্র (৪) জপ করিতে হইবে।

মন্ত্র জপ প্রণালী।

শারীর স্থান।	বীজ মন্ত্র।	জপ সংখ্যা।
হৃদয়ে	ক্রোং	১০ বার।
চক্ষুর্দ্বয়ে	হ্রীং হ্রীং	২০ বার।
কর্ণদ্বয়ে	হ্রীং হ্রীং	২০ বার।
নাসাদ্বয়ে	হুং হুং	২০ বার।
মুখবিবরে	স্ত্রীং	১০ বার।
নাভিস্থলে	ক্লীং	১০ বার।
লিঙ্গমূলে	হেসৗ	১০ বার।
গুহ্যে	ব্লুং	১০ বার।
ভ্রূমধ্যে	হুং	১০ বার।
শিরসী	হ্রীং স্ত্রীং ক্লীং ...	১০ বার।

(৩) শরীর দ্বার যথা—

কর্ণদ্বয়ং তথা চক্ষুর্দ্বয় নাসা মুখং ততঃ।
নাভিস্থানে লিঙ্গমূলে গুহ্যস্থানে তথৈব চ॥
মনোদ্বারং ভ্রুবোর্মধ্যে দশৈকং দ্বারমীরিতং।
প্রতি দ্বারে ন্যসেন্মন্ত্রং চৌরাখ্যং ব্রাহ্মণীশ্বরী॥

গণেশ বিমর্ষিণী।

(৪) চৌর গণেশ মন্ত্র যথা—

অঙ্কুশং প্রথমং বীজং হৃদয়ে দশধা জপেৎ।
প্রজপান্তে ততো মাতঃ কবাটং নিক্ষিপেত্ততঃ॥
হ্রীং হ্রীং বীজদ্বয়মিতি বিন্যসেন্নয়নদ্বয়ে।
কর্ণয়োশ্চ তথা হ্রীং হ্রীং হুং হুং নাসাদ্বয়ে-তথা॥

চৌর মন্ত্র জপান্তে গুরুদেবকে চিন্তা করিতে হইবে (৫) তৎপরে গুরুর ধ্যান করিয়া মানস পূজা করিতে হইবে। যথা—

চিন্তা কালীন এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে যে, শিরস্থিত সহস্রদল-কমল মধ্যে শ্বেতবর্ণ, দ্বিভুজ, প্রসন্ন মুখ-কমল, প্রশান্ত হৃদয় এবং শান্ত মূর্ত্তি বিশিষ্ট, গুরুদেব শক্তি সহিত বিরাজিত রহিয়াছেন (৬)। এইরূপ চিন্তা করিয়া নাভি-মণ্ডলে দক্ষিণ হস্তোপরি বাম হস্ত রাখিয়া (৭) গুরুর ধ্যান করিবে। ধ্যান (৮) যথা—

মুখে স্ত্রীং দ্বিবিধং নাভৌ ক্লীং সুভগেশ্বরী।
হেসৌ বীজং লিঙ্গমূলে গুহ্যে ব্লুং পরিকীর্ত্তিতং॥
হুংকারঞ্চ ভ্রুবোর্মধ্যে মন স্থানে তথৈব চ।
এতদেকাদশ দ্বারে চৌর মন্ত্রাণি বিন্যসেৎ॥
দশধা চৌর মন্ত্রঞ্চ একধা বাপি বীজকং।
অনেনৈব জপেনাপি প্রতি দ্বারে কবাটকং॥

গণেশ বিমর্ষিণী।

(৫)অথাতঃ প্রাতরুত্থায় শয্যাস্থঃ সুসমাহিতঃ।
শিরস্থ কমলে ধ্যায়েৎ স্ব গুরুং শিব রূপিণং॥

ভৈরবতন্ত্রে।

(৬)প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
প্রসন্ন বদনং শান্তং স্মরেত্তন্নাম পূর্ব্বকম্॥
(৭)স্বনাভৌ দক্ষিণে হস্তে বাম হস্তং নিধায় চ।
ভাবয়েত্তু সহস্রারে শ্রীগুরুং শক্তি সংযুতম্॥

তারাগমে।

(৮)মতান্তরে শ্বেতবর্ণ ব্যতীত শ্রীগুরুধ্যান মধ্যে রক্তবর্ণ ও নীলবর্ণ গুরু মূর্ত্তি ভাবনা করিতে দেখা যায়। এ সম্বন্ধে তন্ত্র শাস্ত্রে উল্লেখ আছে "সাত্বিকাদি ভেদাৎ শুক্লবর্ণো রক্তবর্ণো নীলবর্ণশ্চ ধ্যেয়ঃ"। অর্থাৎ স্বতঃ রজ তম ভেদে সাধক তিন প্রকার বলিয়া ধ্যানের বর্ণ ভেদ হইয়া থাকে। যথা—

সাধকাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাঃ সাত্বিকো রাজসস্তথা।
তামসস্ত তথা দেবি তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্॥
সাত্বিকঃ সত্বিকৈর্যুক্তো লক্ষণৈশ্চাপি সুন্দরি।
সাত্বিকো বলিদানানি নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥
রাজসো রজো গুণৈর্যুক্তঃ সত্যং সত্যং বরাননে।
রাজসো বলিদানানি সুরেশে রাজসৈর্যুতঃ॥

ওঁ বরাভয়ং করং শান্তং শুক্লবর্ণং সশক্তিকং।
জ্ঞানানন্দময়ং সাক্ষ্যাৎ সর্ব্ব ব্রহ্ম সরূপকং॥

কালীকুলামৃত তন্ত্র।

এইরূপ ধ্যানানন্তর মানসোপচারে (৯) পুজয়েৎ। পূজা যথা—

১। কনিষ্ঠাভ্যাং লং পৃথ্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ।
২। অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি নমঃ।

তামসস্তামস গুণৈরালস্যাদি যুতঃ প্রিয়ে।
ন শ্রদ্ধা বলিদানেষু পূজনাদিষু সুন্দরি।
ন স্তোত্র পাঠে হোমে চ নাম মাত্রেণ সাধক॥

৭ প, সময়াচার তন্ত্র।

মতান্তরে ইহাও কথিত আছে, সৌরাদি পঞ্চোপাসক ভেদে শ্রীগুরুর বর্ণ ভেদ হইয়া থাকে। শাক্তের পক্ষে শ্বেতবর্ণ, শৈবের পক্ষে গৌরবর্ণ, সৌরীর পক্ষে পীতবর্ণ, গাণপত্যের রক্তবর্ণ ও বৈষ্ণবের পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ বা শ্যামবর্ণ ধ্যান করিতে হয়। শ্বেতবর্ণ গুরুর আর প্রমাণ আবশ্যক করে না কারণ, উহা সর্ব্ববাদী সম্মতঃ। এজন্য অন্যান্য বর্ণের প্রমাণ দেওয়া গেল। যথা—

রক্তবর্ণ তত্র হংসাখ্য পীঠেতু স্বগুরুং রক্তবর্ণকম্।

কৃষ্ণার্চ্চন চন্দ্রিকা।

সহস্রারে গুরুং ধ্যায়েৎ সুরক্তং পদ্ম লোচনম্।

কৌলাবলী তন্ত্র।

নীলবর্ণ নীলাম্বরং নীল বিলেপযুক্তং শঙ্খাদি ভূষং মুদিতং দিনেত্রম্।

বীর চূড়ামনৌ।

পীতবর্ণ শ্রীগুরুং পরমানন্দং চারু মুদ্রা লসৎ করম্।
দ্বিনেত্রং দ্বিভূজং পীতং ধ্যায়েদখিল সিদ্ধিদম্॥

শিবতাণ্ডব।

গৌরবর্ণ শ্বেতাম্বর ধরং গৌরং শ্বেতাভরণ ভূষিতং।

শ্যামারহস্য।

মানসোপচার।

(৯) পৃথিব্যাত্মক গন্ধঃ স্যাদাকাশাত্মক পুষ্পকং।
ধূপো বায্বাত্মকঃ প্রোক্তো দীপো বহ্ন্যাত্মকঃ পরঃ।
রসাত্মকঞ্চ নৈবেদ্যং পূজা পঞ্চোপচারিকা॥

৩। তর্জনীভ্যাং যং বায়বাত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি নমঃ।
৪। মধ্যমাভ্যাং রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং সমর্পয়ামি নমঃ।
৫। অনামিকাভ্যাং বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নমঃ।
৬। পাণিভ্যাং ঐঁ সর্ব্বাত্মকং তাম্বুলং সমর্পয়ামি নমঃ।

এইরূপে মানসোপচারে পূজা করিয়া গুরু মন্ত্র (ঐঁ) ১০৮ বার জপ করিতে হইবে (১০)। তৎপরে গুরুর দক্ষিণ করে এই বলিয়া জপ সমর্পণ করিবে। যথা—

ওঁ গুহ্যেতি গুহ্য গোপ্তীত্বং গৃহাণাস্মাৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদাচ্ছুরেশ্বর॥

তন্ত্রে যে স্ত্রী গুরু ভাবনা করিতে কহিয়াছেন তাহা কেবল লিঙ্গ ব্যত্যয় মাত্র, অর্থাৎ "ব্যত্যয় বহুলমিতি" পাণিনীয় সূত্রে উল্লেখ আছে লিঙ্গ ব্যত্যয় দ্বারা পুং গুরুকেই স্ত্রী রূপে ধ্যান করা হয় মাত্র, বস্তুতঃ গুরু শব্দ পুংলিঙ্গ বাচক। যাহা হউক স্ত্রী গুরুর ধ্যান এই রূপ। যথা—

প্রফুল্ল পদ্ম পত্রাক্ষীং ঘনপীন পয়োধরাম্।
প্রসন্ন বদনাং ক্ষীণ মধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুম্॥
পদ্মরাগ সমাভাসাং রক্ত বস্ত্র সুশোভনাম্।
রক্ত কঙ্কন পাণিঞ্চ রক্ত নূপুর শোভিতাম্॥
শরদ্বিন্দু প্রতীকাশ রক্তোদ্ভাসিত কুণ্ডলাম্।
স্বনাথ বামভাগস্থাং বরাভয় করাম্বুজাম্॥

এই রূপ ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মানস পূজা করণানন্তর গুরু মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে।

কনিষ্ঠা পৃথিবী তত্ত্বং তদ্যোগাদ্ গন্ধ যোজনং।
অঙ্গুষ্ঠো গগণং তত্ত্বং তে নৈব পুষ্প যোজনং।
তর্জ্জনী বায়ু তত্ত্বংস্যাদ্ধূপং তে নৈব যোজয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বং মধ্যমাস্যাদ্দীপং তে নৈব যোজয়েৎ।
অনামা জল তত্ত্বংস্যা তে নৈব যোজয়েচ্চর্কং॥
গুরুগীতা।

(১০) এবং ধ্যাত্বা কুলেশানি মানসৈ রুপচারকৈঃ।
পূজয়িত্বা জপেন্ মন্ত্রী বাগ্ভবং বীজ মুত্তমম্॥ ২৯॥
যথাশক্তি জপং কৃত্বা সমর্প্য দক্ষিণে করে।
ততস্তু প্রণমেদ্ধীমান্ মন্ত্রে নামেন সদ্গুরুম্॥ ৩০॥
৫ উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

পূর্ণাভিষেক স্থলে সাধক ব্যক্তি গুরুর ধ্যান ও মানসপূজা করিয়া শ্রীগুরুর পাদুকা পূজা করিয়া পাদুকা মন্ত্র জপ করিবে। যথা—ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হসখ ফ্রেং হসক্ষ মলবরযুং সহখ ফ্রেং সহক্ষ মলবর যীং হেসৌ শ্রীঅমুকানন্দনাথায় শ্রীঅমুকা দেবম্বা শ্রীগুরু পাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। তৎপরে ঐঁ হইতে শেষ ফ্রেং পর্য্যন্ত জপ করিবে। এইরূপ পূজা ও জপ সমাপনানন্তর বাগভব বীজ (ঐঁ) মন্ত্রের দ্বারা প্রাণায়াম ত্রয় করিতে হইবে। পরে অভ্যাস থাকিলে স্তোত্র ও কবচ পাঠান্তর গুরুদেবকে সংযত চিত্তে নমস্কার করিবে। নমস্কার যথা—

পুং গুরুর নমস্কার।

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

স্ত্রী গুরুর নমস্কার।

নমস্তে দেব দেবেশি নমস্তে হর পূজিতে।
ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥

গুরুদেবকে প্রণাম করণানন্তর ইষ্টদেবতার ধ্যান উপদেশানুসারে করিতে (১১) হইবে। অর্থাৎ যাঁহার যে ইষ্টদেবতা তিনি সেই ইষ্টের ধ্যান করিবেন। ইষ্টের ধ্যান হৃদপদ্মে করিতে হয়। ধ্যানানন্তর মানসপূজা করিতে হইবে। মানসপূজাকে সাধকব্যক্তিগণ অন্তর্যাগ কহেন। অন্তর্যাগ কিবল কল্পনাত্মক পূজা। অর্থাৎ যত প্রকার পূজোপচার আছে সেই সমস্তগুলি একটীর পর একটী করিয়া ভক্তি সহকারে ইষ্টদেবতাকে অর্পণ করিতে হয়, ইহার পদ্ধতি পরে বিবৃত করা যাইতেছে।

---

(১১) প্রণম্যৈবং গুরুং তত্র চিন্তয়েদিষ্ট দেবতাম্।
পূর্ব্ববৎ পূজয়িত্বা তাং মূলমন্ত্র জপঞ্চরেৎ॥ ৩৩॥
ম, নি, ৫ উল্লাস।

মানস পূজা (১২) পদ্ধতি বাহ্যপূজার ন্যায় পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, ধূপ, দীপ, গন্ধ ও পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা অতিশয় ভক্তিসহকারে ও ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে মানসেই পূজা করিতে হয়।

---

(১২) মানস পূজা প্রণালী
অথবা অন্তর্যাগ।

হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দ্দদ্যাৎ মনস্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্।
আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃস্যাৎ গন্ধতত্ত্বকম্॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বং চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধি॥
অনাহত ধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বং চ চামরম্।
সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্॥
নৃত্যমিন্দ্রিয় কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা।
সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা॥
অমায়াদ্যৈর্ভাব পুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্ ভাব গোচরাম্।
অমায়ম্ অনহঙ্কারম্ অরাগম্ অমদং তথা॥
অমোহকম্ অদম্ভং চ অদ্বেষাক্ষোভকং তথা।
অমাৎসর্য্যম্ অলোভং চ দশ পুষ্পং বিদুর্বুধাঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধক অভীষ্ট দেবতার ধ্যান করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে আসন স্বরূপ হৃদয় কমল প্রদান করিবে। পরে সহস্র-দল-কমল বিনিঃসৃত সুধা দ্বারা তাঁহার চরণ যুগলে পাদ্য প্রদান করিয়া মনকে অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন করিবে। অনন্তর উক্ত সহস্র-দল-কমল বিচ্যুত-সুধা দ্বারাই আচমনীয় ও স্নানীয় প্রদান পূর্ব্বক বস্ত্র স্বরূপ আকাশতত্ত্ব গন্ধ স্বরূপ গন্ধতত্ত্ব, পুষ্প স্বরূপ চিত্ত, ধূপ স্বরূপ প্রাণ, দীপ স্বরূপ তেজস্তত্ত্ব, নৈবেদ্য স্বরূপ সুধাসাগর ঘণ্টাধ্বনি স্বরূপ অনাহতধ্বনি, চামর স্বরূপ বায়ুতত্ত্ব ছত্র স্বরূপ সহস্র-দল-কমল, গীত স্বরূপ শব্দতত্ত্ব, এবং নৃত্য স্বরূপ ইন্দ্রিয় সমুদায়ের ক্রিয়া ও মনের চাঞ্চল্য সমর্পন করিবে। পরে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী রূপ পদ্মমালা প্রদান পূর্ব্বক ভাব গোচরা ভগবতীকে অমায় প্রভৃতি পঞ্চদশবিধ ভাব পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পঞ্চদশ ভাব পুষ্পের মধ্যে দশ প্রকার সাধারণ পুষ্প এবং পঞ্চ প্রকার মহাপুষ্প। সাধারণ ভাব পুষ্প দশক যথা—অমায় (মায়া পরিহার) ১, অনহঙ্কার (অহঙ্কারশূন্যতা) ২, অরাগ (অনুরাগ বর্জ্জন) ৩, অমদ (গর্ব্ব-হীনতা) ৪, অমোহ (মোহ-রাহিত্য) ৫, অদম্ভ (অদাম্ভিকতা) ৬, অদ্বেষ (বিদ্বেষাভাব) ৭,

অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
দয়া পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং জ্ঞান পুষ্পং চ পঞ্চমম্॥
ইতি পঞ্চদশৈর্ভাব পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েৎ শিবাম্।
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং মৎস্য শৈলং তথৈব চ॥
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পরমান্নকম্।
কুলামৃতং চ তৎপুষ্পং পঞ্চ তৎক্ষালনোদকং॥
কাম ক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্ত্বা প্রপূজয়েৎ॥
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গগনে চ জলান্তরে।
যদ্যৎ প্রমেয়ং তৎসর্ব্বং নৈবেদ্যার্থং নিবেদয়েৎ॥
পাতাল ভূতল ব্যোমচারিণো বিঘ্ন কারিণঃ।
তাং স্তানপি বলিং দত্ত্বা নির্দ্বন্দ্বো জপমাচরেৎ॥
গ্রন্থিমা কুণ্ডলিনীশক্তি নাদান্তে মেরু সংস্থিতিঃ।
সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ।
অকারাদি লকারান্তম্ অনুলোমম্ ইতি স্মৃতম্॥
পুনর্লকার মারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মন্ত্রং জপেৎ।
অষ্টবর্গাদ্যষ্টবর্ণৈ তথা ন্যূনমথাষ্টকম্।
অষ্টোত্তর শতং জপ্তা সমর্প্য প্রণমেদ্ ধিয়া॥

অক্ষোভ (ক্ষোভ-বিসর্জ্জন) ৮, অমাৎসর্য্য (পরশ্রী কাতরতা-ত্যাগ) ৯, অলোভ (লোভের অনধীনতা) ১০, এই দশটী সাধারণ ভাব পুষ্প। তৎপরে পঞ্চবিধ মহাপুষ্প দ্বারা পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার সময় অহিংসা-রূপ প্রথম পুষ্পাঞ্জলি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-রূপ দ্বিতীয় পুষ্পাঞ্জলি, দয়ারূপ তৃতীয় পুষ্পাঞ্জলি, ক্ষমারূপ চতুর্থ পুষ্পাঞ্জলি এবং জ্ঞান-রূপ পঞ্চম পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। এইরূপ পঞ্চদশ প্রকার ভাবপুষ্প দ্বারা ভগবতীর পূজা করিয়া পঞ্চতত্ত্ব প্রদান সময়ে সাধক মনে মনে সুধাসাগর, পর্ব্বতাকার মাংস, পর্ব্বতাকার মৎস্য, রাশীকৃত মুদ্রা ও সুভক্ত ঘৃতাক্ত পরমান্ন, কুলামৃত, পীঠক্ষালন বারি এবং পঞ্চ প্রকার কুল পুষ্প অর্থাৎ বজ্রপুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডপুষ্প, গোলপুষ্প ও সার্ব্ব-কালিক কুসুম নিবেদন করিবে। কামকে ছাগ স্বরূপ ও ক্রোধকে মহিষ স্বরূপ কল্পনা করিয়া বলিদান করিতে হইবে। বলিদানের পর ভোগ দিবার সময় স্বর্গ মর্ত্তে পাতালে আকাশে অথবা জল মধ্যে যাহা কিছু প্রমেয় (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য) বস্তু আছে তৎ সমুদায় নিবেদন করিবে। পাতালচারী ভূতলচারী আকাশচারী যে কোন জীব, পূজার বিঘ্নকারী হইবে, তাহাদিগকেও বলিদান করিয়া দ্বন্দ্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক জপ করিতে আরম্ভ করিবে। মানসিক জপ করিবার সময় মূলকুণ্ডলিনীরূপা সূত্রে অকা-

সর্ব্বান্তরাত্ম নিলয়ে স্বান্তর্জ্জ্যোতিঃ স্বরূপিণি।
গৃহাণান্তর্জপং মাতরাদ্যেকালি নমোস্তুতে॥
সমর্প্য জপ মে তেন পঞ্চাঙ্গং প্রণমেদ্ ধিয়া।
অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যেন চিন্ময়তাং ব্রজেৎ॥
অথাধারময়ে কুণ্ডে চিদগ্নৌ হোময়েৎ ততঃ।
আত্মান্তরাত্মা পরম জ্ঞানাত্মা চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
এতদ্রূপং তু চিৎকুণ্ডং চতুরস্রং বিভাবয়েৎ॥
আনন্দ মেখলা রম্যং বিন্দু ত্রিবলয়াঙ্কিতম্।
অর্দ্ধমাত্রা যোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ং ভবেৎ॥

রাদি (শেষ) লকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ গ্রথিত করিতে হইবে। মালা গ্রথিত করিবার সময় সাধক মনে মনে চিন্তা করিবেন যে, কুণ্ডলিনীর দুই দিকে দুই মুখ। তিনি এক মুখ উন্নত করিয়া মূলাধারের চতুর্দ্দল হইতে স, ষ, শ, ব এই বর্ণ চতুষ্টয় গ্রাস পূর্ব্বক স্বাধিষ্ঠানের ষড়দলে ল, র, য, ম, ভ, ব, এই ছয় বর্ণ গ্রাস করিবেন। পরে তিনি মণিপুর পর্য্যন্ত মুখ উন্নত করিয়া দশদল স্থিত ফ, প, ন, ধ, দ, থ, ত, ণ, ঢ, ড, এই দশটি বর্ণ গ্রাস করিয়া অনাহত চক্রস্থিত দ্বাদশ দলে ঠ, ট, ঞ, ঝ, জ, ছ, চ, ঙ, ঘ, গ, খ, ক, এই দ্বাদশ বর্ণ গ্রাস করিবেন। পরে তিনি বিশুদ্ধ চক্রস্থিত ষোড়শ দল হইতে অঃ, অং, ঔ, ও, ঐ, এ, ৡ, ঌ, ৠ, ঋ, ঊ, উ, ঈ, ই, আ, অ, এই ষোড়শ বর্ণ গ্রাস পূর্ব্বক আজ্ঞা চক্রে গিয়া ক্ষ এই বর্ণের কিঞ্চিৎ গ্রাস করিবেন। পরে দ্বিতীয় মুখ অর্থাৎ পুচ্ছ উৎক্ষিপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা ল এই বর্ণ উদ্গিরণ পূর্ব্বক দ্বিদল হইতে হ এই বর্ণ গ্রাস করিয়া পুনর্ব্বার উদগীর্ণ ল—কেও গ্রাস পূর্ব্বক ক্ষ, এই বর্ণের কিয়দংশ গ্রাস করিবেন। এইরূপে অকার হইতে লকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণে মাতৃকা-মালা গ্রথিত হইল। উভয় মুখে ধৃত ক্ষ ইহার মেরু। এই মাতৃকামালার প্রত্যেক বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া তৎপরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জপ করিতে হইবে। অকার হইতে লকার পর্য্যন্ত ৫০ বর্ণে অনুলোম এবং লকার হইতে অকার পর্য্যন্ত ৫০ বর্ণে বিলোম জপ করিলে এক শত জপ হইবে। পরে অষ্ট বর্গের আদ্য অষ্ট বর্ণে অর্থাৎ অ, ক, চ, ট, ত, প, য, শ, এই অষ্ট বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া অষ্টবার জপ করিবে। ইহা দ্বারা একশত আটবার জপ হইবে। পরন্তু এই মানসিক জপ কালে শ্বাস রুদ্ধ রাখিয়া উক্ত ১০৮বার জপ করাই সাধক সম্প্রদায়ের রীতি। যিনি ১০৮ বার জপ শেষ পর্য্যন্ত শ্বাস বায়ু রুদ্ধ রাখিতে না পারেন, তিনি কেবল শেষোক্ত অষ্টবার মাত্র জপ করিবেন।

সাধক উক্ত প্রকারে অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া মনে মনে সমর্পণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র

বামে নাড়ীমিড়াং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ।
সুষুম্নাং মধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যাৎ হোমং যথা বিধি॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সাধকেন্দ্রো হবি স্তেন প্রকল্পয়েৎ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং পঠেদমুম্॥
ওঁ নাভি চৈতন্য রূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রু চা।
জ্ঞান প্রদীপিতে নিত্যম্ অক্ষবৃত্তীর্জ্জুহোম্যহম্॥ স্বাহা॥ ১॥
বহ্নিজায়ান্ত মন্ত্রেণ দদ্যাচ্চ প্রথমাহুতিম্।
মূলমন্ত্রোপরি শ্লোকম্ অপরং হোময়েন্মনুম্।
ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্মহ বির্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রু চা।
সুষুম্না বর্ত্মনা নিত্যম্ অক্ষবৃত্তীর্জ্জুহোম্যহম্॥ স্বাহা॥ ২॥

স্মরণ সহকারে মনে মনে প্রণাম করিবেন যে, মাতঃ! তুমি সকলেরই অন্তরাত্মাতে বাস করিতেছ; তুমি সকলের অন্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপ। আদ্যে কালি! আমি যে মানসিক জপ করিলাম, তাহা গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার। সাধক এইরূপে জপ সমর্পণ সহকারে মনে মনেই পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করিবেন।

অতঃপর মানসিক হোম করিবার প্রণালী বলিতেছি। ইহা দ্বারা সাধক ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন। অন্তঃর্হোম করিবার সময় মূলাধাররূপ কুণ্ডে চিৎস্বরূপ অগ্নি উদ্দীপ্ত করিয়া আহুতি প্রদান করিতে হইবে। আত্মা (শরীর) অন্তরাত্মা (কুণ্ডলিনী), পরমাত্মা (ব্রহ্ম) জ্ঞানাত্মা (বুদ্ধি), এই চতুষ্টয় দ্বারা নির্ম্মিত চতুষ্কোণ চিৎকুণ্ড কল্পনা করিতে হইবে। এই চিৎকুণ্ড আনন্দরূপ মেখলা (কুণ্ডের অবয়ব বিশেষ) দ্বারা সুরম্য। মূলাধার চক্রস্থিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গরূপ বিন্দু ও যোনিমণ্ডলরূপ ত্রিকোণ ইহার বিন্দু ও ত্রিকোণমণ্ডল, পরিকল্পিত হইবে। কাম-কলার নিম্নদেশস্থিত অর্দ্ধমাত্রা এই কুণ্ডের যোনি (কুণ্ডের অবয়ব বিশেষ) স্বরূপ কল্পনা করা যাইবে। এই যোনি ব্রহ্মানন্দময়। অনন্তর সাধক বামভাগে ইড়া, দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা এবং মধ্যভাগে সুষুম্না নাড়ী ধ্যান করিয়া যথাবিধানে হোম করিতে আরম্ভ করিবেন। এই হোম কালে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হবিঃ স্বরূপ পরিকল্পিত হইবে। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পড়িয়া আহুতি দিতে হইবে যে, আমার নাভিস্থিত চৈতন্যস্বরূপ হুতাশন কখনা জ্ঞান দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে আমি মনোময় স্রুক (হোমসাধন, দর্ব্বীর ন্যায় আকার বিশিষ্ট যজ্ঞপাত্র বিশেষ) দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ঘৃতের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদায় আহুতি প্রদান করিলাম। এই মন্ত্রে স্বাহা যোগ করিয়া প্রথম আহুতি প্রদান করিবে। ১॥

পুনর্ব্বার মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ

ওঁপ্রকাশাকাশহস্তাভ্যাম্ অবলম্ব্যোন্মনীস্রুচা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কলা স্নেহ পূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্॥ স্বাহা॥ ৩॥
বহ্নি জায়ান্ত মন্ত্রেণ তৃতীয়াহুতিমাচরেৎ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং পঠেদমুম্॥
ওঁ অন্তর্নিরন্তর নিরিন্ধন মেধমানে
মায়ান্ধকার পরিপন্থিনিসম্বিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদ ভূত মরীচি বিকাশ ভূমৌ॥
বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি শিবাবসানম্॥ স্বাহা॥ ৪॥
অনেন মমুনাহুত্বা পূর্ণাহুতিরনন্তরম্।
ওঁ ইদন্তু পাত্র ভরিতং মহত্তাপ পরামৃতম্॥
পূর্ণাহুতি ময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহম্॥ স্বাহা॥ ৫॥
বহ্নিজায়ান্ত মন্ত্রেণ দদ্যাচ্চ পঞ্চমাহুতিম্॥

হবি দ্বারা সমুদ্দীপ্ত আত্মরূপ অগ্নিতে আমি সুষুম্না পথ দ্বারা মনোময় স্রুক সহকারে অবিশ্রান্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি সমুদায় আহুতি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ২॥

অদ্য আমি প্রকাশ ও আকাশ রূপ হস্তদ্বয় দ্বারা উন্মনীরূপ স্রুক অবলম্বন করিয়া তদ্দ্বারা উদ্দীপ্ত অগ্নিতে ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও মায়া বিকাশ রূপ ঘৃতে পরিপূর্ণ আহুতি সমর্পণ করিলাম। ৩॥

এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় আহুতি প্রদান কালেও স্বাহা উচ্চারণ করিবে। এই রূপ তৃতীয় আহুতি প্রদান করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে যে, যাহা হইতে অদ্ভুত দিব্য জ্যোতি (জগৎ প্রপঞ্চ) প্রকাশ হইতেছে, যিনি মায়া রূপ অন্ধকার বিধ্বস্ত করিয়া আমার অন্তরে ইন্দন ব্যতিরেকেও নিরন্তর প্রজ্বলিত ও সমুদ্দীপ্ত রহিয়াছেন তাদৃশ অনির্ব্বচনীয় সম্বিৎরূপ অগ্নিতে আমি ধরাতল অবধি শিব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ ও সমুদায় মায়া প্রপঞ্চ আহুতি প্রদান করিলাম। ৪॥

অনন্তর পূর্ণাহুতির সময় এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে যে, আমার এই মনোময় পাত্র আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয় রূপ হব্যে পরিপূরিত করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক হোম সমাপন করিলাম। স্বাহান্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এই পঞ্চম আহুতিও প্রদান করিবে। ৫॥

শ্রীগুরুপাদুকা পঞ্চক স্তোত্রং।

ওঁ নমঃ শ্রীনাথায়।

ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতং।
কুণ্ডলীবিবর কাণ্ড মণ্ডিতং দ্বাদশার্ণ সরসীরুহং ভজে। ১॥
তস্য কন্দলিত কর্ণিকাপুটে ক্লৃপ্তরেখমকথাদি রেখয়া।
কোণ লক্ষিত হলক্ষ মণ্ডলীভাবলক্ষ্য মবলালয়ং ভজে। ২॥
তৎপুটে পুট তড়িৎ কড়ারিমস্পর্দ্ধমান মণিপাটল প্রভং।
চিন্তয়ামি হৃদিচিন্ময়ং বপুর্ব্বিন্দুনাদমণি পীঠ মণ্ডলং। ৩॥
ঊর্দ্ধমস্য হুতভুক্ শিখাত্রয়ং তদ্বিলাস পরিবৃংহনাস্পদং।
বিশ্বঘস্মর মহোচ্চিদোৎকটং ব্যামৃষামি যুগমাদি হংসয়োঃ। ৪॥
তত্রনাথ চরণারবিন্দয়োঃ কুঙ্কুমাসাবরী মরন্দয়োঃ।
দ্বন্দ্বমিন্দুমকরন্দশীতলং মানসং সংস্মরতি মঙ্গলাস্পদং। ৫॥
নিশক্তমণি পাদুকা নিয়মিতাঘ কোলাহলং স্ফুরৎ কিশলয়া
রুণং নখসমুল্লসচ্চন্দ্রকং। পরামৃত সরোবরোদিত সরোজ।
সদ্রোচিষং ভজামি শিরসিস্থিতং গুরুপদার বিন্দদ্বয়ং। ৬॥
পাদুকাপঞ্চক স্তোত্রং পঞ্চবক্ত্রাদ্বিনির্গতং।
ষড়াম্নায় ফলপ্রাপ্তং প্রপঞ্চেচাতি দুর্ল্লভং। ৭॥

ইতি শ্রীরুদ্রজামলে পঞ্চবক্ত্র বিনির্গত শ্রীমদ্গুরুপাদুকা পঞ্চক স্তোত্রং সমাপ্তং।

—o—

অথ গুরু কবচং।

দেব্যুবাচ।— ভূতনাথ মহাদেব কবচং তস্য মে বদ।
গুরুদেবস্য দেবেশ সাক্ষাদ্ব্রহ্ম স্বরূপিণঃ॥
ঈশ্বরউবাচ।— অথাতঃ কথয়ামীশে কবচং মোক্ষদায়কং।
যস্য জ্ঞানং বিনা দেবি ন সিদ্ধির্নচ সদ্গতিঃ॥
ব্রহ্মাদয়োপি গিরিজে সর্ব্বত্র যাজিনঃ স্মৃতাঃ।
অস্য প্রসাদাৎ সকলা বেদাগম পুরঃসরাঃ॥
কবচস্যাস্য দেবেশি ঋষির্বিষ্ণুরুদাহৃতঃ।
ছন্দো বিরাড় দেবতা চ গুরুদেবঃ স্বয়ং শিবঃ॥
চতুর্বর্গ জ্ঞানমার্গে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

পূজা সমাপ্ত হইলে পরে মূলমন্ত্রং (১৩) যথাশক্তি জপ করিয়া পুনর্ব্বার প্রাণায়ামাদি করিয়া জপ সমাপণ করিবে পরে ইষ্ট দেবতাকে নমস্কার করিয়া আত্ম-চিন্তা করিবে।

মতান্তরে ইষ্টদেবতার ধ্যান ও ইষ্ট পূজা না করিয়া কুলকুণ্ডলিনীকে ইষ্টরূপে পূজাদি করিবার বিধি আছে। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মূল বিদ্যা কুণ্ডলিনীকে ভাবনা (১৪) করিবে। প্রথমতঃ কুণ্ডলিনীর ধ্যান (১৫) করিতে হইবে। ধ্যান যথা—

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্পূর ধবলো গুরুঃ।
বামোরুস্থিত শক্তির্যঃ সর্ব্বত্র পরিরক্ষতু ॥
পরমাখ্যো গুরুঃ পাতু শিরসং মম বল্লভে।
পরা পরাখ্যো নাসাং মে পরমেষ্ঠী মুখং সদা ॥
কণ্ঠং মম সদা পাতু প্রহ্লাদানন্দনাথকঃ।
বাহুদ্বৌ সনকানন্দঃ কুমারানন্দ এব চ ॥
বশিষ্ঠানন্দনাথশ্চ হৃদয়ং পাতু সর্ব্বদা।
ক্রোধানন্দঃ কটিং পাতু সুখানন্দঃ পদং মম ॥
ধ্যানানন্দশ্চ সর্ব্বাঙ্গং বোধানন্দশ্চ কাননে।
সর্ব্বত্র গুরুব পাতু সর্ব্বে ঈশ্বর রূপিণঃ ॥
ইতি তে কথিতং ভদ্রে কবচং পরমং শিবে।
ভক্তিহীনে দুরাচারে দদ্বৈতং মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥
অস্যৈব পঠনাদ্দেবি ধারণাৎ শ্রবণাৎ প্রিয়ে।
জায়তে মন্ত্র সিদ্ধিশ্চ কিমন্যৎ কথয়ামিতে ॥
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ শিখায়াং বীরবন্দিতে।
ধারণান্নাশয়েৎ পাপং গঙ্গায়াং কল্মষং যথা ॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যদি মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে।
তৎ সর্ব্বং নিস্ফলং কৃত্বা গুরুর্যাতি সুনিশ্চিতং ॥
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
ইতি কঙ্কাল মালিনী তন্ত্রে গুরু কবচং সমাপ্তং ॥

(১৩) যস্য লোকস্য যং মন্ত্রং দদ্যাচ্চ বিধিনা গুরুঃ।
তং মূলমন্ত্রং বিজ্ঞেয়ং সর্ব্বতন্ত্র সমন্বিতম্ ॥ বিশ্বসার তন্ত্র।

(১৪) মূলাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং মূলং বিদ্যাং বিভাবয়েৎ। তন্ত্রসার।

(১৫) ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধার নিবাসিনীং।
তামিষ্ট দেবতা রূপাং সার্দ্ধ ত্রিবলয়ান্বিতাং ॥ ঐ ॥

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং তত্র ইষ্টদেব স্বরূপিনীং।
সদা ষোড়শ বর্ষীয়াং পীনোন্নত পয়োধরাং॥
নব যৌবন সম্পন্নাং সর্ব্বাভরন ভূষিতাং।
পূর্ণচন্দ্র নিভাং বক্ত্রাং সদা চঞ্চল লোচনাং॥
নানা রত্ন যুতাং রম্যাং পাদৌ নূপুর শোভিতাং।
কিঙ্কিনী চ তথা কট্যাং রত্ন কঙ্কন মণ্ডিতাং।
কন্দর্প কোটী লাবণ্যাং সদা মৃদু মন্দ হাসিনীং॥

প্রকারান্তর ধ্যান।

ওঁ প্রসুপ্ত ভুজগাকারং সয়ম্ভু লিঙ্গমাশ্রিতং।
বিদ্যুৎ কোটী প্রভাং দেবীং বিচিত্র বসনান্বিতাং।
শৃঙ্গারাদি রসোল্লাসাং সর্ব্বদা কারণ প্রিয়াং॥

যোগসারে।

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসিক পূজা জপাদি করিবে (১৬)। প্রথমে যং রং এই পবন ও বহ্নি বীজ দ্বারা কুণ্ডলিনীর নিদ্রা ভঙ্গ করিতে হইবে অর্থাৎ যং রং বীজের প্রাণায়াম দ্বারা নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীর নিদ্রা ভঙ্গ করিতে হইবে। ষোড়শবার যং বীজ

কোটি সৌদামিনী ভাষাং সয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টিতাং॥
তামুত্থায় মহাদেবীং প্রাণ মন্ত্রেণ সাধকঃ।
উদ্যদ্দিনকর দোতাং যাবচ্ছাসং দৃঢ়াসনঃ॥
অশেষা শুভ শাস্ত্যর্থং সমাহিত মনাঃ শিবং॥
তৎ প্রভা পটলং ব্যাপ্তং শরীর মপি চিন্তয়েৎ॥

যিনি অতি সূক্ষ্মা মূলাধার নিবাসিনী স্বীয় ইষ্টদেবতা রূপে সার্দ্ধ ত্রিতয় বেষ্টনে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, কোটি বিদ্যুতের ন্যায় যাহার দেহ কান্তি, সাধক এবম্ভূতা কুণ্ডলিনীকে প্রাণ মন্ত্রে অর্থাৎ হং সঃ এই মন্ত্রে প্রবোধিত করিয়া শ্বাস সংযমন পূর্ব্বক একাগ্রমনে ধ্যান করিবে, এবং উদয় কালীন দিনকরের ন্যায় দীপ্তিমতী কুণ্ডলিনীর দেহ প্রভায় এই শরীর [illegible] রহিয়াছে এইরূপ [illegible] করিবে।

(১৬) এবং ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং ততো মন্ত্রং সমাহিতঃ।
মনসা গন্ধ পুষ্পাদ্যৈঃ সংপূজ্য [illegible]।
[illegible]

জপ দ্বারা পূরক; চতুঃষষ্টিবার রং বীজ জপ দ্বারা কুম্ভক এবং দ্বাত্রিংশবার যং রং বীজ জপ দ্বারা রেচক করিয়া হুঁকার দ্বারা চেতনা করাইতে হইবে অথবা ভূতশুদ্ধি প্রকরণানুসারে কুণ্ডলিনীকে প্রবোধিত করিয়া পরে " হং স " এই প্রাণ মন্ত্রের দ্বারা মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত পরম শিবে যোজনা করিয়া পুনরায় মূলাধারে আনিতে হইবে। অর্থাৎ " হং " মন্ত্রের দ্বারা শ্বাস গ্রহণ সময়ে পরম শিবে যোজনা এবং " সঃ " মন্ত্রের দ্বারা শ্বাস ত্যাগ কালীন পুনরায় মূলাধারে নীত করিবে। তৎপরে ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ির মূল স্থানকে ত্রিবেণী (১৭) জ্ঞান করিয়া তাহাতে কুণ্ডলিনীকে স্নান করাইয়া মূলাধারে স্থাপন করিয়া পূজা করিবেক (১৮) তৎপরে অজপা জপ সমর্পণ করিতে হইবে। যথা—

শিরসি, হংস ঋষয়ে নমঃ। মুখে অব্যক্ত গায়ত্রী চ্ছন্দশে নমঃ। হৃদি পরমহংস দেবতায়ৈ নমঃ। লিঙ্গে হং বীজায় নমঃ। আধারে সঃ শক্তয়ে নমঃ।

মূলাধারে স্বর্ণবর্ণ চতুর্দ্দলে বাদিসান্ত চতুর্বর্ণান্বিতে ষট্শতং অজপা জপং সশক্তি গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ।

• স্বাধিষ্ঠানে অনেক বিদ্যুন্নিভে বাদিলান্ত ষটবার্ণান্বিতে ষড়দলে সহস্রং অজপা জপং সাবিত্রী সহিতায় ব্রহ্মণে সমর্পয়ামি নমঃ।

মণিপুরে নীলোৎপল মেঘনিভে ডাদিফানন্ত দশবর্ণান্বিতে দশদলে ষটসহস্রং অজপা জপং লক্ষ্মী সহিতায় নারায়নায় সমর্পয়ামি নমঃ।

অনাহতে তরুণ রবিনিভে দ্বাদশবর্ণ যুতে দ্বাদশদলে ষটসহস্রং অজপাজপং সশক্তি শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ।

বিশুদ্ধে ষোড়শদলে ষটসহস্রং অজপা জপং প্রাণধারিণীশক্তি সহিত জীবপুরুষায় সমর্পয়ামি নমঃ।

---

(১৭) ইড়া গঙ্গেতি বিজ্ঞেয়া পিঙ্গলা যমুনা নদী।
মধ্যে সরস্বতীং বিদ্যাৎ প্রয়াগাদি সমস্ততঃ ॥ ৩০৩ ॥

স্বপ্নোদয়।

(১৮) যেরূপ মানস পূজা উক্ত হইয়াছে সেইরূপ। মতান্তরে সর্ব্ব প্রথমে অজপা জপ সমর্পণ করিয়া পশ্চাৎ গুর্ব্বাদি চিন্তা করিবার বিধি আছে। কোন কোন সাধক চতুর্দ্দলে কুণ্ডলিনীর পূজা না করিয়া অজপা জপ সমাপনান্তে একেবারে কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে আরোহণ করাইয়া সশক্তি গুরুদেবের অর্চ্চনা করেন। অর্চ্চনানন্তে প্রতি পদ্মে তর্পণ করিতে করিতে কুণ্ডলিনীকে অবরোহণ করাইয়া স্বস্থানে স্থাপন করেন। যথা—

সহস্রারে অকারাদি ক্ষকারান্ত স্বশক্তিং গুরবে শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।

আজ্ঞাখ্যে শ্রীচন্দ্রপ্রভে দ্বিদলে হক্ষবর্ণান্বিতে সহস্রং অজপা জপং অর্দ্ধ নারীশ্বরায় (মায়া সহিত গুরু মূর্ত্তয়ে) সমর্প্পয়ামি নমঃ।

সহস্রারে নানাবর্ণোজ্জলে সহস্রদলে অকারাদি ক্ষকারান্ত সহিতায় সহস্রং অজপা জপং সশক্তি গুরবে (পরমাত্মনে) সমর্প্পয়ামি নমঃ।

ইতি জপং সমর্প্য অষ্টোত্তর শত সংখ্যমজপাজপং কুর্য্যাৎ।

তৎপরে পরিপুত মন হইয়া ইষ্টদেবতাকে নমস্কার পূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিবে। যথা—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈ বাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাব বান॥

ইহার অর্থ এই যে আমি দেব ভিন্ন অন্য কিছু নহি আমি ব্রহ্মস্বরূপ, সাংসারিক শোকভাগি নহি। আমি নিত্য এবং মুক্ত স্বভাব বিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

এইরূপ গুরুদেব হইতে আপনাকে অভিন্ন ভাবনা করিয়া প্রার্থনা করিবে। (১৯) যথা—

ত্রৈলোক্য চৈতন্য ময়াধি দেব, শ্রীনাথবিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসার যাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

ততশ্চ।

জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থেতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া শয্যা হইতে, বহির্নিগমনের সময় ভূমিতে পাদস্পর্শজন্য পৃথিবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে যথা—

সমুদ্র মেখলে দেবি পর্ব্বত স্তন মণ্ডলে।
বিষ্ণু পত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥

তৎপরে "ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পৃথিবীকে প্রণাম

---

(১৯) দেবী সাধক এইরূপ করিবে।
ত্রৈলোক্য চৈতন্যময়েশ্বরেশি শ্রীপার্ব্বতি ত্বচ্চরণাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসার যাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

করিয়া উপাসক ভেদে অগ্রে দক্ষিণ বা বাম পদ (২০) ভূমিতে ক্ষেপন পূর্ব্বক শয্যা ত্যাগ করিতে হইবে।

গৃহস্থ ব্যক্তি প্রতিদিবসেই এইরূপ অরুণোদয়কালে নিদ্রাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য করিবে, তদনন্তর মলমূত্রাদিত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নান করিবে। প্রাতঃকৃত্য না করিয়া যে ব্যক্তি দেব আরাধনায় তৎপর হয় তাহার সমস্ত পূজাদী ক্রিয়া বিফল হইয়া যায়। যথা—

প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বাতু যো দেবীং ভক্তিতোঽর্চ্চয়েৎ।
তস্ত পূজা চ বিফলা শৌচহীনা যথা ক্রিয়া॥

তন্ত্রসার।

শৌচ হীন ক্রিয়া যেরূপ নিস্ফল প্রাতঃকৃত্য না করিয়া (২১) দেবির অর্চ্চন করিলে সেইরূপ বিফল হইয়া থাকে।

বিণ্মূত্রোৎসর্গ। (২২)

নমস্কৃত্য বহির্গচ্ছেদ্বামপাদ পুরঃসরং।
ত্যক্ত্বা মূত্র পুরীষঞ্চ দন্তধাবন মাচরেৎ॥ ৩৬॥

ম, নি, তন্ত্র ৫ম উল্লাস।

---

(২০) ত্যজেৎ প্রভাতে চরণং বিধিজ্ঞা সমীরণানুক্রমতো ধরায়াম্।
শিবোক্ত মন্ত্রং পরিভাব্য তস্মাৎ সমস্ত দোষাপহৃদং জানামি॥

তত্ত্বচিন্তামনি।

ইষ্টদেবস্ত ভূমৌচ তন্ত্রাং শ্বাসানুসারতঃ।
বিন্যস্য পাদমুথায় কুর্য্যাদাবশ্যকীঃ ক্রিয়া॥

শিবার্চ্চণ চন্দ্রিকা।

পুং দেবতার উপাসক হইলে অগ্রে দক্ষিণ পদ আর স্ত্রী দেবতার উপাসক হইলে অগ্রে বাম পদক্ষেপণ করিবে।

(২১) নিদ্রাং জহ্যাদ গৃহী রাম নিত্যমেবারুণোদয়ে।
বেগোৎসর্গং ততঃ কৃত্বা দন্তধাবন পূর্ব্বকং।
স্নানং সমাচরেৎ প্রাতঃ সর্ব্ব কল্মষ নাশনং॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

(২২) মৈত্রং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবন মঞ্জনং।
পূর্ব্বাহ্ণ এব কুর্ব্বীত দেবতানাঞ্চ পূজনং। ১৫২॥

৪ অ মনু।

অর্থাৎ ইষ্টদেবতাকে নমস্কার করিয়া অগ্রে বাম চরণ বিন্যাস পূর্ব্বক বহির্গমন করিবে। পরে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া দন্তধাবন করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

বিন্মূত্রোৎসর্গের বিধি এই যে, বাসগৃহের দক্ষিণ দিকে বা নৈঋত কোণে ১৫০ হস্ত অন্তরে বা ততোধিক স্থান অতিক্রম করিয়া মলত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মলত্যাগ সময়ে থুথু ফেলা শ্বাস গ্রহণ করা এবং কথা কহা কর্ত্তব্য নহে। দিবা ভাগে উত্তরাভিমুখ ও রাত্রিযোগে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া এবং সন্ধ্যাদ্বয়যোগে উত্তরাভিমুখ হইয়া মলমূত্রত্যাগ করিবে।

কৃত্বা যজ্ঞোপবীতন্তু পৃষ্ঠতঃ কণ্ঠলম্বিতং।
বিন্মূত্রে চ গৃহী কুর্য্যাদ্যদ্বাকর্ণে সমাহিত।

যমঃ।

মলত্যাগ সময়ে যজ্ঞোপবীতকে পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপন করিয়া বা হারের ন্যায় কণ্ঠ লম্বিত করিয়া অথবা কর্ণোপরি রাখিয়া রক্ষা করিবে।

মলত্যাগ, দেহ প্রসাধন, প্রাতঃস্নান, দন্তধাবন, অঞ্জনধারণ ও দেবতাদিগের পূজা পূর্ব্বাহ্ণে অর্থাৎ দিবসের পূর্ব্বভাগে সমাপন করিতে হয়।

তিরস্কৃত্যোচ্চরেৎ কাষ্ঠ লোষ্ট্র পত্র তৃণাদিনা।
নিয়ম্য প্রযতো বাচং সম্বীতাঙ্গোঽবগুণ্ঠিতঃ॥ ৪৯॥

কাষ্ঠ, লোষ্ট্র পত্র বা তৃণাদি দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন করিয়া গাত্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক মস্তকে বস্ত্রাদি অনুচ্ছিষ্ট মুখে বাক সংযমন করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিবে।

মূত্রোচ্চার সমুৎসর্গং দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।
দক্ষিণাভি মুখো রাত্রৌ সন্ধ্যয়োশ্চ যথা দিবা॥ ৫০॥

৪ অ, মনু।

সকল বর্ণই দিবাযোগে এবং উভয় সন্ধ্যা সময়ে উত্তরাভিমুখ হইয়া ও রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে।

ছায়ায়া অন্ধকারে বা রাত্রাবহনিবাদ্বিজ।
যাথা সুখ মুখঃ কুর্য্যাৎ প্রাণবাধ ভয়েষুচ॥ ৫১॥

চায়া স্থানে বা অন্ধকারে বা রাত্রিকালে বা দিগ্বিদিক জ্ঞান না হইলে অথবা ব্যাঘ্র সর্পাদি কর্তৃক প্রাণ বিনাশের ভয় উপস্থিত হইলে যে মুখে ইচ্ছা বিন্মূত্র পরিত্যাগ করিতে পারে। ৫১।

শৌচং। (২৩)

ধর্ম্মবিদ্দক্ষিণং হস্তমধঃ শৌচেন যোজয়েৎ।
তথৈব বামহস্তেন নাভেরূর্দ্ধং ন শোধয়েৎ।
প্রকৃতি স্থিতিরেষাস্যাৎ কারণা ভয় ক্রিয়া॥

দেবলঃ।

ধর্ম্মজ্ঞব্যক্তি অধোদেশের শৌচক্রিয়াতে দক্ষিণ হস্ত যোজনা করিবে না এবং বাম হস্তদ্বারা নাভির উর্দ্ধদেশ শোধন করিবে না অর্থাৎ বামহস্তের দ্বারা অধোদেশ ও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নাভির উর্দ্ধদেশ শোধন করিবে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। রোগী বা অসমর্থ ব্যক্তি উভয় হস্ত দ্বারা শৌচাদি ক্রিয়া করিতে পারে।

একা লিঙ্গে গুহ্যে তিস্র স্তথা বামকরে দশ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা স্তিস্র স্তিস্রঃ পদে মৃদঃ॥

মনু।

শৌচ ক্রিয়াতে মনু মৃত্তিকার নিয়ম কহিয়াছেন। লিঙ্গদেশে একবার গুহ্যদেশে তিনবার বাম হস্তে দশবার দুইহস্তে সপ্তবার, প্রত্যেক পদে তিন তিন বার মৃত্তিকা দিবে।

তদনন্তর স্থান শুদ্ধি করিতে হইবে। অর্থাৎ যে স্থানে শৌচকার্য্য করা যায় সেই স্থানটী ধৌত করিয়া দিতে হয়। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে;—

---

(২৩) শৌচে যত্নঃ সদা কার্য্যঃ শৌচ মূলো দ্বিজঃ স্মৃতঃ।
শৌচাচার বিহীনস্য সমস্তা নিস্ফলা ক্রিয়াঃ। ২। ৫ অ, দক্ষ।

শৌচ বিষয়ে সর্ব্বদাই যত্ন করিবেক। কেন না শৌচই দ্বিজত্বের মূল। শৌচ ও আচার বিহীন ব্যক্তির সমস্ত ক্রিয়াই নিস্ফল হয়।

শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরস্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিরথান্তরম্॥ ৩॥ ঐ।

শৌচ দ্বিবিধ বাহ্য শৌচ ও অভ্যন্তর শৌচ। মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা যে শৌচ তাহা বাহ্য শৌচ এবং ভাব শুদ্ধি রূপ যে শৌচ তাহা আন্তর শৌচ। ৩॥

ন যাবদুপনীয়েত বিপ্রঃ শূদ্র স্তথাঙ্গনা।
গন্ধলেপক্ষয় করং চৌচং তেষাং বিধীয়তে॥ ব্রহ্ম-পুরাণ।

অনুপনীত ব্রাহ্মণ শূদ্র এবং স্ত্রীলোকগণের যাবৎকাল পর্য্যন্ত গন্ধ এবং লেপ পরিত্যাগ পায় তাবৎ কাল পর্য্যন্ত শৌচ ক্রিয়া করিতে হয়।

দিবা যদ্বিহিতং কর্ম্ম তদর্দ্ধং নিশি স্মৃতম্।
তদর্দ্ধ মাতুরে কালে পথি শূদ্রবদাচরেৎ। ১৩॥ ৫, অ, দক্ষ।

যস্মিন স্থানে কৃতং শৌচং বারিণা তদ্ধি শোধয়েৎ॥

ন শুদ্ধিস্তু ভবেত্তস্য মৃত্তিকাং যো ন শোধয়েৎ॥

যে স্থানে শৌচক্রিয়া করা হয় সেই স্থানটী জলদ্বারা শুদ্ধ করিতে হয়। যে ব্যক্তি শৌচস্থানীয় মৃত্তীকা শুদ্ধ না করে তাহার শুদ্ধি হয় না।

এইরূপে শৌচক্রিয়াদি সমাপনান্তে হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিতে হয়।

দিবাতে যাহা বিহিত, রাত্রে তাহার অর্দ্ধ। পীড়া কি অন্যবিধ আপদ্দশায় তাহার অর্দ্ধ। ত্বরা গন্তব্য পথে তাহার অর্দ্ধ পরিমাণে আচরণ করিবার বিধি আছে।

প্রথমং প্রাঙ্মুখঃ স্থিত্বা পাদৌ প্রক্ষালয়েচ্ছনৈঃ।

উদঙ্মুখো বা দৈবত্যে পৈতৃকে দক্ষিণা মুখেঃ॥

পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিতে হয়। দৈব কর্ম্মে উত্তরাস্য এবং পৈত্র কর্ম্মে দক্ষিনাস্য হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিবে।

অথাচমনং।

কৃত্বার্থ শৌচঃ প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌ চ মৃজ্জলৈঃ।

নিবদ্ধ শিখ আসীনো দ্বিজ আচমনঞ্চরেৎ॥

বৃদ্ধ পরাশর।

শৌচকর্ম্ম ও হস্তপদাদি প্রক্ষালনান্তর ব্রাহ্মণগণ শিখাবন্ধন করিয়া আচমন করিবে।

অন্তর্জ্জানুঃ শুচৌদেশ উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ।

প্রগ্বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজানিত্যোমুপস্পৃশেৎ॥

১অ, যাজ্ঞবল্ক্য।

হস্তদ্বয় জানুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া পবিত্র স্থানে উত্তরাস্য বা পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেসনান্তর দ্বিজ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য) নিত্যই ব্রাহ্মতীর্থে জল রাখিয়া আচমন করিবেন।

ব্রাহ্ম তীর্থ।

অঙ্গুষ্ঠোত্তরতো রেখা যাঃ পাণের্দক্ষিণস্যচ।

এতদ্ ব্রাহ্মমিতিখ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

হৃদ্যাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ।
বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রশিতাভিশ্চ শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ॥

মনু।

আচমনীয় জল ব্রাহ্মণের হৃদ্গত, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠগত, বৈশ্যের তালুগত এবং শূদ্র ও স্ত্রীলোকের ওষ্ঠগত হইলেই আচমন সিদ্ধি হইবে।

আয়তং পর্ব্বণাং কৃত্বা গোকর্ণাকৃতি বৎ করং।
সংহতাঙ্গুলিনা তোয়ং গৃহীত্বা পাণিনা দ্বিজঃ॥
মুক্তাঙ্গুষ্ঠি কনিষ্ঠাভ্যাং শেষেনাচমনং চরেৎ।
মাষমজ্জন মাত্রাস্তু সংগৃহ্য ত্রিপিবেদপঃ॥

ভরদ্বাজঃ।

দক্ষিণ হস্তের করতল গোকর্ণাকৃতি করিয়া অর্থাৎ কোষ করিয়া তাহাতে বামহস্তের দ্বারা জল পূরণ করিবে। একটী মাস কলাই ডুবিতে পারে এমত পরিমাণে জল দক্ষিণ হস্তে রাখিয়া অবশিষ্ট জল বামহস্তে প্রক্ষেপ করিবে। পরে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি বিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা ঐ জল তিনবার পান করিবে।

ঐ পীতজল ব্রাহ্মণের হৃদয় পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হওয়া উচিত, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠ পর্য্যন্ত, বৈশ্যের তালু পর্য্যন্ত, শূদ্রের ও স্ত্রীজাতির ওষ্ঠ স্পর্শ হইলেই আচমন সিদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা, স্ত্রী এবং শুদ্র দেবতীর্থ দ্বারা আচমন করিবে। জলপান করিবার সময় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ওঁ বিষ্ণোঃ ওঁ বিষ্ণোঃ ওঁ বিষ্ণোঃ বলিয়া এবং স্ত্রী ও শূদ্র নমঃ বিষ্ণোঃ নমঃ বিষ্ণোঃ নমঃ বিষ্ণোঃ বলিয়া তিন বার জল পান করিবে। তদনন্তর "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" এই মন্ত্র পাঠ সহকারে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলদ্বারা মুখের দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে দুইবার মার্জ্জন করিবে। তৎপরে তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলি একত্র

দক্ষিণ করের অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ বা ঊর্দ্ধরেখার মূলস্থানকে ব্রাহ্মতীর্থ বলা যায় একন্য ঐস্থান আচমনের যোগ্য।

কনিষ্ঠা দেশিন্যঙ্গুষ্ঠ মূলান্যগ্রং করস্য চ।
প্রজাপতি পিতৃ ব্রহ্ম দেবতীর্থান্যনু ক্রমাৎ॥ ১৯॥

১ম, অ, যাজ্ঞবল্ক্য।

কনিষ্ঠাঙ্গুলি মূলে প্রজাপতি তীর্থ তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মধ্যে পিতৃতীর্থ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মূলে ব্রাহ্মতীর্থ, অঙ্গুলির অগ্রভাগে দেবতীর্থের অবস্থান আছে।

করিয়া তদগ্রভাগ দিয়া ওষ্ঠের উপরিভাগ ও অধরের অধোভাগে দুইবার স্পর্শ করিবে; পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর শিরোভাগ একত্র করিয়া প্রথমে বামনাসারন্ধ্রে পরে দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে এক একবার স্পর্শ করিবে; তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ একত্র করিয়া অগ্রে বাম পরে দক্ষিণ চক্ষুঃ দুইবার করিয়া স্পর্শ করিবে; পরে ঐরূপে অগ্রে বাম পরে দক্ষিণ কর্ণ দুই দুইবার স্পর্শ করিবে; পরে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ একত্র করিয়া নাভি স্পর্শ করিবে; পরে হস্ত প্রক্ষালনানন্তর দক্ষিণ করতলদ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবে; পরে সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ একত্র করিয়া তদ্দ্বারা অগ্রে শির পরে বাহু মূলদ্বয় স্পর্শ করিবে। পরে বাম হস্তস্থিত জলের কিয়দংশ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা বাম হস্ত প্রক্ষালন করিবে।

যঃ কর্ম্ম কুরুতে মোহাদনাচম্যৈব নাস্তিকঃ।
ভবন্তি হি বৃথা তস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ন সংশয়ঃ॥

বায়ু পুরাণ।

যে ব্যক্তি মোহক্রমে ও আচমন ব্যতীত বেদাদি বিহিত কর্ম্ম করে তাহার সমস্ত ক্রিয়াই ব্যর্থ হয় ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

প্রক্ষাল্য পানীপাদৌ চ গোকর্ণাকৃতি হস্ততঃ।
মাষ মজ্জন মাত্রন্তু ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতং॥
সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠ মূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততোমুখং।
সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেব মুপস্পৃশেৎ॥
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রানং পশ্চাদনন্তরং।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃ শ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ॥
নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেনবৈ।
সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহূচাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ॥ দক্ষ।

হস্ত পদ প্রক্ষালনানন্তর গোকর্ণাকৃতি হস্ততল দ্বারা মাষ মজ্জন যোগ্য জল তিন বার পান করিবে। পরে সম্মীলিত তর্জ্জনী মধ্যমা এবং অনামা দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে। পরে মীলিত অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী দ্বারা নাসাপুটদ্বয় স্পর্শ করিবে। পরে মীলিত অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা দ্বারা চক্ষুদ্বয় এবং শ্রোত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে তদনন্তর মীলিত কনিষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভি স্পর্শ করিয়া হস্ত তল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। পরে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা শির স্পর্শ করিবে। তদনন্তর সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুমূল স্পর্শ করিবে।

হোমে ভোজন কালে চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
আচান্তঃ পুনরাচামেদন্যত্রাপি স্বকৃৎ স্বকৃৎ॥

ব্রহ্ম পুরাণ।

হোমকালীন, ভোজনকালীন, প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যা কালীন একবার আচমনানন্তর পুনর্ব্বার আচমন করিবে এবং অন্যান্য কর্ম্মকালীন একবার আচমন করিলেই হইবে।

কাংস্যায়সেন পাত্রেণ ত্রপুসীসক পিত্তলৈঃ।
আচান্তঃ শত কৃত্বোপি ন কদাচিৎ শুচির্ভবেৎ॥

উশনাঃ।

কাংস্য (কাঁসা), আয়স (লৌহ), ত্রপ (দস্তা), সীসক (সীসে) এবং পিত্তল নির্ম্মিত পাত্রস্থ জলদ্বারা আচমন অকর্ত্তব্য।

অপঃ পাণি নখাগ্রেণ আচামেদ্ যস্তু ব্রাহ্মণঃ।
সুরাপানেন তত্তুল্যমিত্যেব মৃষিরব্রবীৎ॥
শিরঃ প্রবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছ শিখোপি বা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচ মাচান্তোপ্যশুচির্ভবেৎ॥

ব্যাসঃ।

ঋষিগণ বলিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণ যদি নখাগ্রদ্বারা আচমন করেন, তাহা হইলে সেই আচমনীয় জল সুরাতুল্য হয়। মস্তক ও কণ্ঠ বস্ত্রাবৃত হইয়া মুক্ত কচ্ছ হইয়া মুক্ত শিখ হইয়া এবং পাদ প্রক্ষালনাদি না করিয়া আচমন করিলে শুচি হয় না।

পাদ প্রক্ষালনকৃত শেষজল দ্বারা আচমন করিবে না, অতি আবশ্যক হইলে ভূমিতে জল ফেলিয়া সেই জলদ্বারা আচমন করিবে ইত্যাদি।

আচমনকালে অঙ্গ স্পর্শের কারণ।

ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াদ্ যদম্ভস্ত প্রীতাস্তে নাস্য দেবতাঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ভবন্তীত্যনু শুশ্রুমঃ॥
গঙ্গাচ যমুনা চৈব প্রীয়েতে পরিমার্জ্জনাৎ।
না সত্য দস্রৌ প্রীয়েতে স্পৃষ্টে নাসাপুটদ্বয়ে॥
স্পৃষ্টে লোচন যুগ্মেতু প্রীয়েতে শশিভাস্করৌ।
কর্ণযুগ্মে তথা স্পৃষ্টে প্রীয়তে অনিলানলৌ॥
স্কন্ধয়োঃ স্পর্শনাদস্য প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।
মূর্দ্ধ্নিঃ সংস্পর্শনাদস্য প্রীতস্ত পুরুষো ভবেৎ॥

শঙ্খঃ।

তান্ত্রিক আচমন।

কুশ হস্তঃ শুচির্ম্মৌনী মূলেনাচম্য যত্নতঃ।

মন্ত্র সূক্ত।

কুশ হস্ত শুচি এবং মৌনী হইয়া মূল মন্ত্রের দ্বারা আচমন করিবে। মূলমন্ত্র বলিলে গুরুদত্ত মন্ত্র বুঝিতে হইবে অর্থাৎ গুরুদেব হইতে যিনি যে মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েন তাহাই তাহার মূল মন্ত্র।

অপিচ।

আচামেদাত্ম তত্ত্বাদ্যৈঃ প্রণবাদ্যৈ দ্বি ঠান্তকৈঃ।
মন্ত্রৈস্ত্রিধা তথা বক্ত্রনাসাক্ষি শ্রোত্র নাভিহৃৎ॥

নীলতন্ত্র।

ওঁ আত্ম তত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা বলিয়া চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি স্পর্শ পূর্ব্বক আচমন করিতে হইবে।

অপিচ।

অগ্নিরাপশ্চ বেদাশ্চ চন্দ্রাদিত্যানিলা স্তথা।
সর্ব্ব এবহি বিপ্রাণাং কর্ণে তিষ্ঠন্তি দক্ষিণে॥
গঙ্গাচ দক্ষিণে শ্রোত্রে নাসিকায়াং হুতাশন।
উভয়ো স্পর্শনে চৈব তৎক্ষণাদ্দেব শুদ্ধ্যতি॥ পরাশরঃ।

আচমনের অন্যতম বিধিঃ।

ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে সুপ্তে পরিধানেহশ্রুপাতনে।
কর্ম্মস্থ এষু নাচামেদ্দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ॥ স্মৃতিঃ।
বাতকর্ম্মানি নিষ্ঠীবে দন্তশ্লিষ্টে তথা নৃতে।
ক্ষুতে পতিত সংলাপে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ॥ বৃদ্ধশাতাতপঃ।
প্রভাসাদিণি তীর্থাণি গঙ্গাদ্যাঃ সরিত স্তথা।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনুরব্রবীৎ॥ পরাশরঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বায়ু রগ্নীশ্চধর্ম্মরাট।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে নিত্যং তিষ্ঠন্তি দেবতা॥ সাংখ্যায়নঃ।

উপরোক্ত শ্লোকগুলির অর্থ এই যে, পূজা বা কোন দৈবকার্য্য আরম্ভানন্তর কাশি, চর্ব্বন, নিদ্রাকর্ষণ, বস্ত্র পরিধান, অশ্রুপাত, বাতকর্ম্ম, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ এবং পতিতব্যক্তির সহিত আলাপ ইত্যাদি কর্ম্ম ঘটনা হইলে আচমন না করিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিলেই শুচি হইবে। কারণ, দক্ষিণ কর্ণে সমস্ততীর্থ এবং দেবগণের নিত্য অধিষ্ঠান হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবাচমনং।

কেশবাদ্যৈস্ত্রিভিঃ পীত্বা দ্বাভ্যাং প্রক্ষালয়েৎ করৌ।
দ্বাভ্যামোষ্ঠৌ চ সংমৃজ্যাৎ দ্বাভ্যাং মৃজ্যাম্মুখং ততঃ॥
একেন হস্তং প্রক্ষাল্য পাদারপি তথৈ কতঃ।
সংপ্রোক্ষ্যে কেন মূর্দ্ধানং ততঃ সঙ্কর্ষণাদিভিঃ॥
আস্যনাসাক্ষি কর্ণাংশ্চ নাভ্যুরস্কং ভুজোক্রমাৎ।
স্পৃশেদেবং ভবেদাচমনন্তু বৈষ্ণবাম্বয়ে॥
এবমাচনং কৃত্বা সাক্ষান্নারায়ণোভবেৎ।
কেশবাদ্যাঃ পুরা প্রোক্তা বক্ষ্যে সঙ্কর্ষণাদিকান্॥

গৌতমিয়তন্ত্র।

সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ।
পুরুষোত্তমাধোক্ষজ নৃসিংহাশ্চ তথাচ্যুতঃ।
জনার্দ্দনোপেন্দ্র হরি বিষ্ণবো দ্বাদশেরিতা॥ ঐ॥

কেশবাদ্যাস্ত—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদরা ইত্যার্থঃ অর্থাৎ কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মাধবায় নমঃ এই তিন নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার জলপান করিবে পরে, গোবিন্দায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। মধুসূদনায় নমঃ, ত্রিবিক্রমায় নমঃ বলিয়া ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন করিবে। বামনায় নমঃ, শ্রীধরায়, নমঃ বলিয়া মুখ মার্জ্জন করিবে। হৃষীকেশায়নমঃ বলিয়া পুনরায় হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। পদ্মনাভায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। দামোদরায় নমঃ বলিয়া মস্তকে জল স্পর্শ করিবে। সঙ্কর্ষণায় নমঃ বলিয়া পুনর্ব্বার মুখ মার্জ্জন করিবে। বাসুদেবায় নমঃ প্রদ্যুম্নায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ ও বাম নাসারন্ধ্র অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী যোগে স্পর্শ করিবে। অনিরুদ্ধায় নমঃ পুরুষোত্তমায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযোগে দক্ষিণ ও বাম চক্ষু স্পর্শ করিবে। অধোক্ষজায় নমঃ নৃসিংহায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে দক্ষিণ ও বাম কর্ণ স্পর্প করিবে। অচ্যুতায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ। যোগে নাভি স্পর্শ করিবে। জনার্দ্দনায় নমঃ বলিয়া করতল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। উপেন্দ্রায় নমঃ বলিয়া সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ যোগ করিয়া মস্তক স্পর্শ করিবে। হরয়ে নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া দক্ষিণ ও বাম বাহু স্পর্শ করিবে। ব্রাহ্মণ বর্ণে প্রত্যেক নামের আদিতে ওঁকার পুটিত করিয়া উচ্চারণ করিবে।

শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ উপাসকগণের ইহাই সাধারণ আচমন মন্ত্র। তদ্ভিন্ন দেবতা বিশেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আচমন মন্ত্র আছে। শ্রীবিদ্যা, কালী, তারা, ছিন্নমস্তা এবং অন্নপূর্ণা বিষয়ের আচমন মন্ত্র স্বতন্ত্র।

শৈবাচমনং।

স্বধান্তৈরাত্মতত্ত্বাদ্যৈরাত্ম বিদ্যা শিবাত্মকম্।
ক্রমাতত্ত্বত্রয়ং বিদ্যাৎ হাং হীং হূং শম্বরাক্রমাৎ॥

শৈবাগমে।

দন্তধাবন।

প্রত্যহ দন্তধাবন অর্থাৎ দন্তমুখ ইত্যাদি প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। কারণ নিদ্রাবস্থায় মুখ হইতে লালা নির্গত হইয়া মুখ দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয় এবং তাহার জন্য প্রত্যহ দন্তমূল মলে পরিপূর্ণ হইয়া দুর্গন্ধ উৎপন্ন করে সুতরাং প্রত্যহই দন্তমার্জ্জন ও মুখপ্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। এজন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন—

মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্য প্রয়তোনরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং॥

বৃদ্ধ শাতাতপঃ।

প্রতি দিবসেই মুখ পর্য্যষিত হওয়াতে মনুষ্য অশুচি হয় সুতরাং তৎশান্ত্যর্থ সকল মানবই যত্ন পূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে।

দন্তধাবন কার্য্য কাষ্ঠ দ্বারা উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে এজন্য দন্ত কাষ্ঠ (দাঁতন কাটী) ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে অশেষবিধ বিধি নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়।

দাঁতন কাটিটী কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত স্থুল, ছালযুক্ত, সরল এবং দ্বাদশাঙ্গুল

পৃথিবীং প্রতি যজ্ঞ বরাহ।

মনুষ্যাঃ কিল্বিষী ভদ্রে কফ পিত্ত সমন্বিতঃ।
পূয় শোণিত সংপূর্ণো দুর্গন্ধং মুখমস্যতৎ॥

যে মনুষ্যের মুখ কফ, পিত্ত, পূয ও শোণিতে সম্যক পূর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত সে ব্যক্তি পাপী বলিয়া গণ্য হয়।

পরিমিত দীর্ঘ (লম্বা) হওয়া আবশ্যক (১)। ব্রাহ্মণের পক্ষে দ্বাদশাঙ্গুল, ক্ষত্রিয়ের নবাঙ্গুল, বৈশ্যের অষ্টাঙ্গুল, শূদ্রের ষড়াঙ্গুল ও স্ত্রীজাতির পক্ষে চতুরাঙ্গুল পরিমিত দন্তকাষ্ঠ হওয়া আবশ্যক (২)।

আম্র পৈলাশ বিল্বানামপামার্গশিরীষয়োঃ।
বাগ্‌যতঃ প্রাতরুত্থায় ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং॥

নারদঃ।

আম্র, পৈলাশ অর্থাৎ আম্রাতক, বিল্ব, অপামার্গ ও শিরীষ ইত্যাদি (৩) কাষ্ঠ দ্বারা যত্ন পূর্ব্বক বাগযত হইয়া দন্তধাবন করিবে।

দন্ত কাষ্ঠের আকার।

(১) কনিষ্ঠাগ্রসমস্থৌলং সকুর্চ্চং দ্বাদশাঙ্গুলং।
প্রাতর্ভূত্বা চ যতবাক্ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং॥
প্রক্ষাল্য ভুক্ত্বা তজ্জহ্যাৎ শুচৌ দেশে সমাহিতঃ॥

বিষ্ণুঃ।

দন্ত কাষ্ঠের পরিমাণ।

(২) দ্বাদশাঙ্গুলস্তু বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং নবাঙ্গুলং।
অষ্টাঙ্গুলস্তু বৈশ্যানাং শূদ্রানাং শূদ্রাণাস্তু ষড়ঙ্গুলং॥
চতুরঙ্গুল মানস্তু নারীণাং বিধি রুচ্যতে।
অন্তর প্রভবানাঞ্চ ষড়ঙ্গুল মুদাহৃতং॥

বিষ্ণুঃ।

কোন্ কোন্ দন্তকাষ্ঠ প্রশস্তঃ।

(৩) খদিরশ্চ কদম্বশ্চ করঞ্জশ্চ তথা বটঃ।
তিন্তিড়ী বেণু পৃষ্ঠঞ্চ আম্র নিম্বৌ তথৈ বচ॥
অপা মার্গশ্চ বিশ্বশ্চ অর্ক শ্চোড়ুম্বর স্তথা।
এতে প্রশস্তাঃ কথিতা দন্তধাবন কর্ম্মসু॥

নৃসিংহপুরাণ।

তিক্তং কষায়ং কটুকং সুগন্ধি কণ্টকান্বিতং।
ক্ষীরিণো বৃক্ষ গুল্মানাং ভক্ষয়েদ্দন্ত ধাবনং॥

মহাভারত।

দক্ষিণাভি মুখো ভূত্বা পশ্চিমাভিমুখস্তথা।
ন দন্তধাবনং কুর্য্যা কুর্য্যাচ্চেন্নারকী ভবেৎ॥

স্মৃতিঃ।

দক্ষিণাভিমুখ কিম্বা পশ্চিমাভি মুখ হইয়া দন্তধাবন করিবে না; করিলে নরকগামী হয়; সুতরাং উত্তরাভিমুখ কিম্বা পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া দন্তধাবন করিবে।

উত্থায় নেত্রে প্রক্ষাল্য শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
পরিজপ্য তু মন্ত্রেণ ভক্ষয়েদ্দন্ত ধাবনং॥

নারদঃ।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া চক্ষুর্দ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন দ্বারা শুচি হইয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দন্ত ধাবন করিবে। মন্ত্র যথা—

সামবেদীয়।

ওঁ আয়ুর্ব্বলং যশো বর্চ্চ প্রজাপশু বসূনি চ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো ধেহি বনস্পতে॥

যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র।

ওঁ অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং সোমো রাজা সমাগমৎ।
সমে মুখং প্রমার্ক্ষ্যতে যশসা চ ভগে ন চ॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠদ্বারা সমস্ত দন্তমূল গুলি উত্তমরূপে পরিস্কার করিয়া জিহ্বা মার্জ্জন পূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠ পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনানন্তর দুইবার আচমন করিয়া পরিশুদ্ধ হইবে।

দন্তকাষ্ঠের অভাবে এবং নিষিদ্ধ দিনে (৪) পত্রের দ্বারা দন্তধাবন করিবে অথবা দ্বাদশগণ্ডুষ জল দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। নিষিদ্ধ কাল অর্থাৎ পার্ব্বনদিনে

পার্ব্বন দিনে বা দন্তকাষ্ঠাভাবে।

(৪) অলাভে দন্ত কাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধ দিনে তথা।
অপাং দ্বাদশগণ্ডুষৈর্মুখ শুদ্ধি র্বিধীয়তে॥

নৃসিংহপুরাণ।

প্রতি পদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাং দন্ত ধাবনং।
পত্রৈ রন্যত্র কাষ্ঠৈশ্চ জিহ্বোল্লেখঃ সদৈ ব হি॥

শাতাতপঃ।

(৫) দন্তে কাষ্ঠ স্পর্শ করিলে সপ্তকুল দগ্ধ (৬) করা হয়। এতদ্ব্যতীত পলাশ, চাল্‌দা, শোণ, নিগুণ্ঠী (নিষিদ্ধ) তৃণ ও তৃণরাজি (৭) গুবাক (সুপারি) তাল, হিন্তাল (হ্যাঁদাল) তাড়ী (তাড়ীয়াৎ) কেতকী (কেয়াফুল) খর্জ্জুর ও নারিকেল ইত্যাদি বৃক্ষের পত্র শিরা বা দাঁটা দ্বারা দন্তধাবন করিবে না, ইষ্টক লোষ্ট্র প্রস্তর এবং অনামা অঙ্গুষ্ঠ ব্যতিরেকে অন্য অঙ্গুলি দ্বারা দন্তধাবন (৮) নিষিদ্ধ; তৃণ, অঙ্গার, কপাল (প্রানিযুক্তবস্তু) বালুকা, লৌহ ও চর্ম্ম দ্বারা দন্ত-ধাবন করিলে অধমত্ব (৯) প্রাপ্ত হয় ঐরূপ মধ্যাহ্ন সময়ে, স্নানকালে যেব্যক্তি

পার্ব্বন দিনে দন্তকাষ্ঠ নিষিদ্ধ।

(৫) চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যে তানি রাজেন্দ্র রবি সংক্রান্তি রেবচ॥
স্ত্রীতৈল মাংস সংভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান।
বিন্মূত্র ভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ॥
বিষ্ণু পুরাণ।

(৬) প্রতি পদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাঞ্চৈব সত্তমাঃ।
দন্তানাং কাষ্ঠ সংযোগাদ্দহত্যা সপ্তমং কুলং॥
নৃসিংহ পুরাণ।

দন্তধাবনে কোন্ কোন্ পত্র নিষেধ।

(৭) গুবাকতালহিন্তালা স্তথা তাড়ী চ কেতকী।
খর্জুর নারিকেলৌ চ সপ্তৈতে তৃণ রাজকা॥
তৃণ রাজ শিরা পত্রৈর্যঃ কুর্য্যাদ্দন্ত ধাবনং।
তাবদ্ভবতি চণ্ডালোয়াবদগাং নৈব পশ্যতি।
বশিষ্ঠ্য।

অন্য প্রকার দন্ত ধাবন বিধি।

(৮) ইষ্টকা লোষ্ট্রপাষানৈরিত রাঙ্গুলিভিস্তথা।
ত্যক্তাচানামিকাঙ্গুষ্ঠৌ বর্জ্জ য়েদ্দন্তধাবনং॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(৯) তৃণাঙ্গার কপালাশ্ম বালুকায় সচর্ম্মভিঃ।
দন্ত ধাবন কর্ত্তারো ভবন্তি পুরুষা ধমাঃ॥
পদ্ম পুরাণ।

দন্তধাবন করে তাহার পিতৃগণের সহিত দেবগণ নিরাশ (১০) হইয়া গমন করেন; শ্রাদ্ধ দিবসে, জন্মদিনে, বিবাহ দিবসে, অজীর্ণাবস্থায় ব্রতদিনে এবং উপবাস দিবসে দন্তধাবন কার্য্য পরিত্যাগ করিবে (১১) এইরূপ বিধি নিষেধ অবগত হইয়া দন্তধাবন করিবে।

অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠন্তু যো হি মামুপসর্পতি।
সর্ব্ব কাল কৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি॥

বরাহ পুরাণম্।

দন্তধাবন কার্য্য না করিয়া যে ব্যক্তি অন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাহার সমস্ত কর্ম্মই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

প্রাতঃ স্নানং।

উষঃকালে তু সংপ্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথার্হতঃ।
ততঃ স্নানং প্রকুর্ব্বীত দন্তধাবন পূর্ব্বকম্॥ ৭॥

২অ, দক্ষস্মৃতিঃ।

উষাকাল উপস্থিত হইলে যথাশাস্ত্র শৌচকার্য্য (মলমূত্র ত্যাগাদি) করিবেক। তৎপরে দন্তধাবন, অনন্তর স্নান করিবেক।

স্নান না করিলে জপ পূজাদি কার্য্য করিতে পারা (১) যায় না। কারণ, শরীর অতি অপবিত্র থাকে। শরীর হইতে প্রতিদিন যে মল, মূত্র, স্বেদ, লালাও

মধ্যাহ্নকালে দন্তধাবন নিষেধ।

(১০) মধ্যাহ্নস্নান কালে চ যঃ কুর্য্যাদ্দন্ত ধাবনং।
নিরাশাস্তস্য গচ্ছন্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ॥

প্রচেতাঃ।

(১১) শ্রাদ্ধে জন্ম দিনে চৈব বিবাহে জীর্ণ সম্ভবে।
ব্রতে চৈ বোপবাসে চ বর্জ্জয়েদ্দন্ত ধাবনং॥

বিষ্ণুঃ।

(১) লালাস্বেদসমাকীর্ণঃ শয়না দুত্থিতঃ পুমান্।
অস্নাত্বা নাচরেৎ কিঞ্চিজ্জপহোমাদিকং দ্বিজঃ॥ ১০।

২অ দক্ষ।

শ্লেষ্মা ইত্যাদি নির্গত হয় তাহা হইতে শুচি হইবার জন্য প্রতিদিন স্নান (২) করা কর্ত্তব্য। যথা—

অত্যন্ত মলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্র সমন্বিতঃ।
স্রবত্যেষ দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনম্॥ ৮॥

২অ, দক্ষস্মৃতিঃ।

মানবদেহ অত্যন্ত মলিন অর্থাৎ মলময়। ইহা নবচ্ছিদ্রযুক্ত অর্থাৎ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, পায়ু ও উপস্থ লইয়া মানবদেহে নয়টী মল নির্গমনের দ্বার আছে। ঐ নবদ্বার দ্বারা দিবারাত্র মল নিঃসৃত হয় সুতরাং প্রাতঃস্নান দ্বারা তাহা শোধন করিতে হয়।

প্রাতঃস্নান সম্বন্ধে এরূপ প্রশংসাবাদ আছে যে, নিত্য প্রাতঃস্নান করিলে বর্ষত্রয় মধ্যে সপ্তজন্মকৃত পাপের ধ্বংস (৩) হয়, তদ্ব্যতীত রূপ বল তেজঃ আরোগ্য আয়ুর্ব্বৃদ্ধি মনঃস্থৈর্য্য দুঃস্বপ্ননাশ তপস্যা ও মেধা ইত্যাদি দশটী গুণ (৪) উপভোগ করিতে পারা যায়। অতএব স্বগৃহে বা নদ্যাদিতে প্রাতঃস্নান করা অতীব কর্ত্তব্য। যথা—

---

(২) স্নান মূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ শ্রুতি স্মৃত্যুদিতা নৃণাম্।
তস্মাৎ স্নানং নিষেবেত শ্রীপুষ্ট্যারোগ্য বর্দ্ধনম্॥
নিত্যস্নানেন পূজ্যন্তে যেঽপি পাপকৃতো জনাঃ।
অগম্যাগমনাৎ পাপাৎ পাপিভ্যশ্চ প্রতিগ্রহাৎ।
রহস্যাচরিতাৎ পাপান্মুচ্যতে স্নানমাচরেৎ॥

১০ পটল, মৎস্যসূক্তং।

অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ রাত্রৌ দুশ্চরিতং কৃতং।
প্রাতঃস্নানেন তৎসর্ব্বং শোধয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ॥ ঐ॥
নৈর্ম্মল্যং ভাবশুদ্ধিশ্চ বিনা স্নানং ন জায়তে।
তস্মান্মনো বিশুদ্ধ্যর্থং স্নানমাদৌ বিধীয়তে॥

পদ্মপুরাণ।

(৩) প্রাতরুত্থায় যো বিপ্রঃ প্রাতঃস্নায়ী ভবেৎ সদা।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং ত্রিভির্বর্ষৈর্ব্যপোহতি॥ ১১॥

২অ, দক্ষঃ।

(৪) গুণা দশ স্নান পরস্য সাধো, রূপঞ্চ পুষ্টিশ্চ বলঞ্চ তেজঃ।
আরোগ্যমায়ুশ্চ মনো নিরুদ্ধং, দুঃস্বপ্ন ঘাতশ্চ তপশ্চ মেধা॥ ১৪॥

২অ, দক্ষঃ।

যথাহন্মি তথা প্রাতর্নিত্যং স্নায়াদনাতুরঃ।
দন্তান্ প্রক্ষাল্য নদ্যাদৌ গেহে চেত্তদমন্ত্রবৎ॥

কাত্যায়নঃ।

মধ্যাহ্নে যেরূপ স্নান করিতে হয় অরোগী ব্যক্তি দন্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক নদ্যাদীতে সমন্ত্রক কিম্বা গৃহে অমন্ত্রক স্নান করিবে।

মধ্যাহ্ন স্নান।

"প্রাতঃস্নানং নিশান্তে তু মধ্যাহ্নে তু ততঃ পুনঃ"।

দক্ষঃ।

রাত্রিশেষে প্রাতঃস্নান করিয়া পুনরায় মধ্যাহ্নে স্নান (১) করিবে।

স্নান করিবার পূর্ব্বে তৈলাদি দ্বারা শরীর মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য শাস্ত্রে তৈল মর্দ্দন করাকে অভ্যঙ্গ কহে। প্রতিদিন অভ্যঙ্গ করিলে শরীর নিরোগী হয়। যথা—

অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জ্বরাশ্রম বাতহা।
শিরঃ শ্রবণ পাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥

আয়ুর্ব্বেদ।

নিত্য অভ্যঙ্গ (২) করিলে জরা শ্রম ও বায়ু নাশ প্রাপ্ত হয়, মস্তক পাদদ্বয় ও কর্ণে বিশেষ রূপে শীলন করা কর্ত্তব্য।

---

(১) উভে সন্ধ্যে চ স্নাতব্যং ব্রাহ্মনৈশ্চ গৃহাশ্রিতৈঃ।
তিসৃষ্বপি চ সন্ধ্যাসু স্নাতব্যঞ্চ তপস্বিভিঃ॥

বৌধায়নঃ।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণের পক্ষে উভয় সন্ধ্যাকালীন (প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন) স্নান করা কর্ত্তব্য এবং তপস্বীর পক্ষে ত্রিসন্ধ্যা কালীন (প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়হ্ন) স্নান করা বিধেয়।

(২) "বর্জ্যোঽভ্যঙ্গঃ কফগ্রস্থঃ কৃত সংশুদ্ধ্য জীর্নিভিঃ"।
অজীর্ণ রোগী এবং কফগ্রস্থ ব্যক্তি অভ্যঙ্গ বর্জ্জন করিবে।

তিল তৈলং হিতং বাতে শিরোভ্যঙ্গাব গাহনে।
বস্তি স্নেহাসু পানেষু নাসা কর্ণাক্ষি পূরণে॥
সার্ষপং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং কফশুক্রানিলাপহং।
লঘুপিত্ত যকৃৎ কোষ্ঠ কুষ্ঠাশ্রব্রণ তীব্রমুৎ॥

ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং।
অদুষ্টং পক্ক তৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গে চ নিত্যশঃ॥

স্মৃতিঃ।

ঘৃত সার্ষপতৈল ফুললতৈল পক্কতৈল (মধ্যনারায়ন ইত্যাদি) প্রত্যহ স্নানাভ্যঙ্গে অদুষ্ট অর্থাৎ হিতকর হয়।

তৈলং কুসুম্ভজং চোঞ্চং ত্বাদোষ কফপিত্তনুৎ।
তৈল মেরণ্ডজং রম্যং গুরূষ্ণং মধুরং রসং॥

আয়ুর্ব্বেদ।

বায়ুপ্রবল ধাতুতে এবং অবগাহন স্নানজন্য মস্তক অভ্যঙ্গে তিল তৈল হিতকারী কটুতীক্ষ্ণ উষ্ণ শার্ষপতৈল কফ শুক্র ও বায়ু নাশকারী হয়; পৈত্তিক দমন করে যকৃৎ ও কোষ্ঠের উপকারক হয় এবং ব্রণ ইত্যাদি নাশ করে। কুসুমযুক্ত তৈল অর্থাৎ ফুললতৈল দ্বারা কফ পিত্ত এবং ত্বাদোষ (চুলকনা) নিবারিত হয়।

রবৌ পুষ্পং গুরৌ দুর্ব্বাং ভূমিং ভূমিজ বাসবে।
ভার্গবে গোময়ং দদ্যাত্তৈল দোষোপ শান্তয়ে॥

স্মৃতিঃ।

রবিবারে তৈলে পুষ্প, গুরুবারে দূর্ব্বা, মঙ্গলবারে মৃত্তিকা, এবং শুক্রবারে গোময প্রদান করিলে তৈল দোষ নিবারণ হয়।

চতুর্দ্দশ্যষ্টমীচৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যে তানি রাজেন্দ্র রবি সংক্রান্তি রেবচ॥
স্ত্রীতৈল মাংস সম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষুবৈ পুমান।
বিণ্মূত্র ভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

অপিচ।

অষ্টমীঞ্চ তথাষষ্ঠীং নবমীঞ্চ চতুর্দ্দশীং।
শিরোঽভ্যঙ্গং নকুর্ব্বীত পর্ব্ব সন্ধৌ তথৈব চ॥

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে।

অর্থাৎ ষষ্ঠী অষ্টমী নবমী দ্বাদশী চতুর্দ্দশী পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে রবিবারে সংক্রান্তি দিবসে এবং পার্ব্বণ দিনে স্ত্রী তৈল এবং মাংস ব্যবহার করিলে বিষ্ঠামূত্র ভোজন নামক নরকে বাস হয়।

" শিরঃ স্নাতস্তু তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদুপস্পৃশেৎ "।

মনুঃ।

মস্তকে তৈল মর্দ্দনের পর অবশিষ্ট তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করা নিষিদ্ধ সুতরাং অগ্রে পাদদ্বয় হইতে মর্দ্দন আরম্ভ করিয়া পরিশেষে মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিবে।

প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা।
মদ্যলেপ সমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ ॥

কূর্ম্মপুরাণ।

প্রাতঃস্নানে, ব্রতাচরণে, শ্রাদ্ধদিনে, দ্বাদশীতিথিতে, গ্রহণস্নানে তৈলমর্দ্দন পরিত্যাজ্য যেহেতু ঐ সকল দিবসে তৈল মর্দ্দন করিলে সুরা লেপন তুল্য হয়।

মধ্যাহ্ন স্নান নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে তিন প্রকার। যথা—

" নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নানমিষ্যতে"।

ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে।

নিত্যস্নান।

" নিত্যমহরহঃ ক্রিয়ামানং "—প্রত্যহ ক্রিয়মান স্নানকে নিত্যস্নান বলে।

নৈমিত্তিক স্নান।

" নৈমিত্তিকং সূর্য্য-গ্রহণাদাবাবশ্যকং কার্য্যং "—সূর্য্য-গ্রহণাদি নিমিত্ত স্নানকে নৈমিত্তিক স্নান বলে। কিন্তু চাণ্ডালাদি স্পর্শ জন্য স্নানকে নৈমিত্তিক স্নান বলে না যথা—"ন তু চাণ্ডালাদি স্পর্শ নিমিত্তকং"।

কাম্য স্নান।

কাম্যং স্বর্গাদি ফলকং তীর্থাদি স্নানং অর্থাৎ স্বর্গবাস কামনায় তীর্থাদিতে স্নান করার নাম কাম্য স্নান।

নাভ্যঙ্গমর্কে নচ ভূমি পুত্রে, ক্ষৌরঞ্চ শুক্রে [illegible] কুজেহথ মাংসং।
বুধেচ যোষাং ন সমাচরেচ্ছ শেষেষু সর্ব্বাণি সদৈব কুর্য্যাৎ ॥

কল্পতরৌ।

নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ স্নান মধ্যে নিত্যস্নান পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত যথা—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নানমুচ্যতে।
তেষাং মধ্যে তু যন্নিত্যং তৎ পুনর্ভিদ্যতে ত্রিধা।
মলাপকর্ষণং পশ্চান্মন্ত্রবত্তু জলে স্মৃতম্॥

দক্ষঃ।

নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য এই তিন প্রকার স্নানমধ্যে নিত্যস্নান পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত যথা—মলাপকর্ষণস্নান, মান্ত্রিকস্নান ও জল স্নান।

মলাপকর্ষণ স্নান।

কোন না কোন রূপে গাত্রস্থ মলা অপনয়ন করাকে মলাপকর্ষণ স্নান বলে। সচরাচর আদ্রবস্ত্র দ্বারা শরীরের মলা অপকর্ষিত হইয়া থাকে যথা "আদ্রেণ বাসসা বাঁপি দৈহিকং মার্জ্জনং স্মৃতং" ভিজা গামছা বা অন্য প্রকারে মলাপকর্ষনকে মার্জ্জন বলা যায়।

সর্ব্বকালং তিলৈঃ স্নানং পুণ্যং ব্যাসোঽব্রবীম্মুনিঃ।
শ্রীকামো সর্ব্বদা স্নানং কুর্ব্বীতামলকৈর্ণর॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

মহামুনি ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, পূণ্যকামীব্যক্তি সকল সময়েই তিলদ্বারা (তিল বাটিয়া) এবং শ্রীকামী ব্যক্তি আমলক ফলদ্বারা (আমলকি বাটিয়া) গাত্র মার্জ্জন (৩) করিবে।

মান্ত্রিক স্নান।

মন্ত্রের (৪) দ্বারা যে স্নান আচরিত হইয়া থাকে তাহাকে মান্ত্রিক স্নান কহে। মান্ত্রিক স্নান সপ্ত প্রকার যথা—

---

(৩) "সপ্তমীং নবমীঞ্চৈব পর্ব্বকালাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ"।
সপ্তমী ও নবমী তিথিতে এবং পর্ব্বকালে তিল বা আমলকফল ম্রক্ষণ করিবে না।

(৪) "আপহিষ্ঠেত্যতি বৈ মান্ত্রং মৃদালম্ভস্তু পার্থিবং।
আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানং বায়ব্যং গোরজঃ স্মৃতং॥

মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্ত স্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

মন্ত্র স্নান, পার্থিবস্নান, আগ্নেয় স্নান, বায়ব্যস্নান, দিব্যস্নান, বারুণস্নান ও মানস-স্নান এই সপ্ত প্রকার স্নানের নাম মান্ত্রিক স্নান।

জল স্নান।

নদ নদী (৫) ইত্যাদিতে বা তোলাজলে তীর্থাদি কল্পনা পূর্ব্বক স্নান করাকে জল স্নান বলা যায়। যথা—

অনুদ্ধৃতৈ রুদ্ধৃতৈর্ব্বা জলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ।
তীর্থং প্রকল্পয়েদ্বিদ্বান্মূল মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ॥

পদ্মপুরাণ।

অনুদ্ধৃত জলে অর্থাৎ নদ্যাদিতে এবং উদ্ধৃত জলে অর্থাৎ তোলাজলে মূলমন্ত্রের দ্বারা তীর্থাদি কল্পনা করিয়া জলস্নান করিতে হয়।

যত্ত সাতপ বর্ষেণ স্নানং তদ্দিব্য মুচ্যতে।
বারুণঞ্চাবগাহঞ্চ মানসং বিষ্ণুচিন্তনং॥
সপ্তস্নানং যথোদ্দিষ্টং মন্ত্র স্নান ক্রমেণতু॥"

যোগি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারাস্নান মান্ত্র, মৃত্তিকা (গঙ্গামৃত্তিকা বা তিলক মাটি) দ্বারা ফোঁটা বা তিলক ধারণকে পার্থিব স্নান, ভস্মদ্বারা স্নান আগ্নেয়, গোরজ-দ্বারা স্নান বায়ব্য, আতপ বর্ষণদ্বারা স্নান দিব্য, মন্ত্রাদি অঙ্গ শূন্য অবগাহন মাত্র স্নান বারুণ, এবং বিষ্ণু চিন্তনকে মানস স্নান বলে।

(৫) নদ নদী তড়াগেষু দেবখাত জলেষু চ।
নিত্য ক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরি প্রস্রবণেষু চ॥ ২৪॥
কূপেষুদ্ধৃত তোয়েন স্নানং কুর্ব্বীত বা ভুবি।
স্নায়ীতোদ্ধৃত তোয়েন অথবা ভুব্য সম্ভবে॥ ২৫॥

১১অ, ৩অংশ, বিষ্ণুপুরাণ।

নদ নদী তড়াগ অথবা দেবখাত কিংবা পর্ব্বতপ্রস্রবনে (ঝর্ণায়) স্নান করা বিধেয়। অভাবে কূপ হইতে জল তুলিয়া স্নান করিবে। তদভাবে মন্ত্র স্নান দ্বারা শুচি হইবে।

স্নান জন্য মৃদাহরণং।

চতুর্থে চ তথা ভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ।
তিল পুষ্প কুশাদীনি স্নানঞ্চাহকৃত্রিমে জলে ॥ ৪৩ ॥

২অ, দক্ষঃ।

চতুর্থ যামার্দ্ধে স্নান উদ্দেশে মৃত্তিকা আহরণ করিবে এবং তিল পুষ্প কুশাদি সংগ্রহ করিবে ও অকৃত্রিম জলে স্নান করিবে। স্নানের পূর্ব্বে গাত্রমার্জ্জন জন্য মৃতিকা সংগ্রহ করিতে হয়। সর্ব্ব স্থানীয় মৃত্তিকা (৬) গ্রহণ যোগ্য নহে এজন্য প্রত্যুষে সংগ্রহ না করিয়া দিনমানে আহরণ করিতে হয়।

স্নান বিধি।

তুষ্ণীমে বাবগাহেত যদিস্যাদশুচির্ণরঃ।
আচম্য তু ততঃ পশ্চাৎ স্নানং বিধিবদাচরেৎ ॥

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

অশুচি অবস্থায় স্নান করিতে হইলে প্রথমতঃ মৌন হইয়া জলে অবগাহন করিবে পরে আচমনানন্তর যথা বিধি স্নান করিবে।

নাভিমাত্র জলে কেশকে দ্বিভাগ করিয়া কর্ণনাসিকাদিরুদ্ধ করিয়া বারত্রয় মজ্জন (ডুব) দিবে। স্রোতজলে স্রোতাভিমুখে, পুষ্করিণ্যাদিতে এবং গৃহেতে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া স্নান করিবে। আতুরজন ও ভুক্তব্যক্তির স্নান করা অকর্ত্তব্য। জীর্ণ বাসা হইয়া, বা বহুবাসা হইয়া, জানু ও জঙ্ঘা পৃষ্ঠাবলম্বী বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া, ও অলঙ্কৃত হইয়া স্নান করিবে না। পুনঃ পুনঃ স্নান করা নিষিদ্ধ। অজ্ঞাত জলাশয়ে, কুলরহিত জলে, অশুচিজলে, প্রভূতজলে, নাভির উর্দ্ধজলে, চত্বরে অর্থাৎ বলিস্থলে, উপদ্বারে অর্থাৎ দ্বার সমীপে, সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে, ভোজনান্তে স্নান করা অনুচিত। প্রেতাদি স্নান বা অস্পৃশ্য স্পর্শনাদিরূপ কারণ উপস্থিত হইলে ভোজনের পর স্নান করা যাইতে

---

(৬) মৃত্তিকাঃ সপ্ত ন গ্রাহ্যা বল্মীকেমুষিকোৎকরে।
অন্তর্জলে শ্মশানে চ বৃক্ষমূলে সুরালয়ে।
পরস্নানাবশিষ্টে চ শ্রেয়স্কামৈঃ সদানরৈঃ ॥

দক্ষঃ।

বল্মীকস্থ মুষিকোদ্ধৃত জলমধ্যস্থিত শ্মশানস্থ বৃক্ষমূলস্থিত, দেবালয়স্থ ও পরস্নানাবশিষ্ট এই সপ্ত প্রকার মৃত্তিকা মঙ্গলকামী ব্যক্তি গ্রহণ করিবে না।

পারে। স্নানীয় বস্ত্র দ্বারা এবং হস্তদ্বারা গাত্রাদি মার্জ্জন করিবে না। একদিনে নানাতীর্থ প্রাপ্তি জন্য বারম্বার স্নান করিতে পারে। কিন্তু তন্ত্রতা প্রসঙ্গে এক স্নান দ্বারা অপর স্নান সিদ্ধ হইবে। চাণ্ডালাদি স্পর্শ বা অস্পৃশ্য স্পর্শন জন্য বারম্বার স্নান করিতে হয়। কিন্তু তীর্থস্থানে, বিবাহে, লোক যাত্রায় সংগ্রামে, দেশবিপ্লবে, নগর অথবা গ্রামদাহে, আপৎ কালে, কষ্টেতে, রোগভয়ে, প্রপীড়নে, মাতা পিতা বা গুরুরা-দেশে বিনা স্নানে শুদ্ধি লাভ হয় (১)। রুগ্ন ব্যক্তির চণ্ডালাদি স্পর্শে দোষ হয় না।

পরকীয় জলাশয়ে বা সেতু বদ্ধ জলে স্নান করিতে হইলে তিনবার মৃৎপিণ্ড উদ্ধৃত করিয়া ফেলিবে এবং কূপ হইলে তিন ঘট জল উদ্ধৃত করিয়া ফেলিবে, না করিলে তাহার স্নান বৃথা হইবে এবং কূপাদি কর্ত্তার পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সমুদ্রগামিনী নদী ব্যতীত অন্যান্য নদী সমুদয় রজস্বলা হয় এজন্য তাহাতে স্নান করা নিষিদ্ধ। কিন্তু তীরবাসী জনের পক্ষে দোষাবহ নহে। জলাভাব উপস্থিত হইলে রজোদুষ্ট জল কুম্ভাদি দ্বারা উত্তোলন করিয়া স্নান করিলে কোন দোষ স্পর্শ হয় না। উপাকর্ম্মে (বৈদিক পশু হনন সংস্কার কর্ম্মে) উৎসর্গে, প্রেতস্নানে, চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণে নদী সকলের রজোদোষ অভাব হয়। নদী বিদ্যমানে কৃত্রিম জলে স্নান করা অকর্ত্তব্য।

স্নাত হইয়া শিরঃ কম্পন করিবে না অপ্রক্ষিত ও পূর্ব্বধৃত বস্ত্র ধারণ করিবে না। স্নাত হইয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে, ম্লেচ্ছ ও পতিত ব্যক্তির সহিত সংভাষণ করিবে না। স্নানান্তে তৈলে, জলে এবং মলিন আদর্শে মুখ দর্শন করিবেনা এবং রাহু গ্রস্থ সূর্য্যদেবকে দর্শন করিবে না ইত্যাদি।

দশা পূর্ব্বদিক ও উত্তরদিক করিয়া বস্ত্র শুষ্ক করিতে দিবে; পশ্চিমে এবং দক্ষিণে দশা হইলে সে বস্ত্র ধৌত করিয়া শুষ্ক করিবে। রজক ধৌত বস্ত্র এবং অধৌত বস্ত্র অশুদ্ধ সুতরাং ধৌতান্তে পরিধান করিবে। অনুত্তরীয় অবস্ত্র এবং নগ্ন হইয়া দৈব কার্য্য করিবে না। উত্তরীয় বস্ত্রকে যজ্ঞোপবীতের ন্যায় ধারণ করিবে। স্যূত বস্ত্র, দগ্ধ বস্ত্র, পরকীয় বস্ত্র, মুষিকোৎকীর্ণ বস্ত্র এবং জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া দৈব এবং পৈত্র কর্ম্ম করিবে না। উৎকট রক্তবর্ণ নীলবর্ণ মলাযুক্ত ও দশাহীন বস্ত্র বর্জ্জন করিবে। ধৌতবস্ত্রের অভাবে ক্ষৌমাদিবস্ত্র পরিধান করিবে। উত্তরীয় অভাবে কুশরজ্জাদি প্রতিনিধি রূপে ধারণ করিবে অথবা ত্রিদণ্ডী যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে।

---

(১) তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশ বিপ্লবে।
নগর গ্রাম দাহে চ স্পৃষ্টা স্পৃষ্টি ন দুষ্যতি ॥
আপদ্যপি চ কষ্টায়াং রুগভয়ে পীড়নে সদা।
মাতা পিত্রো গুরোশ্চৈব নিদেশে বর্ত্তনা তথা ॥
আহ্নিকতত্ব।

পুষ্যা নক্ষত্রে, জন্ম নক্ষত্রে, ব্যতিপাত যোগে, বৈধৃতিতে অমাবস্যাতে নদীস্নান করিলে জন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয়। যে কোন জল হউক না কেন তাহা শঙ্খ পাত্রস্থ করিলে গঙ্গাজল তুল্য হয়। দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খস্থ ও উডুম্বর পাত্রস্থ জল পাপ নাশক। পদ্ম পাত্রোদক, সর্ব্বরত্ন স্পৃষ্টজল, স্রোতজল, দর্ভজল, পুষ্পযুক্ত জল আরগ্যলাভ জন্য ব্যবহার্য্য।

স্নানান্তে তর্পণ না করিয়া স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না, করিলে পিতৃগণের সহিত দেবগণ নিরাশ হইয়া গমন করেন। স্নানান্তে আদ্রবস্ত্রে মল মূত্র ত্যাগ করিলে পুনর্ব্বার স্নান করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধ হইবে। তর্পণ না করিয়া নদী পার হইবে না। পার্ব্বণ এবং তীর্থাদি ব্যতীত পৌনঃ পুন স্নান নিষিদ্ধ। শ্মশ্রু-কর্ম্ম, অশ্রুপাত, মৈথুন, বমন অস্পৃশ্য স্পর্শন করিয়া তর্পণাদি ব্যতিরেকে স্নান করিবে। স্নানান্তে চণ্ডাল, পতিত, ম্লেচ্ছ এবং রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবে না। দৈবাৎ ঘটিলে নারায়ণ স্মরণ করিবে।

এই সমস্ত বিধি প্রতিপালনে অসুবিধা উপস্থিত হইলে মন্ত্রস্নানাদি করিবে। যথা—

অসামর্থ্যাচ্ছরীরস্য কালশক্ত্যাদ্যপেক্ষয়া।
মন্ত্রস্নানাদিতঃ সপ্ত কেচিদিচ্ছন্তি সুরয়॥

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

শরীরের অপটুতা জন্য ও কালদোষ জন্য মন্ত্রস্নানাদি সপ্তবিধ স্নান করিতে পারিবে।

অশিরস্কং ভবেৎ স্নানং স্নানাশক্তৌ চ কর্ম্মিণাং।
আদ্রেণ বাসসা বাপি মার্জ্জনং দৈহিকং বিদুঃ।

জাবালঃ।

অসুস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে নিয়ম এই যে, মস্তক ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে জল সংযোগ করিবে। তাহা অযোগ্য হইলে আদ্র বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বশরীর মার্জ্জন করিবে।

অস্নাত্বা চাপ্য হুত্বা চ ভুংক্তেহদত্বা চ যো নরঃ।
দেবাদীনামৃনী ভূত্বা নরকং প্রতিপদ্যতে॥

স্নান হোম এবং দান না করিয়া যে ব্যক্তি পান ভোজন করে সে দেবতা ও ব্রাহ্মণাদির ঋণি হইয়া নরক প্রাপ্ত হয়।

স্নান প্রয়োগ।

স্নানার্থী ব্যক্তি প্রথমতঃ উদ্ধৃত জল মস্তকে দিয়া, নদ্যাদিতে হইলে একবার ডুবদিয়া দর্ভপাণি হওতঃ আচমন করিবে, পরে তীর্থাবাহন করিবে (১)। তদনন্তর সংকল্প করিতে হইবে; সংকল্পান্তর চতুরস্র চতুষ্কোন চতুর্হস্ত মণ্ডল জলে লিখিয়া মণ্ডল মধ্যে গঙ্গাদেবীর আবাহন করিতে হইবে। তৎপরে সপ্তবার দেবমন্ত্র ঐ জলে জপ করিয়া তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার মস্তকে জলস্পর্শ দ্বারা মার্জ্জন করিবে তৎপরে তিল, আমলক, মৃত্তিকা বা গোময় দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে। মৃত্তিকা ইত্যাদির দ্বারা গাত্র মার্জ্জন জলাবতরনের পূর্ব্বে করিলেও ক্ষতি নাই। তৎপরে উদ্ধৃত জলদ্বারা গাত্রাদি ধৌত করিয়া উত্তমরূপে স্নান করিবে, আর অনুদ্ধৃত জল হইলে অর্থাৎ সরোবরে বা নদ্যাদিতে উত্তমরূপে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিবে। অবগাহন কালীন চক্ষু কর্ণ নাসিকা অঙ্গুলিদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অঘমর্ষণ সূত্র পাঠ করিতে করিতে মজ্জন করিতে হইবে অর্থাৎ ডুব দিতে হইবে। শূদ্র ব্যক্তি অঘমর্ষণ সূত্র পাঠ করিবেক না যেহেতু উহা বৈদিকাচারের অন্তর্ভূত। বৈদিকাচার ব্রাহ্মণের জন্য, শূদ্রের নিমিত্ত পৌরাণিক ও তান্ত্রিক আচার ব্যবহার্য্য। এজন্য এই স্নান বিধি বৈদিক পৌরাণীক ও তান্ত্রিক ভেদে তিন প্রকার। ইহা ব্যতীত পার্ব্বণ (২) স্নান জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমস্ত বিধি ব্যবস্থিত আছে।

---

(১) স্নান মস্তর্জ্জলে চৈব মার্জ্জনাচমনে তথা।
জলাভিমন্ত্রণঞ্চৈব তীর্থস্য পরিকল্পনম্॥
অঘমর্ষণ সূক্তেন ত্রিরাবৃত্তেন নিত্যশঃ।
স্নানাচরণ মিত্যেতৎ সমুদ্দিষ্টং মহাত্মভিঃ॥
অন্যাংশ্চ বারুণান্মন্ত্রান্ কামতঃ সংপ্রজোযয়েৎ।
যথা কালং যথা দেশং জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা বিচক্ষণঃ॥

আহ্নিকতত্ত্ব।

(২) পার্ব্বণ স্নান যথা—

দশহরা স্নান, গোবিন্দদ্বাদশী স্নান, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম স্নান, লৌহিত্য স্নান, করতোয়া স্নান, মাঘমাসীয় প্রাতঃস্নান, কার্ত্তিকমাসীয় প্রাতঃস্নান, মকর স্নান, গ্রহণ স্নান, বারুণী স্নান ও যোগ ান ইত্যাদি।

বৈদিক স্নান বিধি।

বৈদিক স্নানে স্নানকর্ত্তা বাম হস্তে বহুতর কুশ ও দক্ষিণ হস্তে পবিত্র (১) ধারণ করিয়া নদ্যাদিতে গমন করিবে। কুশের অভাবে কাশ অথবা দূর্ব্বা দ্বারা (২) কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। দক্ষিণ হস্তের অনামিকার প্রথম পর্ব্বে স্বর্ণ ধারণ, দ্বিতীয় পর্ব্বে দর্ভ ধারণ এবং তর্জ্জনীতে রৌপ্য ধারণ (৩) করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। যথা—

---

(১) বৈদিকেকর্ম্মণি বামহস্তেন বহুতর কুশান দক্ষিণেন পবিত্রং ধারয়েৎ—অর্থাৎ বৈদিক স্নানে বামহস্তে একগুচ্ছ কুশ ও দক্ষিণহস্তে পবিত্র ধারণ করিয়া স্নান করিতে হয়। অন্তর্গর্ভ শূন্য চতুষ্পত্র, ত্রিপত্র বা দ্বিপত্র অনখচ্ছিন্ন কুশকে পবিত্র বলে এবং দর্ভ মাত্রকেও পবিত্র বলা যায়।

যথা—হ্রস্বাঃ প্রচরণীয়াঃ স্যুঃ কুশাদীর্ঘাশ্চ বর্হিষঃ।
দর্ভাঃ পবিত্রমিত্যুক্ত মতঃ সন্ধ্যাদি কর্ম্মসু॥

কাত্যায়ন।

(২) কুশাভাবে কুশস্থানে কাশং দূর্ব্বাং বা দদ্যাৎ।

বিষ্ণুঃ।

(৩) কর্ম্মকালে প্রকুর্ব্বীত স পবিত্রা মনামিকাং।
সব্যাপ সব্য কলিতং ব্রহ্মগ্রন্থি সমন্বিতং॥
ধারয়েৎ প্রথমং পর্ব্বে দ্বিতীয়ন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ।
অনামিকা ধৃতং হেম তর্জ্জন্যাং রৌপ্যমেব চ।
কনিষ্ঠায়াম্ ধৃতং হেম তেন পূতো ভবেন্নর॥

যাজ্ঞবল্ক্য।

ক্রিয়াস্নানং প্রবক্ষ্যামি যথাবদ্বিধি পূর্ব্বকম্। মৃদ্ভিরদ্ভিশ্চ কর্ত্তব্যং শৌচমাদৌ যথা বিধি॥১॥ জলে নিমজ্য উন্মজ্য উপস্পৃশ্য যথা বিধি। তীর্থস্যাবাহনং কুর্য্যাৎ তৎ প্রবক্ষ্যামশেষতঃ॥২॥ প্রপদ্য বরুণং দেবমম্ভসাং পতিমচ্ছিতম্। যাচেত দেহি মে তীর্থং সর্ব্ব পাপাপনুত্তয়ে॥৩॥ তীর্থমাবাহয়িষ্যামি সর্ব্বাঘবিনি সূদনম্। সান্নিধ্য মস্মিন তোয়ে চ ক্রিয়তাং মদনুগ্রহাৎ॥৪॥ রুদ্রাৎ প্রপদ্য বরদান্ সর্ব্বানপ্সু সদস্তথা। সর্ব্বানপ্সু সদশ্চৈব প্রপদ্যে প্রযতঃ স্থিতঃ॥৫॥ দেবমংশু সদং বহ্নিং প্রপদ্যাঘনিসূদনম্। আপঃ পুণ্যাঃ পবিত্রাশ্চ প্রপদ্যে শরণং তথা॥৬॥ রুদ্রশ্চাগ্নিশ্চ সর্পশ্চ বরুণস্তাপ এবচ। সময়ন্ত্বাশু মে পাপং মাঞ্চ রক্ষন্তু সর্ব্বশঃ॥৭॥ হিরণ্যবর্ণেতি তিসৃভির্জ্জগতীতিচতিসৃভিঃ। শন্নোদেবীতি চ তথা শন্ন আপস্তথৈব চ॥৮॥ ইদমাপঃ প্রবহতে দ্যুতঞ্চ সমুদীরয়েৎ। এবং সম্মার্জ্জনং কৃত্বা ছন্দ আর্ষঞ্চ দেবতাঃ॥৯॥ অঘমর্ষণ সূক্তঞ্চ প্রপঠেৎ প্রযতঃ সদা। ছন্দোঽনুষ্টুপ্ চ তস্যৈব ঋষিশ্চৈবাঘমর্ষণঃ॥১০॥

তর্জ্জনী রৌপ্য সংযুক্তা হেম যুক্তা ত্বনামিকা।
নৈব যুক্তা তু দর্ভেণ কার্য্যা বিপ্রেণ সর্ব্বদা॥

তর্জ্জনীতে রজত সংযুক্ত এবং অনামিকাতে স্বর্ণ সংযুক্ত হইলেও দর্ভ সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ কার্য্য করিবেন।

মৃত্তিকা লম্ভনম্।

নদ্যাদিতে গমনানন্তর প্রথমতঃ স্নান যোগ্য মৃত্তিকা লম্ভন করিবে। অর্থাৎ গাত্র মৃত্তিকাদ্বারা মার্জ্জন করিবার জন্য মৃত্তিকা আহরণ করিবে। মৃত্তিকাহরণ করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে হয়। যথা—

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে প্রতিগৃহ্নামি প্রজায়ৈ চ ধনায় চ॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা।
মৃত্তিকে হরমে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিবার সময় মন্ত্র বলিতে হইবে। প্রথমে ঋষ্যাদি পাঠ করিয়া পরে মন্ত্র বলিতে হইবে। যথা—
"তত্র মেধা ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা তোয়ে মৃত্তিকা লম্ভনে বিনিয়োগঃ"।

মন্ত্র যথা—

ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুরে।

গোময়ালম্ভনম্।

মৃত্তিালম্ভনের পর গোময়ালম্ভন করিতে হয় অর্থাৎ গোময় দ্বারা গাত্রলেপন ও মার্জ্জনা কবিতে হয়। গোময়ালম্ভনের ঋষ্যাদি যথা—
"তত্র বৎস ঋষি রনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীর্দ্দেবতা লক্ষ্মীকাম্যে গোময়ালম্ভনে বিনিয়োগঃ"।

দেবতা ভাববৃত্তশ্চ পাপক্ষয় প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১১॥ ততোঽম্ভসি নিমগ্নঃস্ত্রিঃপঠেদঘ-মর্ষণম্। প্রপদ্যান্মূর্দ্ধনি তথা মহাব্যাহৃতিভি র্জ্জলম্॥ ১২॥ যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট সর্ব্ব পাপাপনোদনঃ। তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্ব পাপ প্রণাশনম্॥ ১৩॥ অনেন বিধিনা স্নাত্বা স্নাতবান্ ধৌতবাসসা। পরিবর্জ্জিত বাসাস্তু তীর্থ নামানি সংজপেৎ॥ ১৪॥ উদকস্যা প্রদানাত্তু স্নানশাটীং ন পীড়য়েৎ। অনেন বিধিনা স্নাত স্তীর্থস্য ফল মশ্নুতে॥ ১৫॥

৮ম অধ্যায় শঙ্খসংহিতা।

মন্ত্র যথা—

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্য পুষ্টাং করীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥

গোময়ালম্ভনানন্তর জলোপস্থান করিতে হয় অর্থাৎ বরুণ দেবের আবাহন করিয়া বারুণ মন্ত্র জপ বা পাঠ করিতে হয়।

জলোপস্থানম্।

"তত্র শুনঃ শেফ ঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বরুণোদেবতা বভৃথ যজমান বাচনে বিনিয়োগঃ"।

মন্ত্র যথা—

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থা মন্বেত বা উ।
অপাদ পাদা প্রতিধাত বেহকঃ উতাপ বক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ॥

তৎপরে বরুণ দেবকে নমস্কার করিয়া জলাবতরণ করিতে হয় অর্থাৎ জলে নামিতে হয়।

জলাবতরণং।

নমো বরুণায়াভিষ্ঠিতোঃ বরুণস্য পাশঃ।

এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জলে নামিয়া চতুর্দ্দিকে চতুর্হস্ত প্রমাণ একটী কুণ্ড কল্পনা করিবে, (৪) পরে ঐ কুণ্ড মধ্যে মন্ত্রদ্বারা তীর্থাবাহন করিতে হইবে।

তীর্থাবাহন মন্ত্র। যথা—

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শতদ্রু স্তোমং সচতা পুরুষ্ণ্যা আসিক্ন্যা মরদ্বৃধে বিতস্তয়া জিকিয়ে শৃণুহ্যা শিযো ময়া"।

তীর্থাবাহনানন্তর মার্জ্জন করিতে হইবে অর্থাৎ মার্জ্জন মন্ত্রদ্বারা তিনবার মস্তকে ও ভূমিতলে জল দিতে (৫) হইবে। উদ্ধৃত জল হইলে কুশদ্বারা তিনবার স্পর্শ করিবে আর অনুদ্ধৃত অর্থাৎ নদ্যাদি হইলে তিনবার তিন অঞ্জলি জল ভূমিতলেও মস্তকে দিবে। মার্জ্জনের তিনটীমন্ত্র।

---

(৪) ওঁ নমো নারায়ণায়েত্যষ্টাক্ষর রূপ মন্ত্রেণ চতুরস্রং চতুষ্কোন রূপং সমন্ততঃ সর্ব্বদিক্ষু চতুর্হস্তং জলং প্রতিদিক্ষু স্বীয় হস্ত মাত্রেণ ব্যবচ্ছিদ্য তীর্থং প্রকল্পয়েৎ।

(৫) রক্ষার্থং বারিণাত্মানং পরিক্ষিপ্য সমন্ততঃ।
শিরসো মার্জ্জন কুর্য্যাৎ কুশৈঃ সোদক বিন্দুভিঃ॥
ছান্দোগ্য পরিশিষ্ট।

মার্জ্জন মন্ত্র যথা—

১। প্রজাপতি ঋষি স্ত্র্যব সানা পংক্তি শ্ছন্দ আপোদেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চিদ্ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভি দুদ্রোহ যদ্বামাপে উতানৃতম॥

২। প্রজপতি ঋষি রনুষ্টুপ্‌চ্ছন্দ আপোদেবতা দীক্ষায়াং যজমান স্নানে বিনিয়োগঃ।

আপোঽস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্ত ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ।
পুনন্তু বিশ্বং হি বিপ্রং প্রবহন্তি দেবীঃ॥

৩। কোকিলো রাজ পুত্র দ্রুপদ ঋষি রনুষ্টুপ্‌ছন্দ আপোদেবতা সৌত্রামন্যব-ভৃথে স্নানে বিনিয়োগঃ।

দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্ন স্নাতো মলাদিব।
পুতং পবিত্রেণে বাহ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥

এইরূপ মার্জ্জনান্তে জলাবর্ত্তন করিতে হয় অর্থাৎ মন্ত্রদ্বারা পুনর্ব্বার জলকে অভিমন্ত্রিত করিতে হয়।

ততো পুনরপি দক্ষিণাবর্ত্তেন জলাবর্ত্তনম্।

দধ্যঙাথর্ব্বনঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপোদেবতা শান্তিকর্ম্মণি বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র যথা—

ওঁ শংনোদেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভি স্রবন্তু নঃ॥

এইরূপে জলকে অভিমন্ত্রিত করিয়া ডুব দিবে পরে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিনবার ডুবদিবে।

অর্দ্ধর্চ্চযা ক্ষিপেদূর্দ্ধ অর্দ্ধর্চ্চযা ক্ষিপেদধঃ।
অধোভাগ বিসৃষ্টাভি রসুরা যান্তি সংক্ষয়ম্।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকশ্চ ঊর্দ্ধো সংমার্জ্জনাদ্ভবেৎ॥

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

আচম্যৈবং পুবাপ্রোক্ষ্য তীর্থ সংমার্জ্জনে তুমে।
মন্ত্রাস্ত্রৈ র্ম্মন্ত্রিতং তোয়ং মুর্দ্ধ্নি ভূমৌ তথাক্ষিপেৎ॥
ক্ষিপ্তেন মুর্দ্ধ্নি তোয়েন পাপমস্য প্রণশ্যতি।
ভূমি ক্ষিপ্তেন হন্যন্তে অসুরা দেবশ এবঃ॥

শঙ্খঃ।

ততো জলে নিমজ্জ্য মন্ত্রং পঠিত্বা ত্রির্নিমজ্জ্যাৎ।

তত্র প্রজাপতিঋষির্যজ্ঞো দেবতা (যজুষ্ঠাচ্ছন্দো নাস্তি) ঋজীক কুম্ভ মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্রো যথা—

"অবভৃথ নিচুম্বন নিচেরুরসি নিচুম্বনঃ অব দেবৈ দেবকৃত মনোঽযাসিষমব মর্ত্ত্যৈর্মর্ত্ত্যকৃতং পুরুরাব্ণো দেবরিষ পাহি"।

এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিনবার ডুব দিয়া পরে মন্ত্রদ্বারা আচমন করিতে হইবে।

মন্ত্রেণাচমনম্ (৬) যথা—

প্রজাপতি ঋষি সোম দেবতা বিরাটচ্ছন্দো ঋজীককুম্ভ প্লাবনে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্রো যথা—

সমুদ্রেতে হৃদয় মপ্স্বন্তঃ সন্ত্বা বিশন্ত্বোষধীরুতাপঃ।
যজ্ঞস্যত্বা যজ্ঞপতে সুক্তোক্তৌ নমোবাকে বিধেম স্বাহা॥

এইরূপে মন্ত্রদ্বারা আচমন করিয়া পুনর্ব্বার তীর্থাবাহন করিতে হইবে।

তীর্থাবাহন মন্ত্র যথা—

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শতদ্রু স্তোমং সচতাপরুষ্ণ্যা।
আসিক্ন্যা মরুদ্বিধে বিতস্তয়া জিকীয়ে শৃণুহ্যা শিষো ময়া॥

এইরূপে তীর্থাবাহন পূর্ব্বক আপোহিষ্ঠা মন্ত্রো দ্বারা তিনবার মার্জ্জন (৭) করিবে। এই মার্জ্জন তিনটী, তিনটী মন্ত্র দ্বারা তিনবার মার্জ্জন করিবে। যথা—

১ম মন্ত্র। "ওঁ সিন্ধুদ্বীপ ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপোদেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়োভুব স্থান উর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে"।

২য় মন্ত্র। "ওঁ যোবঃ শিবতমোরস স্তস্যভা জয়তে হনঃ উশতীরিব মাতরঃ"।

৩য় মন্ত্র। "ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপোজনয়থা চনঃ"।

এইরূপ তিনবার মার্জ্জন করিয়া পুনর্ব্বার "চিৎপতি" মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জন করিতে হইবে। চিৎপতি মন্ত্র তিনটী এই তিনটী মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার মার্জ্জন করিবে। যথা—

---

(৬) মতান্তরে আচমন মন্ত্রঃ।
ওঁ পূর্ব্বাভি সপ্ত মহাব্যাহৃতিভি রাচামেৎ। ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব।

(৭) শন্ন আপস্তু দ্রুপদা আপোহিষ্ঠাঘমর্ষণম্।
এতৈশ্চতুর্ভি ঋগ্মন্ত্রৈ মার্জ্জনং সমুদাহৃতম্॥
ঋষি বচনম্।

১ম মন্ত্র। প্রজাপতি ঋষি প্রজাপতির্দেবতা (যজুষ্ঠাচ্ছন্দোনাস্তি) যজমান পাবনে বিনিয়োগঃ।

"চিৎপতি র্মা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ তস্য
তে পবিত্রপতে পবিত্রপূতস্য যৎকামঃ পুনে তচ্ছকেয়ম্"॥

২য় মন্ত্র। প্রজাপতি ঋষি বৃহস্পতির্দেবতা যজমান পাবনে বিনিয়োগঃ।

"বাকপতি র্মা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ তস্য
তে পবিত্রপতে পবিত্র পূতস্য যৎকামোঃ পুনে তচ্ছকেয়ম্"॥

৩য় মন্ত্র। প্রজাপতি ঋষি সবিতা দেবতা যজমান পাবনে বিনিয়োগঃ।

"ওঁ দেবো মা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ
তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রপূতস্য যৎকামঃ পুনে তচ্ছকেয়ম্"॥

এইরূপে চিৎপতি মন্ত্র দ্বারা তিনবার মার্জ্জন করিয়া জলনিমগ্ন হওনানন্তর তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র আবৃত্তি করিবে।

অঘমর্ষণ মন্ত্র যথা—

অঘমর্ষণ ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দোভাবাবৃতো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতঞ্চসত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্রির জায়ত
ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোঽজায়ত
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী সূর্য্যা চন্দ্র মসৌ
ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়দ্ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষ মথোস্বঃ।

অঘমর্ষণ সূক্ত পাঠানন্তর জলে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় তিনবার দ্রুপদমন্ত্র দ্বারা জলাবর্ত্তন করিয়া স্নান করিবে।

দ্রুপদ মন্ত্র যথা—

"দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিনঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণে বাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ"॥

পৌরাণিক স্নান বিধি।

বৈদিক স্নানের মত পৌরাণিক স্নানে উদ্ধৃত জলে বা নদ্যাদিতে গমন করিয়া বামহস্তে কুশ ও দক্ষিণহস্তে পবিত্র ধারণ করিয়া দর্ভপাণি হওতঃ আচমন করিবে।

আচমন মন্ত্র যথা—

ওঁ (নমঃ) বিষ্ণোঃ ওঁ বিষ্ণোঃ ওঁ বিষ্ণো, ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

আচমনান্তে নাভিমাত্র জলে অবতরণ করিয়া সম্মুখস্থ জলোপরি "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া হস্তস্থিত কুশদ্বারা একটী চতুষ্কোন মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। ঐ চতুষ্কোন মণ্ডলস্থিত জলরাশী যেন একটী পুষ্করণী বা ক্ষুদ্র জলাশয় হইল এইরূপ মনে করিয়া তাহাতে গঙ্গাদেবীর আবাহন করিবে। আবাহন মন্ত্র (১)। তৎপরে সেই চতুষ্কোন মণ্ডল হইতে "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া করপুটদ্বারা বা কুশদ্বারা সাত পাঁচ চারি বা তিনবার জল লইয়া স্বীয় মস্তকে প্রক্ষেপ করিবে। তদনন্তর "অশ্বক্রান্তে" (২) ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকা মর্দ্দন করিবে।

ব্রাহ্মণে ওঁকার পুটিত করিবে, শূদ্রে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া আবৃত্তি করিবে।

(১) গঙ্গাদেবীর আবাহন মন্ত্রঃ।

ওঁ বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণু পূজিতা।
পাহি নস্ত্বেন সস্তস্মাদা জন্ম মরণান্তিকাৎ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধ কোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানিতে সন্তি জাহ্নবী॥
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বীচ সুভগা বিশ্বকায়া শিবাসিতা॥
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোক প্রসাদিনী।
ক্ষমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তি প্রদায়িনী॥

(২) মৃত্তিকা মর্দ্দন মন্ত্রঃ।

ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হরমে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেন কৃষ্ণেন শত বাহুনা।
আরুহ্য মম গাত্রানি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়॥
মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতে।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিনি সুব্রতে॥

পরে গাত্র মার্জ্জনী অর্থাৎ গাম্‌ছাদ্বারা উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জন করিয়া কুরুক্ষেত্রাদি মন্ত্র (৩) পাঠদ্বারা তীর্থাবাহন করিয়া সংকল্প করিবে। যথা—ওঁ বিষ্ণু বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা বা দাস শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ অস্মিন জলে স্নান মহং করিষ্যে। গঙ্গাদি তীর্থে "অস্যাং গঙ্গায়াং" বলিতে হইবে। এইরূপ সংকল্পান্তর অবগাহন মন্ত্র (৪) পাঠ পূর্ব্বক কেশ দ্বিধাকৃত করিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা ও মুখ অবরুদ্ধ করিয়া তিনবার মজ্জন অর্থাৎ ডুব দিবে। তৎপরে যদৃচ্ছা গাত্র মার্জ্জন বা ডুব দিবে। তৎপরে গঙ্গাষ্টক স্তোত্র পাঠ করিয়া গঙ্গাদেবিকে প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্র।

ওঁ সদ্যঃ পাতক সংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখ বিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

পার্ব্বণ স্নান বিধি।

কোন পর্ব্বোপলক্ষে যে স্নান করা হয় তাহার নাম পার্ব্বণ স্নান। যথা—গ্রহণ স্নান, ব্রহ্মপুত্রস্নান, গঙ্গাসাগরস্নান, দশহরাস্নান, বারুণীস্নান, করতোয়াস্নান, গোবিন্দদ্বাদশীস্নান, মাঘমাসীয়প্রাতঃস্নান, কার্ত্তিকমাসীয়প্রাতঃস্নান ইত্যাদি।

গ্রহণ স্নান বিধি।

গ্রহণ সময় উপস্থিত হইলে অর্থাৎ সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহ রাহুগ্রস্থ হইলে যে স্নান করিতে হয় তাহার নাম গ্রহণ স্নান এবং গ্রহণান্তে যে স্নান করিতে হয় তাহার নাম মুক্তি স্নান।

গ্রহণস্নানে স্বয়ং গ্রহণ দেখিয়া স্নান জন্য পূর্ব্ববৎ সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া সংকল্প করিবার সময় বলিতে হইবে—

---

(৩) কুরুক্ষেত্রাদি মন্ত্রঃ।

কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গা প্রভাস পুষ্করা নি চ।
তীর্থান্যে তানি পূণ্যানি স্নান কালে ভবন্তিহ॥

(৪) অবগাহনমন্ত্রঃ।

ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্য সম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনী।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥
শ্রদ্ধয়া ভক্তি সম্পন্নে শ্রীমাত র্দ্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগিরথি পুনীহি মাম্॥

ওঁ বিষ্ণু বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুক তিথৌ রাহুগ্রস্থ দিবাকরে (চন্দ্রগ্রহণ হইলে নিশাকরে) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (বা দাস) বহুশত সূর্য্যগ্রহণ (চন্দ্রগ্রহণ) কালীন গঙ্গাস্নান জন্য ফলসম ফলপ্রাপ্তি কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

এইরূপ সংকল্পান্তে ওঁ বিষ্ণুপাদ প্রসূতাসীত্যাদি মন্ত্র যথা বিধি পাঠানন্তর স্নান করিবেক। তৎপরে তাবৎকাল জপ করিয়া গ্রহণকাল অতীত হইলে এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পুনরায় মুক্তি স্নান করিবে যথা—

ওঁ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্র (সূর্য্য) সঙ্গমঃ।
কর্ম্মচাণ্ডাল যোগোঽয়ং কুরু পাপক্ষয়ং মম॥

মুক্তি স্নান করিয়া যথা সাধ্য দান ধর্ম্মাদি কার্য্য করিবে।

ব্রহ্মপুত্র স্নান বিধি।

চৈত্র শুক্ল পক্ষীয় অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিতে হয়। পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ও বুধবার প্রাপ্ত হইলে বিশেষ ফল লাভ হয়। ব্রহ্মপুত্র স্নানে পূর্ব্ববৎ বিধিরক্ত সকল কার্য্য করিয়া সংকল্প করিবার সময় বলিতে হইবে—

ওঁ বিষ্ণু বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা মোক্ষ প্রাপ্তি কামো ব্রহ্মপুত্রনদে স্নান মহং করিষ্যে।

এই রূপ সংকল্পাদি করিয়া মন্ত্র পড়িবে—

ওঁ ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘা গর্ভ সম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥

তৎপরে যদৃচ্ছা স্নানাদি করিয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য্য করিবে।

গঙ্গাসাগর স্নান বিধি।

গঙ্গাসাগর স্নানে সংকল্পাদিতে সংকল্পের সমস্ত মন্ত্র বলিয়া শেষে মোক্ষ প্রাপ্তি কামো গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান মহং করিষ্য বলিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে। মন্ত্র যথা—

ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বাং দেবি সরিতাংবরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ॥

দশহরা স্নান বিধি।

দশহরাস্নানে পূর্ব্ববৎ সংকল্প করিয়া শেষে "দশবিধ পাপক্ষয় কামো গঙ্গায়াং স্নান মহং করিষ্যে" বলিয়া দশহরা মন্ত্র (১) পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে। হস্তাযোগে এইরূপ সংকল্প করিবে,—"হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশম্যাং তিথৌ দশজন্মার্জ্জিত দশবিধ পাপক্ষয়কামঃ গঙ্গায়াং স্নান মহং করিষ্যে" বলিতে হইবে। উহাতে মঙ্গলবার প্রাপ্ত হইলে ভগীরথ দশহরাযোগ বলে। ভগীরথ যোগে এইরূপ সংকল্প করিবে—"কুজবারাধিকরণক হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশম্যাং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক্ দেবশর্ম্মা দশবিধ পাপক্ষয় শতগুণবাজি মেধাযুত জন্য পুণ্যসম পুণ্য প্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং স্নান মহং করিষ্যে"।

বারুণী স্নান বিধি।

বারুণী স্নানে এইরূপ সংকল্প করিবে—"বিষ্ণোরোম্ তৎসদোমদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণেপক্ষে শতোভিষানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা বহুশত সূর্য্যগ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নান জন্য ফলসম ফলপ্রাপ্তি কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে"। মহাবারুণী স্নানে বলিবে—"বিষ্ণুরোমিত্যাদি শনিবারাধিকরণক শতভিষা-নক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যাং অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা বহুকোটি সূর্য্যগ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নানজন্য ফলসম ফলপ্রাপ্তি কামো গঙ্গায়াং স্নান মহং করিষ্যে"।

মহামহাবারুণী স্নানে বলিবে—"বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদি শনিবারাধিকরণক শুভযোগ শতভিষানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহামহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা ত্রিকোটী কুলোদ্ধারণ কামো গঙ্গায়াং স্নান মহং করিষ্যে"। সংকল্পান্তে ওঁ বিষ্ণুপাদ প্রসূতাসি মন্ত্র বলিয়া স্নান করিবে।

---

(১) দশহরা মন্ত্র।

ওঁ অদত্তানা মুপাদানং হিংসাচৈবা বিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্বিধং॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্ট চিন্তনং।
বিতথাভি নিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মমানসং॥
এতানি দশপাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবী।
স্নাতস্য মমতে দেবি জলে বিষ্ণু পদোদ্ভবে॥

করতোয়া স্নান মন্ত্রঃ।

পূর্ব্ববৎ সংকল্প করিয়া এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে। যথা—

করতোয়ে সদানীরে সরিচ্ছ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ পাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে॥

গোবিন্দ দ্বাদশী স্নান মন্ত্র।

পূর্ব্ববৎ সংকল্পাদি করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে। যথা—

মহাপাতক সংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তিমে।
গোবিন্দ দ্বাদশীং প্রাপ্য তানিমে হর জাহ্নবি॥

মাঘ মাসীয় প্রাতঃস্নান বিধি।

পূর্ব্ববৎ সংকল্পাদি করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্নানমন্ত্রগুলি পাঠ হইলে এই বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে। যথা—

ওঁ মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেব মাধব।
তীর্থস্যাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবান্ হরে॥
দুঃখ দারিদ্র নাশায় শ্রীবিষ্ণো স্তোষণায় চ।
প্রাতঃস্নানং করোম্যদ্য মাঘে পাপ বিনাশনং॥
মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্ত ফলদো ভব॥

ফাল্গুনে শুক্লপক্ষস্য পুষ্যক্ষে দ্বাদশী যদি।
গোবিন্দ দ্বাদশী নাম মহাপাতক নাশিনী॥
পদ্মপুরাণ।

সৌর মাসীয় মাসিক সংকল্পে বিষ্ণুরোমিত্যাদি অমুক তিথিবারভ্য মকরস্থরবিং যাবৎ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং গঙ্গায়াং প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে। চান্দ্র স্নানে প্রতিপদি তিথি বারভ্য মাঘমাসং যাবৎ অমুক গোত্রঃ ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া সংকল্প করিবে।

ওঁ দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোস্তুতে।
পরিপূর্ণং কুরুষ্বেদং মাঘ স্নানং মহাব্রতং॥

কার্ত্তিক মাসীয় প্রাতঃস্নান মন্ত্রঃ।

ওঁ কার্ত্তিকেহহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥

মাকরী সপ্তমী স্নান বিধি।

এই স্নান সংকল্পে মাঘমাসের উল্লেখ করিয়া বিষ্ণু রোম্ ইত্যাদি অরুণোদয় বেলায়াং অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা বহুশত সূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নান জন্য ফলসম ফলপ্রাপ্তি কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

এইরূপ সংকল্প করিয়া ৭টী কুলপাতা ও ৭টী আকন্দপাতা মস্তকে লইয়া এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে। যথা—

ওঁ যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥

এই সকল কাম্যতীর্থ স্নানাদি মাতা পিতা ভ্রাতা স্ত্রী সুহৃদ ও গুরু প্রভৃতির উদ্দেশে (স্বীয় স্নানানন্তর) করিলে তাহাদিগের স্বয়ংকৃত স্নানের অষ্টভাগৈক ভাগ ফল লাভ হয়, না করিলে তাঁহারা স্নান ফল হরণ করেন।

ইতি পার্ব্বণ স্নান বিধি সমাপ্ত।

এই সময় যদি প্রাতঃস্নান সংকল্পিত থাকে তা হইলেও ইহার সংকল্প পৃথক করিতে হইবে। কিন্তু একবার স্নান করিলেই উভয় স্নান সিদ্ধ হইবে।

তান্ত্রিক স্নান বিধি।

নদ্যাদিতে গমন করিয়া প্রথমে বৈদিকস্নান করিয়া পরে তন্ত্রিক স্নান করিবে। প্রথমে আচমন করিবে। যথা—

ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা।

আচমনানন্তর এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে যথা—

ওঁ বিষ্ণু বিষ্ণুর্ণমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকদেবতা (ইষ্টদেবতা) প্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে।

এইরূপ সংকল্প করিয়া ইষ্টমন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস করিবে তৎপরে ইষ্টমন্ত্রের দ্বারা প্রাণায়াম্ করিবে। তদনন্তর এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থাবাহন করিবে।

আত্ম বিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈরর্চ্চয়েৎ সাধকাগ্রনীঃ।
বহ্নিজায়াং ততোদত্বা শুদ্ধেন পাথসা প্রিয়ে॥

স্বতন্ত্র তন্ত্র।

অথ স্নানং তথাকুর্য্যাদ্‌যথাশাস্ত্র বিধানতঃ।
মল প্রক্ষালনং স্নানং স্বশাখোক্তং সমাচরেৎ॥
মন্ত্র স্নানং ততঃ কুর্য্যাৎ কর্ম্মণাং সিদ্ধি হেতবে॥

ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক দেবতা প্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ।

তাম্র পাত্রং সদূর্ব্বঞ্চ সতিলং সজলং তথা।
গৃহীত্বামুক দেবস্য প্রীতয়ে স্নানমাচরেৎ॥

কুলচূড়ামনি তন্ত্র।

ততঃ ষড়ঙ্গন্যাস প্রাণায়ামৌকৃত্বা ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনাঙ্কুশ মুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য বমিতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতী কৃত্য কবচেনাবগুণ্ঠ্য মন্ত্রেণ সংরক্ষ্য মূলেনৈকাদশধাভি মন্ত্র্য সূর্য্যাভি মুখং দ্বাদশ বারিধারাং নিক্ষিপ্য তস্মিন্নিষ্ট দেবতা চরণারবিন্দ নিঃসৃত জলে ত্রির্নিমজ্য দেবতাং ধ্যায়ন্ মূল মন্ত্রং যথাশক্তি জপন্ উন্মজ্য উদকেন ত্রিবার জপ্তেন কলস মুদ্রয়া ত্রিবার মাত্মানমভিষিঞ্চ্য বৈদিক সন্ধ্যাদিকং কৃত্বা সূর্য্যার্ঘং দত্বা তান্ত্রিকাঘমর্ষণাদি বারিধারান্তং কর্ম্মং কুর্য্যাৎ। তন্ত্র সার।

বিন্যস্যাঙ্গে ষড়ঙ্গানি প্রাণায়াম পূবঃ সরং।
শ্রীসূর্য্যমণ্ডলাতীর্থ মা কৃষ্যাঙ্কুশ মুদ্রয়া।
বমিত্যনেন চাপ্লাব্য কবচেনাবগুণ্ঠয়েৎ।
সংরক্ষ্যাস্ত্রেণ মূলেন মন্ত্রয়েৎ রুদ্রসংখ্যায়া।
নিমজ্য তস্মিন্ শ্রীদেবং ধ্যায়েচ্ছক্ত্যা জপেন্মনুং॥ জ্ঞানার্ণবে।

তীর্থাবাহন মন্ত্র।

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥
ব্রহ্মাণ্ডে দেব তীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি তে রবে।
তেন সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর॥
প্রিয় ব্রতানি তীর্থানি সূর্য্যরশ্মিস্থিতানি চ।
আগত্যার্ঘ্যং গৃহীত্বা চ সর্ব্ব সিদ্ধিং প্রযচ্ছমে॥
আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থ মিহ সুন্দরী।
ত্রাহি গঙ্গে নমস্তুভ্যং সর্ব্বতীর্থ সমন্বিতা॥

তীর্থাবাহনান্তর "বং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ পূর্ব্বক "হুঁ" এই মন্ত্রদ্বারা অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন এবং "ফট্" এই মন্ত্রে ঊর্দ্ধ অধঃ ও মধ্য করতল তালত্রয় দ্বারা সংরক্ষণ করিতে হইবে। তৎপরে সেই অভিমন্ত্রিতজলে একাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান পূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখে এই মনে করিয়া দ্বাদশাঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে যে,—সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে ইষ্টদেবতা বিরাজ করিতেছেন তাঁহার গাত্রে এই দ্বাদশাঞ্জলি জল অর্পিত হইল এক্ষণে তাঁহার চরণতল বহিয়া সেই জল নিঃসৃত হইতেছে। এইরূপ মনে করিয়া ইষ্টদেবতার সেই চরণারবৃন্দ হইতে নিঃসৃত জলে তিনবার নিমজ্জন অর্থাৎ ডুব দিবে। তদনন্তর ইষ্টদেতার পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে। পরে উন্মগ্ন হইয়া ঐ জলে তিনবার মূল মন্ত্র জপকরতঃ কলস মুদ্রারদ্বারা স্বীয় মস্তকে তিনবার অর্পণ করিয়া আত্মাকে অভিসিঞ্চন করিবে।

তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন এ বিধি সাধারণের পক্ষে নহে।

কলস মুদ্রা।

বাম হস্তে কৃতা মুষ্টী দক্ষ হস্তস্য পার্ব্বতি।
কলসাখ্যা ভবেন্মুদ্রা সর্ব্বপাপহরা শুভা॥ জ্ঞানার্ণবে।

তান্ত্রিক মৃত্তিকা লস্তন বিধি।

মূলেনাণীয় মৃৎস্নাস্তু বিভাগং তত্র কারয়েৎ।
ভাগমেকং জলেনৈব ক্ষিপেন্মন্ত্রং সমুচ্চরন্।
এবং মূর্দ্ধাদিনাভ্যন্তং তথৈব পরিলেপয়েৎ।
তথৈব ভাগান্তরেণ পরিলেপয়েদধোভাগ মিতিশেষঃ॥ তন্ত্র।

ইতি তান্ত্রিক স্নান বিধি সমাপ্ত।

শিখা ও তিলক ধারণ বিধি।

স্নানান্তে শিখাবন্ধন পূর্ব্বক ললাটদেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ দীর্ঘফোঁটা করিতে হয়।

নাসিকার মূলদেশ হইতে প্রাদেশপ্রমাণ মস্তকভাগান্তে যে কেশগুচ্ছ ধারণ করিতে হয় তাহার দক্ষিণাংশস্থিত কেশের নাম শিখা এবং বামাংশস্থিত কেশের নাম ঝুটিকা। গায়ত্রী পাঠ (১) পূর্ব্বক প্রথমে শিখা বন্ধন করিয়া পশ্চাৎ ঝুটিকা বন্ধন করিতে হয়। তৎপরে চন্দন বা মৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক করিতে হয়। যথা—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা কুর্য্যাত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা সদা।
তিলকং বৈ দ্বিজঃ কুর্য্যাচ্চন্দনেন যদৃচ্ছয়া॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

মৃত্তিকা দ্বারা (২) ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র এবং চন্দনের দ্বারা যদৃচ্ছা তিলক ধারণ করা যাইতে পারে।

---

(১) গায়ত্র্যাতু শিখাং বদ্ধা নৈঋত্যাং ব্রহ্মঃরন্ধ্রতঃ।
ঝুটিকাঞ্চ ততো বদ্ধা ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ॥

ব্রহ্মপুরাণ।

শিখা মোচন করিতে হইলে এইমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মোচন করিতে হইবে।

ওঁ গচ্ছন্তু সকলাদেবা ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠ ত্বমচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্॥

(২) ত্রিপুণ্ড্র মূর্দ্ধ পুণ্ড্রঞ্চ যদা কুর্য্যাদ্বিজোত্তমঃ।
গঙ্গা মৃদাগ্নি হোত্রোথ ভস্মনা বা স মুক্তিভাক॥

শাশ্বত তন্ত্রম্।

স্নানের পর মৃত্তিকা দ্বারা এবং হোমের পর ভস্মদ্বারা তিলক করিতে হয়। যথা—

মৃত্তিকাতিলকং কুর্য্যাৎ স্নাত্বা হুত্বা চ ভস্মনা।
দৃষ্ট দোষ বিঘাতার্থং চাণ্ডালাস্ত্যাদি দর্শনে॥

মহাভারত।

এ সকল অভাবে জল দ্বারাও তিলক ধারণ হইতে পারে। যথা—

অভাবে তুদকেনাপি পিতৃ দৈবত মর্চ্চয়েৎ।

উশনা।

জলে স্থিতঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন জলেন তিলকং চরেৎ।

আহ্নিক তত্ত্বম্।

ব্রাহ্মণগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিহীন হইয়া জপ যজ্ঞ দান তপস্যা সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলে সমস্তই নিষ্ফল (৩) হয়। যথা—

গো প্রদানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায় পিতৃতর্পণম্।
ভস্মীভবতি তৎ সর্ব্বমূর্দ্ধ পুণ্ড্রং বিনা কৃতম্॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

তপঃ হোম গোদান স্বাধ্যায় পিতৃতর্পণ ইত্যাদি কার্য্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ব্যতীত করিলে ভস্মীভূত হয়।

কোন মতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের পরিবর্ত্তে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবার বিধি আছে।

ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা কুর্য্যাৎ যাং কিঞ্চিদ্ বৈদিকং ক্রিয়াম্।
সা নিষ্ফলা ভবেদ্দেবি ব্রহ্মণাপি কৃতা যদি॥

স্কন্দ পুরাণ।

সাক্ষাৎ ব্রহ্মা যদি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া কোন বৈদিক কার্য্য করেন তাহা হইলে তাহাও নিষ্ফল হয়।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করে সে চণ্ডাল সদৃশ তাহার মুখ দর্শন করিতে নাই। যদি দৈবাৎ মুখ দর্শন হয় তবে সূর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

নাসিকাস্ত ললাটোর্দ্ধে কেশ পর্য্যন্ত সচ্ছিদ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিতে হয়। অর্থাৎ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের দুইপার্শ্বে দুইটী রেখার ন্যায় করিতে হয় এবং মধ্যস্থলে ফাক রাখিতে হয়। যথা—

---

(৩) বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা শাক্তো বা সৌর এব বা।
ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা পূজাং কুর্ব্বাণো যাত্যধো গতিম্॥

কূর্ম্ম পুরাণ।

বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত অথবা শৈব যে কোন ব্যক্তি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া জপ পূজাদি করিবেন, তাঁহার অধোগতি হইবে।

শিব পূজাকালে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিতেই হইবে। যথা—

বিনা ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষ মালয়া।
পূজিতোঽপি মহাদেবো ন স্যাত্তস্য ফল প্রদঃ॥

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র।

ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র তিলক এবং রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ ব্যতীত যে ব্যক্তি শিব পূজা করে তাহার বৃথা পণ্ডশ্রম করাহয়।

নাসিকা কেশ পর্য্যন্ত মূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে।
মধ্যে ছিদ্রন্তু কর্ত্তব্যং তচ্ছিদ্রং হরিমন্দিরম্॥

মৎস্য সূক্তম্।

নাসিকা হইতে কেশ পর্য্যন্ত উৰ্দ্ধপুণ্ড্র করিতে হয় এবং উহার মধ্যভাগে ছিদ্র (৪) ·খতে হয়, ঐ ছিদ্রকে হরিমন্দির বলিয়া থাকে। অঙ্গুলিদ্বারা তিলক করিতে কিন্তু যাহাতে নখস্পর্শ না হয় এরূপ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ঙ্গুল পরিমিত (৫) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নবাঙ্গুল পরিমিত মধ্যম এবং অষ্টাঙ্গুল পরিমিত অধম ·য়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পুষ্টিকামী ব্যক্তি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, মুক্তিকামী ব্যক্তি তর্জ্জনী দ্বারা, আয়ুষ্কামী ব্যক্তি ·মাঙ্গুলি দ্বারা এবং অর্থকামী ব্যক্তি অনামিকা দ্বারা (৬) তিলক ধারণ করিবে।

ললাট ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গেও তিলক ধারণ করিবার বিধি আছে। যথা—

শিরঃকণ্ঠে ললাটেচ বাহ্বোশ্চহৃদয়ে তথা।
নাভৌ পৃষ্ঠে প্রদাতব্যং পার্শ্বয়োশ্চ দ্বয়োর্দ্বয়ো॥

ব্যাসঃ।

---

(৪) অচ্ছিদ্র মূৰ্দ্ধ পুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো নসংশয়॥

পদ্ম পুরাণম্।

ছিদ্র বিহীন উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে ললাটে কুক্কুর পদ ধারণ করা হয়।

(৫) দশাঙ্গুল প্রমাণন্তু উত্তমোত্তম মুচ্যতে।
নবাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাদষ্টাঙ্গুল মতঃ পরম্॥
এতৈরঙ্গুলি ভেদৈস্তু কারয়েন্ন নখং স্পৃশেৎ॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণম্।

(৬) অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তো মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অনামিকার্থদা নিত্যং মুক্তিদা চ প্রদেশিনী॥

ব্রহ্ম পুরাণম্।

ভালে দীপশিখাকারং বাহুভ্যাং বিল্বপত্র বৎ।
হৃদয়ে কমলাকারং গ্রীবায়াঞ্চন্দ্র মুদ্দিশেৎ॥

মৎস্য সূক্তম্।

ললাটে যে উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিতে হয় তাহার আকৃতি দীপ শিখার ন্যায় হওয়া বশ্যক। বাহুদ্বয়ে বিল্বপত্রের মত অঙ্কিত করিতে হয়, হৃদ্দেশে পদ্ম পুষ্পের মত, বং কণ্ঠেতে চন্দ্রাকৃতি তিলক ধারণ বিধেয়।

ব্রাহ্মণগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিহীন হইয়া জপ যজ্ঞ দান তপস্যা সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলে সমস্তই নিষ্ফল (৩) হয়। যথা—

গো প্রদানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায় পিতৃতর্পণম্।
ভস্মীভবতি তৎ সর্ব্বমূর্দ্ধ পুণ্ড্রং বিনা কৃতম্॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

তপঃ হোম গোদান স্বাধ্যায় পিতৃতর্পণ ইত্যাদি কার্য্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ব্যতীত করিলে ভস্মীভূত হয়।

কোন মতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের পরিবর্ত্তে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবার বিধি আছে।

ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা কুর্য্যাৎ যাং কিঞ্চিদ্ বৈদিকং ক্রিয়াম্।
সা নিষ্ফলা ভবেদ্দেবি ব্রহ্মণাপি কৃতা যদি॥

স্কন্দ পুরাণ।

সাক্ষাৎ ব্রহ্মা যদি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া কোন বৈদিক কার্য্য করেন তাহা হইলে তাহাও নিষ্ফল হয়।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করে সে চণ্ডাল সদৃশ তাহার মুখ দর্শন করিতে নাই। যদি দৈবাৎ মুখ দর্শন হয় তবে সূর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

নাসিকাস্ত ললাটোর্দ্ধে কেশ পর্য্যস্ত সচ্ছিদ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিতে হয়। অর্থাৎ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের দুইপার্শ্বে দুইটী রেখার ন্যায় করিতে হয় এবং মধ্যস্থলে ফাক রাখিতে হয়। যথা—

---

(৩) বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা শাক্তো বা সৌর এব বা।
ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা পূজাং কুর্ব্বাণো যাত্যধো গতিম্॥

কূর্ম্ম পুরাণ।

বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত অথবা শৈব যে কোন ব্যক্তি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া জপ পূজাদি করিবেন, তাঁহার অধোগতি হইবে।

শিব পূজাকালে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিতেই হইবে। যথা—

বিনা ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষ মালয়া।
পূজিতোঽপি মহাদেবো ন স্যাত্তস্য ফল প্রদঃ॥

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র।

ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র তিলক এবং রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ ব্যতীত যে ব্যক্তি শিব পূজা করে তাহার বৃথা পণ্ডশ্রম করাহয়।

নাসিকা কেশ পর্য্যন্ত মূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে।
মধ্যে ছিদ্রন্তু কর্ত্তব্যং তচ্ছিদ্রং হরিমন্দিরম্॥

মৎস্য সূক্তম্।

নাসিকা হইতে কেশ পর্য্যন্ত উর্দ্ধপুণ্ড্র করিতে হয় এবং উহার মধ্যভাগে ছিদ্র (৪) রাখিতে হয়, ঐ ছিদ্রকে হরিমন্দির বলিয়া থাকে। অঙ্গুলিদ্বারা তিলক করিতে হয় কিন্তু যাহাতে নখস্পর্শ না হয় এরূপ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক দশাঙ্গুল পরিমিত (৫) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নবাঙ্গুল পরিমিত মধ্যম এবং অষ্টাঙ্গুল পরিমিত অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পুষ্টিকামী ব্যক্তি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, মুক্তিকামী ব্যক্তি তর্জ্জনী দ্বারা, আয়ুষ্কামী ব্যক্তি মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা এবং অর্থকামী ব্যক্তি অনামিকা দ্বারা (৬) তিলক ধারণ করিবে।

ললাট ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গেও তিলক ধারণ করিবার বিধি আছে। যথা—

শিরঃকণ্ঠে ললাটেচ বাহ্বোশ্চহৃদয়ে তথা।
নাভৌ পৃষ্ঠে প্রদাতব্যং পার্শ্বয়োশ্চ দ্বয়োর্দ্বয়ো॥

ব্যাসঃ।

---

(৪) অচ্ছিদ্র মূর্দ্ধ পুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো নসংশয়॥

পদ্ম পুরাণম্।

ছিদ্র বিহীন উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে ললাটে কুক্কুর পদ ধারণ করা হয়।

(৫) দশাঙ্গুল প্রমাণন্তু উত্তমোত্তম মুচ্যতে।
নবাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাদষ্টাঙ্গুল মতঃ পরম্॥
এতৈরঙ্গুলি ভেদৈস্তু কারয়েন্ন নখং স্পৃশেৎ॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণম্।

(৬) অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তো মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অনামিকার্থদা নিত্যং মুক্তিদা চ প্রদেশিনী॥

ব্রহ্ম পুরাণম্।

ভালে দীপশিখাকারং বাহুভ্যাং বিল্বপত্র বৎ।
হৃদয়ে কমলাকারং গ্রীবায়াঞ্চন্দ্র মুদ্দিশেৎ॥

মৎস্য সূক্তম্।

ললাটে যে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিতে হয় তাহার আকৃতি দীপ শিখার ন্যায় হওয়া আবশ্যক। বাহুদ্বয়ে বিল্বপত্রের মত অঙ্কিত করিতে হয়, হৃদ্দেশে পদ্ম পুষ্পের মত, এবং কণ্ঠেতে চন্দ্রাকৃতি তিলক ধারণ বিধেয়।

শিরদেশে, কণ্ঠে, ললাটে, বাহুদ্বয়ে, হৃদয়ে, নাভিতে, পৃষ্ঠদেশে, পার্শ্বদ্বয়ে এবং কর্ণেদ্বয়ে তিলক ধারণ করিতে হয়।

তিলক ধারণ মন্ত্র।

"কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্য মায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু॥"

চন্দন ধারণ মন্ত্র।

"কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখ্যং সৌভাগ্য মতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্॥"

এই মন্ত্রগুলিন পাঠ পূর্ব্বক তিলক চন্দনাদি ধারণ করিতে হয়।

ইতি শিখা ও তিলক ধারণ বিধি সমাপ্ত।

তর্পণ বিধি।

তর্পণঞ্চ শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকো দ্বিজঃ।
দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমম্॥

শাতাতপঃ।

প্রতি দিবসেই স্নান পূর্ব্বক শুচি হইয়া ব্রাহ্মণগণ যথাক্রমে দেবোদ্দেশে ঋষি-রুদ্দেশে এবং পিতৃ উদ্দেশে তর্পণ (১) করিবেন।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নান মিষ্যতে।
তর্পণন্তু ভবেত্তস্য অঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতং।

নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে স্নান তিন প্রকার হওয়াতে তাহার অঙ্গস্বরূপ তর্পণও নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে তিন প্রকার।

---

(১) নাস্তিক্য ভাবাদ্যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ সুতঃ।
পিবন্তি দেহ নিস্রাবং পিতরো বৈ জলার্থীনঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য।

যে ব্যক্তি নাস্তিক্য বুদ্ধি বশতঃ তর্পণ না করে তাহার জলার্থী পিতৃপুরুষগণ তাহার দেহ নিস্রাব (রুধির) পান করিয়া থাকেন।

তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎ পিতুস্তৎ পিতুশ্চাপি নাম গোত্রাদি পূর্ব্বকং॥

বিধবা নারী প্রত্যহ কুশ তিলোদক দ্বারা ভর্ত্তৃতর্পণ এবং তাঁহার পিতার পিতামহের নাম গোত্রাদি উল্লেখ পূর্ব্বক তর্পণ করিবেক। অর্থাৎ শ্বশুর ও আর্য্যশ্বশুর উদ্দেশে তর্পণ করিবেক।

যবাদ্ভি স্তর্পয়েদ্দেবান্ সতিলাদ্ভিঃ পিতৄং স্তথা।

যবোদক দ্বারা দেব তর্পণ এবং তিলোদক দ্বারা পিতৃ তর্পণ করিবে।

সংক্রান্তি, রাত্রি, সপ্তমী, রবিবার, শুক্রবার, শ্রাদ্ধ দিবস এবং জন্মদিবস, এই সকল দিবসে তিলদ্বারা তর্পণ করিবে না (২)। কিন্তু বিষুব মহাবিষুব সংক্রান্তিতে গ্রহণকালে, অগ্নিকার্য্যে অর্থাৎ মৃতসৎকারে তিলদ্বারা তর্পণ করিতে পারিবে।

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যঞ্চ দক্ষিণ স্যেতরাৎ করাৎ।
তিলান্ গৃহীত্বা পাত্র স্থান্ ধ্যায়ন্ সন্তর্পয়েৎ পিতৄন॥

নারদীয়ে।

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে এবং অনামিকা দ্বারা বাম হস্ত হইতে তিল গ্রহণ করিয়া ধ্যান পূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ করিবে।

---

(২) সংক্রান্ত্যাং নিশি সপ্তম্যাং রবি শুক্রদিনে তথা।
শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব ন কুর্য্যাত্তিল তর্পণং॥

মৎস পুরাণ।

অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষু চ।
উপাকর্ম্মনি চোৎসর্গে যুগাদৌ মৃতবাসরে।
সূর্য্য শুক্রাদি বারে পি ন দোষ স্তিল তর্পণে॥

প্রতি প্রসবস্মৃতি॥

তীর্থে তিথি বিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেত পক্ষকে।
নিষিদ্ধেঽপি দিনে কুর্য্যাত্তর্পণং তিল মিশ্রিতং॥

মদন পারিজাতঃ।

তীর্থে তিথি বিশেষে এবং গঙ্গাতে ও প্রেত পক্ষে নিষিদ্ধ দিবসেও তিল দ্বারা তর্পণ করিবে।

তিলানামপ্য ভাবে তু সুবর্ণ রজতান্বিতং।
তদভাবে নিষিঞ্চেত দর্ভৈর্মন্ত্রেণ চাপ্যথ॥

তিলের অভাবে সুবর্ণ রজতান্বিত জল দ্বারা তদভাবে দর্ভযুক্ত জল দ্বারা মন্ত্রপূর্ব্বক তর্পণ করিবে।

বৈদিক তর্পণানুষ্ঠানম্।

তত্র প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য প্রাগগ্রান্ কুশানাস্তীর্য্য দক্ষিণহস্তে যবান গৃহীত্বা—গৃৎসমদ ঋষির্বিশ্বে দেবা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নি ষ্টোমে বৈশ্বদেব গ্রহণে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র যথা—

বিশ্বেদেবা স আগত শৃণুতাম ম ইমং হবং ইদং বর্হি র্নিষীদত।

এবং মন্ত্রবিৎ যবান্ বিকীর্য্য বদ্ধাঞ্জলিঃ—

অহোরাত্র ঋষির্ব্বিশ্বেদেবা দেবতা ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ সর্ব্বমেধে বৈশ্বদেব গ্রহ গ্রহণে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র যথা—

ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং যে মে অন্তরীক্ষে য উপদ্যবিষ্ঠ যে অগ্নিজিহ্বা উতবা যজত্রা আসাদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্।

এবং মন্ত্রং পঠিত্বা প্রাগগ্রান্ কুশানাস্তীর্য্য তদুপরি বাম হস্তান্বারব্ধেন দক্ষিণ হস্তেন ঋজুকুশাগ্রেণ দেবতীর্থে যবোদকেন বেদাশ্ছন্দাংসি দেবা ঋষয় পুরাণাচার্য্যাঃ গন্ধর্ব্বাঃ ইতরে আচার্য্যা মনুষ্যাঃ কলাঃ কাষ্ঠা নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্র। অর্দ্ধমাসা মাসাঃ ঋতবঃ সম্বৎসরাঃ সাবয়বা ইতি প্রত্যেকং তৃপ্যতামিতি ক্রিয়াপদং দত্বা। ওঁ বেদাস্তৃপ্যন্তাং ওঁ ছন্দাংসি তৃপন্তাং ইত্যাদি বাক্যেন তর্পণং কুর্য্যাৎ।

ততো নিবীতী উদঙ্মুখঃ কুশ মধ্যেন মনুষ্য তীর্থেন যবোদকেন উত্তরাগ্র কুশোপরি সনকঃ সনন্দঃ সনাতনঃ কপিলঃ আসুরিঃ বোঢ়ু পঞ্চশিখ ইতত্র প্রত্যেকং তৃপ্যতামিতি ত্রিয়াপদং দত্বা সপ্ত মনুষ্য তর্পণং কুর্য্যাৎ।

ততো প্রচীনাবীতী দক্ষিণামুখো ভগ্ন কুশেন পিতৃতীর্থেন তিলোদকেন দক্ষিণাগ্রকুশোপরি—ওঁ কব্যবাল স্তৃপ্যতাং ক্রমে নল, সোম, যম, অর্য্যমা এবং ওঁ অগ্নিষাত্তাস্তৃপন্তাং ক্রমে সোম, বর্হিষদ ইতি দিব্যপিতৃ তর্পণং কুর্য্যাৎ।

ততো অনেনৈব বিধানেন—নারাশর্য্যঃ. পারাশর্য্য, শুকঃ, শকল্যঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ জাতুকর্ণঃ, কাত্যায়নঃ, আপস্তম্বঃ, বৌধায়নঃ, বাচংযমী, বৈজবাপী, জুহ্বষঃ, লোকাক্ষিঃ, মৈত্রায়নিঃ, ঐন্দ্রায়নিঃ ইত্যত্র প্রত্যেকং তৃপ্যতামিতি ক্রিয়াপদং প্রদায় পাঞ্চদশঋষি তর্পণং কুর্য্যাৎ।

ততোঽনেনৈবক্রমেণ—যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায়চ। বৈবস্বতায়, কালায়, সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥ ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈনমঃ। ওঁ যমায় নম ইত্যাদি বাক্যেন প্রত্যেকং ত্রীন্ ত্রীন্ জলাঞ্জলীন দত্বা তর্পণং কুর্য্যাৎ।

ততস্তিলান গৃহীত্বা—শঙ্খঋষি রণুষ্টুপ্ছন্দঃ পিতরো দেবতা সৌত্রামণ্যামুপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উশন্তস্তা নিধীমহ্যশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৃন হবিষে অত্তবে।

এতং মন্ত্রং পঠিত্বা তিলান্ বিকীর্য্য বদ্ধাঞ্জলিঃ।—

শঙ্খঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ পিতরোদেবতা সৌত্রামণ্যামগ্নুপ স্থানে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র যথা—আয়ান্তনঃ পিতরঃ সোম্যা সোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দ্দেব যানৈঃ। অস্মিন যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধি ব্রুবন্ত তেঽবন্ত স্মান্।

অনেন মন্ত্রেণ পিতৃনাবাহ্য—প্রজাপতিঋষি রাপো দেবতা বিরাট ছন্দঃ পিণ্ড পিতৃযজ্ঞে পিণ্ড সেচনে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্রোযথা—উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৃন।

এতন্মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বকম্—ওঁ অদ্যামুক গোত্র পিতরমুকশর্ম্মন্নে তস্তে তিলোদকং স্বধা ইতি পিতুর্জ্জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ। এবং পিতামহ প্রপিতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ প্রত্যেকং জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ।

ওঁ অদ্যামুকগোত্রে মন্মাতঃ অমুকদেবি এতত্তে তিলোদকং স্বধা ইতি মাতুস্তর্পণং কুর্য্যাৎ। এবং মান্মাতৃ সপত্নি মৎ পিতামহি মৎ প্রপিতামহি মন্মাতামহি মৎ প্রমাতামহি মদ্‌বৃদ্ধ প্রমাতামহি ইতি সম্বোধ্য প্রত্যেকেকৈকাঞ্জলিনা তর্পণং কুর্য্যাৎ।

পৌরাণিক তর্পনানুষ্ঠানে বৈদিক তর্পণের অনেকাংশ বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে এজন্য এস্থলে আর বিশেষ বিস্তার করিলাম না।

ইতি বৈদিক তর্পণম্ সমাপ্ত।

পৌরাণিক তর্পণ প্রয়োগঃ।

প্রথমতঃ আচমনানন্তর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া দক্ষিণ স্কন্ধের উপরিভাগ হইতে বাম কক্ষ ভাগ দিয়া উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক "কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা" মন্ত্রটী পাঠ করিবে। যথা—

কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গা প্রভাস পুষ্করা নি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণ কালে ভবন্তিহ॥

এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া পূর্ব্বাস্য হইবে পরে উপাবীতি হইয়া অর্থাৎ উত্তরীয় বস্ত্র ফিরাইয়া বাম স্কন্ধের উর্দ্ধে ও দক্ষিণ কক্ষাশ্রিত করিয়া দেব তর্পণ করিবে। দেব তর্পণে দেবতীর্থ দ্বারা অর্থাৎ তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলি ত্রয়ের অগ্রভাগের নাম দেবতীর্থ, এই অঙ্গুলিত্রয় একত্রীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল দেবতাদিগকে প্রদান করিবে।

দেব তর্পণ মন্ত্র।

যথা—ওঁ ব্রহ্মাতৃপ্যতাং, ওঁ বিষ্ণু স্তৃপ্যতাং, ওঁ রুদ্র স্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রজাপতি-স্তৃপ্যতাং।

এইরূপ দেবতাদিগকে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবে এবং অঞ্জলি অঞ্জলি জল দিতে থাকিবে। মন্ত্র যথা—

* ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সর সোঽ সুরা।
ক্রুরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারা স্তথৈবাকাশ গামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈ তদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

এইরূপে দেব তর্পণ করিয়া উত্তরাস্য হইতে হইবে। সামবেদী ব্রাহ্মণ পশ্চিমাস্য হইবেন। তৎপরে নিবীতি হইয়া অর্থাৎ উত্তরীয় বস্ত্র ফিরাইয়া মালার ন্যায় ধারণ করিয়া কায় তীর্থ দ্বারা দুই দুই অঞ্জলি জল ক্রোড়াভিমুখে প্রদান পূর্ব্বক মুনিগণের তর্পণ করিবে। দক্ষিণ হস্তের নাম কায়তীর্থ উহার দ্বারা মুনিদিগকে দুই দুই অঞ্জলি জল প্রদান করিবে।

মুণি তর্পণ মন্ত্র।

যথা—ওঁ সনক স্তৃপ্যতাং, ওঁ সনন্দ স্তৃপ্যতাং, ওঁ সনাতন স্তৃপ্যতাং, ওঁ কপিল স্তৃপ্যতাং, ওঁ আসুরি স্তৃপ্যতাং, ওঁ বোঢ়ু স্তৃপ্যতাং, ওঁ পঞ্চ শিখ স্তৃপ্যতাম্।

মুনি তর্পণে প্রত্যেককে দুই দুই অঞ্জলি জল না দিয়া এই মন্ত্রটী পাঠ পূর্ব্বক দুই অঞ্জলি জল প্রদান করিলেও কার্য্যসিদ্ধি হয়। যথা—

---

* এই মন্ত্র শূদ্র ভিন্ন অন্য তিন বর্ণ পাঠ করিবেন। শূদ্রের পক্ষে এই মন্ত্র ব্রাহ্মণে পাঠ করিতে থাকিবে এবং শূদ্র তর্পণকর্ত্তা কেবল নমঃ নমঃ ইত্যাকার উচ্চারণ করিতে করিতে অঞ্জলি অঞ্জলি জল দিতে থাকিবে।

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বেতে তৃপ্তিমায়াস্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।

মুনিতর্পণের পর পূর্ব্বাস্য ও উপবিতী হইয়া অর্থাৎ সাধারণ উত্তরীয় করিয়া দেব তীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক ঋষিদিগের তর্পণ করিতে হইবে।

ঋষি তর্পণ মন্ত্র।

যথা—ওঁ মরীচি স্তৃপ্যতাম্, ওঁ অত্রি স্তৃপ্যতাম্, ওঁ অঙ্গিরা স্তৃপ্যতাম্, ওঁ পুলস্ত্য স্তৃপ্যতাম্, ওঁ পুলহ স্তৃপ্যতাম্, ওঁ ক্রতু স্তৃপ্যতাম্, ওঁ প্রচেতা স্তৃপ্যতাম্, ওঁ বশিষ্ঠ স্তৃপ্যতাম্, ওঁ ভৃগু স্তৃপ্যতাম্, ওঁ নারদ স্তৃপ্যতাম্।

তৎপরে দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া অর্থাৎ উত্তরীয় বস্ত্র দক্ষিণ স্কন্ধোপবিভাগ হইতে নিম্নে বাম কক্ষাশ্রিত করিয়া অর্থাৎ বিপরীত উত্তরীয় করিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক দিব্য পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে।

দিব্য পিতৃ তর্পণ মন্ত্র।

যথা—(১) ওঁ অগ্নিস্বাত্তাঃ স্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিলোগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা *।
(২) ওঁ সৌম্যা স্তৃপ্যন্তা মেতৎ সতিলোগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
(৩) ওঁ হবিষ্মন্ত স্তৃপ্যন্তা মেতৎ " ঐ "
(৪) ওঁ উষ্মপা স্তৃপ্যন্তা মেতৎ " ঐ "
(৫) ওঁ সুকলিন স্তৃপ্যন্তা মেতৎ " ঐ "
(৬) ওঁ বর্হিষদ স্তৃপ্যন্তা মেতৎ " ঐ "
(৭) ওঁ আজ্যপা স্তৃপ্যন্তা মেতৎ " ঐ "

এইরূপ তর্পণানন্তর উক্ত অবস্থাতেই পিতৃতীর্থ দ্বারা যমতর্পণ করিতে হইবে।

---

* তিল বর্জ্জিত সাধারণ জলে তর্পণ করিতে হইলে—" এতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা " তিলযুক্ত হইলে—এতৎ " সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা, " তিল বর্জ্জিত গঙ্গাজলে তর্পণ করিতে হইলে—" এতৎ গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা, " তিল যুক্ত গঙ্গাজল হইলে—এতৎ " সতিলোগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা " বলিয়া তর্পণ করিতে হইবে।

ঋগ্বেদিগণ তৃপ্যন্তাম্ স্থলে তৃপ্যন্তু বলিবেন। শূদ্রগণ প্রণব ও স্বধা স্থলে নমঃ ইত্যাকার উচ্চারণ মাত্র করিবে।

যম তর্পণ মন্ত্র।

যথা—ওঁ যমায় নমঃ। ওঁ ধর্ম্মরাজায় নমঃ। ওঁ মৃত্যবে নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ। ওঁ কালায় নমঃ। ওঁ সর্ব্বভূতক্ষয়ায় নমঃ। ওঁ ঔড়ুম্বরায় নমঃ। ওঁ দধ্নায় নমঃ। ওঁ নীলায় নমঃ। ওঁ পরমেষ্ঠিনে নমঃ। ওঁ বৃকোদরায় নমঃ। ওঁ চিত্রায় নমঃ। ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ।

এই রূপ প্রত্যেককে অঞ্জলি অঞ্জলি জল না দিয়া এই মন্ত্রটী পাঠ পূর্ব্বক তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিলেও কার্য্য সিদ্ধি হয়। যথা—

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্ব ভূত ক্ষয়ায় চ॥
উড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

যম তর্পণের পর ঐরূপ দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী অবস্থায় থাকিয়া পিতৃতীর্থদ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে। পিতৃতর্পণ সাম, যজু ও ঋক্ ভেদে তিন প্রকার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। যিনি যে বেদগামী তিনি তদনুসারে তর্পণ করিবেন।

ঋগ্বেদীয় পিতৃ তর্পণ ব্যবস্থা।

প্রথমতঃ পিতৃগণকে আবাহন করিতে হয়। আবাহন মন্ত্র যথা—

ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিম্।

আবাহনানন্তর তিন তিন অঞ্জলী জল দিয়া প্রথমে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের তর্পণ করিয়া মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহীর তর্পণ করিবে পরে মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের তর্পণ করিয়া পরে মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধ প্রমাতামহীর তর্পণ করিবে।

তর্পণ মন্ত্র।

পিতা।—অমুক গোত্রং পিতরং অমুক দেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলো গঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।

তিনবার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। ঐ রূপ পিতামহের স্থলে পিতামহং, ক্রমান্বয়ে প্রপিতামহং, মাতামহং, প্রমাতামহং, বৃদ্ধ প্রমাতামহং বলিয়া উল্লেখ করিবে।

মাতা।—অমুক গোত্রাং মাতরং অমুক দেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলো গঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ।

ঐরূপ মন্ত্রে পিতামহী স্থলে পিতামহীং ক্রমান্বয়ে প্রপিতামহীং, মাতামহীং, প্রমাতামহীং, বৃদ্ধ প্রমাতামহীং বলিয়া উল্লেখ করিবে।

মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধ প্রমাতামহী ভিন্ন সকলকেই তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে।

যজুর্ব্বেদী পিতৃতর্পণ ব্যবস্থা।

যজুর্ব্বেদিগণ প্রথমে ঋষ্যাদি (১) স্মরণ পূর্ব্বক "উশন্তস্ত্বা" মন্ত্র (২) পাঠ করিয়া অগ্রে তিল বিকীর্ণ করিবেন পরে পুনরায় ঋষ্যাদি (৩) স্মরণ পূর্ব্বক "আয়ান্তনঃ" মন্ত্রের দ্বারা পিতৃগণকে আবাহন (৪) করিয়া তর্পণ করিবেন।

তর্পণ মন্ত্র।

পিতা।—অমুক গোত্র পিতর অমুক দেবশর্ম্মং তৃপ্যস্বৈ তত্তে সতিলো গঙ্গোদকং স্বধা।

এই রূপ মন্ত্রের দ্বারা পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহের তর্পণ তিন তিন অঞ্জলি জল দিয়া করিবেন।

মাতা।—অমুক গোত্রে মাতর অমুকী দেবি তৃপ্যস্বৈ তত্তে সতিলো গঙ্গোদকং স্বধা।

ঐরূপ মন্ত্রে পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহীর তর্পণ করিবেন। মাতামহী প্রভৃতিকে এক এক অঞ্জলি তদ্ভিন্ন সকলকেই তিন তিন অঞ্জলি জল দিবেন।

সামবেদীয় তর্পণ ব্যবস্থা।

প্রথমতঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পিতৃগণকে আহ্বান করিতে হইবে।

আবাহন মন্ত্র।

যথা—ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিম্।

---

(১) ঋষ্যাদি।

শঙ্খ ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ পিতরো দেবতা সৌত্রামণ্যামুপস্থানে বিনিয়োগঃ।

(২) মন্ত্র।

ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে।

(৩) ঋষ্যাদি।

শঙ্খঋষি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পিতরো দেবতা সৌত্রামণ্যামগ্ন্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ।

(৪) আবাহন মন্ত্র।

ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সৌম্যা সোঽগ্নি ষ্বাত্তাঃ পথিভির্দ্দেবযানৈঃ।

অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্দোঽধি ব্রুবন্তু তে হবস্মান॥

এই আবাহন মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রথমে পিতৃগণের পরে মাতৃগণের তর্পণ করিবেন।

তর্পণ মন্ত্র।

পিতা।—অমুক গোত্রঃ পিতা অমুক দেবশর্ম্মা তৃপ্যতা মেতৎ সতিলো গঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।

এই মন্ত্রে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের তর্পণ তিন তিন অঞ্জলি জল দিয়া করিবেন।

মাতা।—অমুক গোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতা মেতৎ সতিলো গঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা।

এই মন্ত্রে পিতামহী, প্রপিতামহী. মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধ প্রমাতামহীর তর্পণ করিবেন। পিতামহী ও প্রপিতামহীকে তিন তিন অঞ্জলি জল এবং মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধ প্রমাতামহীকে এক এক অঞ্জলি জল দিবেন।

এই রূপে নিত্য তর্পণ সমাপণ করিয়া সমর্থ হইলে কাম্য তর্পণ করা বিধেয়।

কাম্য তর্পণ।

পিতৃ তর্পণের ন্যায় প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণাস্য হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া পত্নী, পুত্র, ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল, দুহিতা, ভগিনী, দৌহিত্র, ভাগিনেয়, পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, গুরু, গুরুপত্নী, বান্ধব, জ্ঞাতিবন্ধু এবং মিত্রাদিকে এক এক অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিবেন।

কাম্য তর্পণে অশক্ত হইলে পূর্ব্বাস্য ও উপবীতী হইয়া দেবতীর্থদ্বারা এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল দিবেন। যথা—

ওঁ দেবাসুরাস্তথা যক্ষা নাগা গন্ধর্ব্ব রক্ষসাঃ (কিন্নরা)।
পিশাচা গুহ্যকাঃ সিদ্ধাঃ কুষ্মাণ্ডাস্তরবঃ খগাঃ॥
জলেচরা ভূমিলয়া বায়্বাহারাশ্চ জন্তবঃ।
প্রীতিমেতে প্রয়ান্ত্বাশু মদ্দত্তেনাম্বুনাখিলাঃ॥

তৎপরে দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা একাঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তেষা মাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

নিত্য বা কাম্য উভয় তর্পণান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিয়া একাঞ্জলি জল প্রদান করিবেন।

মন্ত্র। যথা—

ওঁ যে বান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্য জন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥

তদন্তে ভূমিতে একাঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক অগ্নি দগ্ধার তর্পণ করিতে হইবে।

অগ্নিদগ্ধা তর্পণ মন্ত্র। যথা—

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্য দগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥

তৎপরে বস্ত্র নিষ্পীড়নোদক দ্বারা স্বগোত্রীয় অপুত্রক ব্যক্তির তর্পণ করিবেন। অর্থাৎ উপরোক্ত সকল প্রকার তর্পণান্তে স্নানবস্ত্র উত্তম রূপে ধৌত করিয়া স্থলে উঠিয়া বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবার সময় নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবেন।

মন্ত্র। যথা—

ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়াদত্তং বস্ত্র নিষ্পীড়নোদকম্॥

তৎপরে নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী পাঠ পূর্ব্বক পিতৃদেবগণকে প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র। যথা—

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

পিতৃচরণেভ্যো নমঃ।

প্রণামান্তে করদ্বয় মিলন করিয়া অর্থাৎ জোড় হাত করিয়া—

"ওঁ অদ্য কৃতৈতৎ তর্পণ কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" মন্ত্রটী পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ পূর্ব্বক—অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ তর্পণ কর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমণায় শ্রীবিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে।

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জল ত্যাগ করিয়া দশ বার শ্রীবিষ্ণু নাম জপ করিবেন।

বিস্তারিত তর্পণে অসমর্থ হইলে সংক্ষেপ তর্পণ করিবেন।

সংক্ষেপ তর্পণ বিধি।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচিনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিন অঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

সংক্ষেপ তর্পণ মন্ত্র। যথা—

আব্রহ্ম ভুবনালোকা দেবর্ষি পিতৃ মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ মাতামহোদয়ঃ॥
অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসীনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥

অতি সংক্ষেপ মন্ত্র। যথা—

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং জগতৃপ্যতু।

ইতি পৌরাণিক তর্পণ বিধি সমাপ্ত।

তান্ত্রিক তর্পণানুষ্ঠানম্।

দেবান্ ঋষীন্ পিতৃংশ্চৈব তৎকল্পোক্ত বিধানতঃ।
গুরু পঙক্তিং পুরাতর্প্য তর্পয়েদিষ্টদেবতাং॥

দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের বিধি পূর্ব্বক তর্পণ করিয়া গুরু পঙক্তির অর্থাৎ গুরু, পরম গুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্টিগুরুর তর্পণ করিবে তদনন্তর ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবেন।

তর্পণম্ ক্রম্।

ওঁ দেবাং স্তর্পয়ামি, ওঁ ঋষীং স্তর্পয়ামি, ওঁ পিতৃং স্তর্পয়ামি, ওঁ ঐং গুরুং স্তর্পয়ামি, ওঁ পরম গুরুং স্তর্পয়ামি, ওঁ পরাপর গুরুং স্তর্পয়ামি, ওঁ পরমেষ্টি গুরুং স্তর্পয়ামি। তৎপরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীমদমুক দেবতাং স্তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া তর্পণ করিবে।

শক্তি বিষয়ে—শ্রীমদমুক দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা বলিয়া তর্পণ করিবে।

বিষ্ণু বিষয়ে—নারদং স্তর্পয়ামি ইত্যাদিক্রমে পর্ব্বতং, বিষ্ণুং নিশঠ, উদ্ধব, দারক, বিশ্বকসেন, শৈনেয় ও গুরু এই সকলের প্রত্যেকে তর্পয়ামি পদ সংযুক্ত করিয়া তিন তিন বার করিয়া তর্পণ করিবে। তৎপরে মূল মন্ত্র উচ্চরণ করিয়া অমুক দেবতাং সপরিবারং তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবে।

ইষ্ট দেবতার তর্পণ পঞ্চবিংশতিবার, দশবার বা তিনবার করা বিধেয়। তৎপরে ইষ্ট দেবতার পরিবারদিগকে অর্থাৎ আবরণ দেবতাদিগকে এক এক অঞ্জলি জল প্রত্যেকে দিয়া তর্পণ করিবে। ঈশান কোণে ওঁ ঐং শ্রীঅমুকানন্দনাথ ভৈরব স্তৃপ্যতাং, অগ্নিকোণে ওঁ ঐং পরম গুরু শ্রীঅমুকানন্দনাথ ভৈরব স্তৃপ্যতাং ঐরূপ নৈঋতকোণে পরাপর গুরু এবং বায়ুকোণে পরমেষ্ঠি গুরু এবং মধ্যে শ্রীঅমুক দেবতা স্তৃপ্যতাং। পরে এক এক অঞ্জলি জল দিয়া দেবপরিবারের তর্পন করিবে।

ইতি তান্ত্রিক তর্পণ সমাপ্ত।

সন্ধ্যোপাসনা।

স্নাতক দ্বিজ তর্পণান্তে সন্ধ্যা করিবেন। সূর্য্যদেবের উদয়, মধ্য এবং অস্ত এই কালত্রয়কে অহোরাত্র মধ্যে সন্ধি সময় বলে; এই সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সমাগম হয় এবং সমুদায় অসুরগণের সন্ধি অর্থাৎ সম্মিলন হইয়া থাকে, এজন্য এই সময়ে দেবত্রয়ের উপাসনা স্বরূপ সন্ধ্যা করিতে হয়। উদয় কালীন প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, এবং অস্ত কালিন সায়ংসন্ধ্যা। এই কালত্রয়ে ত্রিসন্ধ্যা অবশ্য কর্ত্তব্য; যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাত্রয় উপাসনা না করেন তিনি জীবিত অবস্থায় শূদ্র তুল্য এবং মৃত হইলে কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হন (১)।

সন্ধ্যা উপাসনার বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দুই প্রকার পদ্ধতি আছে তন্মধ্যে বৈদিক সন্ধ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই, তান্ত্রিক সন্ধ্যায় সকল বর্ণেরই অধিকার আছে। যাহারা গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা অবশ্য বৈদিক সন্ধ্যান্তে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবেন। বৈদিক সন্ধ্যা উপনয়ন কালাবধি অভ্যাস করিতে হয় এজন্য উহা

---

(১) অহোরাত্রস্য যঃ সন্ধিঃ সূর্য্য নক্ষত্র বর্জ্জিতঃ।
সা চ সন্ধ্যা সমাখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্ব দর্শিভিঃ॥
দক্ষঃ।

সন্ধ্যাং নোপাসতে যস্তু ব্রাহ্মণোহি বিশেষতঃ।
স জীবন্নেব শূদ্রঃ স্যাৎ মৃতঃ শ্বা চৈব জায়তে॥
দক্ষঃ।

ত্রয়াণাঞ্চৈব দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং সমাগমে।
সন্ধিঃ সর্ব্বাসুরাণাঞ্চ তেন সন্ধ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥
যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

সকলেই আপন আপন বেদ শাখানুযায়ী সন্ধ্যা জ্ঞাত আছেন সুতরাং উহার আর উল্লেখের আবশ্যক নাই। তান্ত্রিক সন্ধ্যা দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য সুতরাং উহাই বর্ণিত হইবে। প্রথমে বৈদিক সন্ধ্যা করিয়া পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে*।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা।

প্রথমতঃ শক্তিবিষয়ে ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা তিনবার জল পান পূর্ব্বক আচমন বিধি অনুসারে মুখাদি স্পর্শ পূর্ব্বক আচমন করিবে। অন্য দেবতা বিষয়ে মন্ত্র ব্যতিরেকে কেবল আচমন মাত্র করিবে। তদনন্তর—গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু। এই মন্ত্রের দ্বারা জলে তীর্থাবাহন করিয়া জল শুদ্ধি করিবে। পরে ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া প্রত্যেকবার মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তত্ত্ব মুদ্রাদ্বারা তিনবার ভূমিতে কুশ দ্বারা ঐ জল নিক্ষেপ করিয়া সপ্তবার মস্তকে জলক্ষেপ করিবে। তদনন্তর মূল মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস¶ করিবে। তদনন্তর বাম করতলে জল রাখিয়া দক্ষিণ করতল দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক হং যং বং লং রং এই পাঁচটী বীজ মন্ত্র দ্বারা ঐ জল তিনবার অভিমন্ত্রিত করিবে, পরে বাম করাঙ্গুলি নিঃসৃত জলবিন্দু প্রতিবার মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা সপ্তবার মস্তকে অভ্যুক্ষণ (স্পর্শ) করিবে। তৎপরে বাম করতলস্থিত জলটুকু দক্ষিণ করতলে গ্রহণ করতঃ ঐ জলকে তেজময় জ্ঞান করিয়া এইরূপ ধ্যান করিবে যেন বাম নাসিকা দ্বার দিয়া ঈড়া নাড়ী দ্বারা ঐ তেজময় জল আকর্ষণ পূর্ব্বক দেহাভ্যন্তরস্থ পাপরাশি ধৌত করা হইল এবং ঐ জল পাপে কলুষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইল পরে ঐ কৃষ্ণবর্ণ জলকে পাপ পুরুষ রূপ জ্ঞান করিয়া পিঙ্গলা নাড়ীদ্বারা দক্ষিণ নাসিকার দ্বার দিয়া নিস্সৃত করিয়া "ফট্" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পাপরূপ কৃষ্ণবর্ণ জলকে বজ্রশিলোপরি নিক্ষেপ করিবে অর্থাৎ যেন পাপ পুরুষকে বজ্রশিলাতে আছড়াইয়া মারা হইল জ্ঞান করিবে এবং দেহ নিষ্পাপ হইয়া পবিত্র হইল এরূপ মনে করিবে।

ইতি তান্ত্রিক সন্ধ্যা সমাপ্ত।

---

* আদৌচ বৈদিকীং সন্ধ্যাং কৃত্বাচাগম সম্মতাং।
সন্ধ্যাং কৃত্বা ততো বীরঃ কুলকোটীঃসমুদ্ধরেৎ॥
বৃহন্নীল তন্ত্র।

¶ আং হৃদয়ায় নমঃ, ঈং সিরসে স্বাহা, ঊং শিখায়ৈ বষট, ঐং কবচায় হুং, ঔং নেত্রত্রায়ায় বৌষট্, অঃ করতল পৃষ্ঠভ্যাং ফট্। আং ঈং ঊং ঐং ঔঁঅঃ এই ছয় দীর্ঘস্বর মূল মন্ত্র যুক্ত করিয়া ঐরূপ ন্যাস করিবে।

সূর্য্যার্ঘ্যং।

সন্ধ্যাকরণানন্তর সূর্য্যোদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। যথা—

অর্ঘ্যং দদ্যাত্তু সূর্য্যায় ত্রিকালেষু যথাক্রমং।
অশক্ত এক কালেঽপি মধ্যাহ্নে তু বিশেষতঃ।
সন্ধ্যা কৃত্বা তু দত্বার্ঘ্যং ততঃ প্রশ্যোদ্দিবাকরং॥

নারসিংহ পুরাণ।

প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়হ্নে সূর্য্য উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহাতে অশক্ত হইলে কেবল মধ্যাহ্নকালে সন্ধ্যাকরণানন্তর অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

অর্ঘ্য প্রদান।

প্রথমে আচমনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে বা অঞ্জলি করিয়া জল গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

বৈদিক মন্ত্রঃ।

নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্ম-দায়িনে ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। বলিয়া জলাঞ্জলি প্রদান করিবে।

তান্ত্রিক মন্ত্রঃ।

সাধারণ—ওঁ হ্রীঁ হংস ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা।

তারা বিষয়ে—ওঁ হ্রীঁ হংস মার্ত্তণ্ড ভৈরবায় প্রকাশ শক্তি সহিতায় ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা।

শ্রীবিদ্যাবিষয়ে—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রাঁ হ্রীঁ সঃ মার্ত্তণ্ড ভৈরবায় প্রকাশ শক্তি সহিতায় গ্রহ রাশি নক্ষত্র তিথি যোগ করণ পরিবার সহিতায় ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা।

স্ত্রী ও শূদ্রেরা—" ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

তৎপরে—"ওঁ সূর্য্য মণ্ডল মধ্যস্থায়ৈ অমুক দেবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা" এই মন্ত্রে ইষ্টদেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বকও অর্ঘ্য দিবার বিধি আছে।

গায়ত্রী জপঃ।

শাস্ত্রে যত দেব দেবীর উল্লেখ আছে, সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গায়ত্রী আছে; তন্মধ্যে যিনি যে দেবতার উপাসক তিনি পদ্ধতি ক্রমে সেই দেবতার গায়ত্রী জপ করিবেন। অর্থাৎ প্রথমে ধ্যান করিয়া পশ্চাৎ জপ করিতে হইবে।

গায়ত্রীর প্রাতঃ ধ্যান।

উদ্যদাদিত্য সংকাশাং পুস্তকাক্ষ করাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিন ধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে॥

মূলাধার পদ্মে এই ধ্যান করিবে।

গায়ত্রীর মধ্যাহ্ন ধ্যান।

শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খ চক্রলসৎকরাং।
গদাপদ্ম ধরাং দেবীং সূর্য্যাসন কৃতাশ্রয়াং॥

হৃদ্‌পদ্মে এই ধ্যান করিবে।

গায়ত্রীর সায়হ্ন ধ্যান।

সায়হ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বর ধরাং বৃষাসন কৃতাশ্রয়াং॥
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং।
সূর্য্য মণ্ডল মধ্যস্থাং ধ্যায়েদ্দেবীং সমভ্যসেৎ॥

ভ্রূযুগলে দ্বিদল পদ্মে এই ধ্যান করিবে।

ধ্যানান্তে দশ বা একশত আটবার ইষ্টদেবতার গায়ত্রী জপ করিবে। জপান্তে জপ সমর্পণ করিবে।

জপ সমর্পণ মন্ত্রঃ।

ওঁ গুহ্যাতি গুহ্য গোপত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং
সিদ্ধি র্ভবতু মে দেবি তৎ প্রসাদান্মহেশ্বরি।

কুশ পুষ্পার্ঘ্য ও বারিদ্বারা দেবতাকে দক্ষিণ হস্তে ও দেবীকে বাম হস্তে জপ সমর্পণ করিবে। ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্রহ্মযজ্ঞ।

বেদাভ্যাসো হি বিপ্রাণাং পরমং তপ উচ্যতে।
ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয় ষড়ঙ্গ সহিতস্তু যঃ॥

ষড়ঙ্গ সহিত বেদাভ্যাসের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ইহা পরম তপস্যা স্বরূপ।

উত্তরাগ্র কুশাসনোপরি পূর্ব্বাস্যে উপবেশনপূর্ব্বক উপবিতী হইয়া বামহস্ততলে কুশ পবিত্র রাখিয়া তদুপরি দক্ষিণ হস্ত অধোমুখ করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক প্রথমতঃ গায়ত্রী জপ করিয়া পরে বেদ পাঠ করিবে। তদন্তে বেদাঙ্গ ইতিহাস পুরাণ ইত্যাদি পাঠ করিবে।

গায়ত্রী পাঠের ক্রম।

প্রথমে ত্রিপাদ বিভক্ত করিয়া, পরে দ্বিপাদ বিভক্ত করিয়া, তদনন্তর একপাদ ক্রমে গায়ত্রী পাঠ করিতে হইবে। যথা—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্। ওঁ ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ওঁ ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ॥
ত্রিপাদ॥

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ওঁ ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ॥
দ্বিপাদ॥

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥
একপাদ॥

বেদমন্ত্র পাঠের ক্রম।

ঋগ্বেদ।

ঋগ্বেদাদি মন্ত্রস্য মধুচ্ছন্দ ঋষি রগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ স্বাধ্যায় বিনিয়োগঃ।
মন্ত্রঃ—ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥ ১।

যজুর্ব্বেদ।

পরমেষ্ঠি ঋষিঃ শাখাবৎ সাগাবো দেবতা শাখাচ্ছেদন সন্নমন বৎসোপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। মন্ত্রঃ—ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বস্থদেবো বঃ সবিতা প্রার্থয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥ ২॥

সামবেদ।

সামবেদাদি মন্ত্রস্য গৌতমঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞ জপে বিনিয়োগঃ।
মন্ত্রঃ—ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃনানো হব্য দাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিসি। ৩।

অথর্ব্ববেদ।

অথর্ব্ববেদাদি মন্ত্রস্য দধ্যঙ্‌ঙাথর্ব্বণ ঋষি বাপো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শান্তি করণে বিনিয়োগঃ। মন্ত্রঃ—ওঁ শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে সংযোরভি স্রবন্তুনঃ। ৪।

এই মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ করিলেই চতুর্ব্বেদ পাঠ করা হয়।

দেব পূজা।

নদ্যাদি হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পদ্ধতি ক্রমে শালগ্রাম শিলাতে বিষ্ণু পূজা ও শিব লিঙ্গে শিবপূজা করিবে। শালগ্রাম শীলা বা শিবলিঙ্গ না থাকিলে কেবল উদ্দেশে পূজা করিবে। মৃণ্ময় শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া নিত্য পূজা করিবার বিধি আছে। বিষ্ণু ও শিবার্চ্চনা নিত্যই করিতে হয়(*), না করিলে অন্য পূজা নিষ্ফল হয়।

শিব পূজাং বিনা দেবি অন্য পূজাং করোতি যঃ।
বিফলা তস্য সা পূজা পূর্ব্ব ধর্ম্মোঽপি নশ্যতি॥

শিব পুরাণ।

প্রথমে শিব পূজা না করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করেন, তাঁহার সেই পূজা নিষ্ফল হয় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মও নষ্ট হয়।

অতএব অগ্রে শিব ও বিষ্ণু পূজা করিয়া পশ্চাৎ সূত্রানুসারে আপন আপন গুরুদেবের এবং ইষ্টের পূজা করিতে হইবে।

---

* বরং দেহ পরিত্যাগো বরং নরক সম্ভবঃ।
নচৈ বা পূজ্য ভঞ্জীত দেবং পদ্ম সমুদ্ভবং॥ ভবিষ্য পুরাণ।
বরং প্রাণ পরিত্যাগঃ শিরসোবাবিকর্ত্তনং।
নাত্রা সংপূজ্য ভঞ্জিত ভগবন্তং ত্রিলোচনং॥ লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র।
শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি।
আদৌ লিঙ্গং প্রপূজ্যাথ বিল্বপত্রৈর্ব্বরাননে।
পশ্চাদন্য সুরং ভক্ত্যা পূজয়েদ্যত্নতঃ সদা॥ রুদ্রজামল।
শৈব বৈষ্ণব দৌর্গার্ক গাণপত্যেন্দ্র সম্ভবঃ।
আদৌ শিবং পূজয়িত্বা পশ্চাদন্যং প্রপূজয়েৎ॥ তোড়ল তন্ত্র।

পূজা সূত্র।

পূজা সূত্র দুই প্রকার, নিত্য এবং নৈমিত্তিক।

নিত্য পূজা সূত্র।

আচম্য দ্বারদেশে তু সামান্যার্ঘ্যং সমাচরেৎ। লিপি ঋষ্যাদি বিন্যাসো মূলেন করশোধন। করব্যাপক বিন্যাসং কৃত্বাঙ্গানি ন্যসেৎ সুধীঃ। তালত্রয়ং দিশাং বন্ধঃ প্রাণায়ামত্রয়ং তথা। ধ্যাননিষ্ঠ স্তথৈব পূজা জপশ্চ কালিকার্চ্চনং। অয়মেব বিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বেষাং যজনক্রমেঃ। উপচারৈঃ ষোড়শৈস্তু তন্ত্রবেৎ পূজনং মহৎ। নিত্যে দশোপচারস্তু পঞ্চ বা বিচরেৎ শিবে। অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং পুষ্পেণ তদভাবতঃ। তদভাবে যজেৎ পত্রৈস্তণ্ডুলেন জলে ন বা। মানসীং তদভাবেঽপি পূজাং ন লঙ্ঘয়েৎ কচিৎ। লঙ্ঘনে সর্ব্বনাশঃ স্যাদাপদশ্চ পদে পদে॥

পিচ্ছিলা তন্ত্র ১২ পটল।

নৈমিত্তিক পূজা সূত্র।

স্বস্তিবাচ্য চ সঙ্কল্প্য ঘটং সংস্থাপ্য যত্নতঃ। মন্ত্রেনাচমনং কার্য্যং সামান্যার্ঘ্যং ততো ন্যসেৎ। তজ্জলৈর্দ্বার মভ্যুক্ষ্য দ্বার পূজাং সমাচরেৎ। ত্রিবিধং বিঘ্নমুৎসার্য্য ভূতাপসরণন্ততঃ। আসনঞ্চ সমভ্যর্চ্চ গুরুদেবং নমেৎ সুধীঃ। করশুদ্ধিঞ্চ তালঞ্চ ত্রয়ং দিগ্বন্ধনং ততঃ। বহ্নিনা বেষ্টনং কার্য্যং ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ। মাতৃকায়াঃ ষড়ঙ্গঞ্চ কুর্য্যাদন্তর মাতৃকা। মাতৃকা ধ্যানমাচর্য্যে বাহ্যে তু মাতৃকাং নসেৎ। পীঠ ন্যাসং ততঃ কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। ঋষ্যাদিকং করাঙ্গঞ্চ বর্ণন্যাসং সমাচরেৎ। ষোঢ়ান্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং তদনন্তরং। এবং সমাহিতমনাস্তত্র ন্যাসং সমাচরেৎ। বীজন্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং বিন্যসেৎ সুধীঃ। মূলেন সপ্তধা ন্যাসং মানসৈঃ পূজনঞ্চরেৎ। বিশেষার্ঘ্যং পীঠ পূজাং পুনর্ধ্যানং সনেত্রকং। মুদ্রাদি দর্শনং কার্য্যমাবাহন ষড়ঙ্গকং। ধেন্বাদিকং ততঃ প্রাণ প্রতিষ্ঠাং মূলপূজনং। অঙ্গা প্রার্থন মঙ্গানি কাল্যাদীংশ্চ প্রপূজয়েৎ। ব্রাহ্ম্যাদীরসিতাঙ্গাদীন মহাকালং প্রপূজয়েৎ। খড়্গাদীন্ গুরুপংক্তিঞ্চ পুনর্দ্দেবীং প্রপূজয়েৎ। বলিদানং ততো হোমং প্রাণায়ামং ততো জপং। জপং সমর্পয়েদ্ধীমান প্রাণায়ামং ততশ্চরেৎ। স্তুতিঞ্চ কবচং স্তুত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ। শিবোঽহমিতি সঞ্চিন্ত্য সংহারেণ বিসর্জ্জয়েৎ। ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডাল্যুচ্ছিষ্ট পূর্ব্বিকা। অর্ঘ্যং সন্ধার্য্য শিরসি চন্দনন্তু ললাটকে। নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া।

তোড়ল তন্ত্র ৮ পটল।

সংক্ষেপ পূজা সূত্র।

আদৌ ঋষ্যাদি বিন্যস্য করশুদ্ধিস্ততঃ পরং। অঙ্গুলিব্যাপকন্যাসৌ হৃদাদি ন্যাস এবচ॥ তালত্রয়ঞ্চ দিগ্‌বন্ধঃ প্রাণায়াম স্ততঃপরং। ধ্যানং মানস যাগঞ্চ অর্ঘ্যস্থাপন মেবচ॥ পীঠপূজাং পুনর্ধ্যানং ততশ্চাবাহনঞ্চরেৎ। জীবন্যাসং ততঃ কৃত্বা পূজয়েৎ পরদেবতাং॥ অঙ্গপূজাঞ্চ কাল্যাদিং ব্রাহ্ম্যাদিঞ্চাষ্টভৈরবান। মহাকালং পূজয়িত্বা গুরুপঙ্‌ক্তিং যজেত্ততঃ॥ খড়্গাদীন্ পূজয়িত্বা তু পুনর্দ্দেবীং প্রপূজয়েৎ। প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা প্রজপেৎ সাধকাগ্রণীঃ॥ দেব্যাহস্তে জপ ফল সমর্পণমথাচরেৎ। প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সুধীঃ॥ স্তুতিঞ্চ কবচং স্মৃত্বা বিশেষার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ। আত্ম সমর্পণং কৃত্বা সংহারেণ বিসর্জ্জয়েৎ॥ ঐশন্যাং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডালিন্যুচ্ছিষ্ট পূর্ব্বিকা। নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া॥

তোড়ল তন্ত্র। তৃ। পটল।

পূজা প্রারম্ভে প্রথমতঃ আচমন করিবে, তদন্তে যে দেবতার অর্চ্চনা করা হইবে, সেই দেবতার আবরণ শক্তি সকলের নামোল্লেখপূর্ব্বক মন্ত্রাচমন করিবে। পরে শুচি হইবার জন্য পুণ্ডরিকাক্ষ্য স্মরণ করিবে। পরে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। পরে পূণ্যাহাদি বচন পাঠ করিবে। পরে স্বস্তিবাচন করিবে। পরে সূর্য্য সোম পাঠ করিবে। পরে সংকল্প করিবে। পরে সূক্ত পাঠ করিবে। পরে ঘটস্থাপন করিবে। পরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। পরে জলে তীর্থাবাহন করিবে। পরে দ্বারমভ্যুক্ষণ করিয়া দ্বার দেবতার পূজা করিবে। এই সকল পূর্ব্বকৃত্য সমাপন করিয়া পূজাধিকারী হইবার জন্য পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি করিবে।

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধিঃ।

আত্ম স্থান মন্ত্র দ্রব্য দেব শুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।
যাবন্ন কুরুতে দেবি তস্য দেবার্চ্চনং কুতঃ।
পঞ্চ শুদ্ধিং বিনা পূজা অভিচারায় কল্প্যতে॥

কুলার্ণবতন্ত্র।

আত্মা, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চবিধ শুদ্ধিকে পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি বলে। যাবৎ পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি না হয় তাবৎ পূজকের পূজার অধিকার জন্মে না। পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি ব্যতীত পূজা দেবতার অগ্রাহ্য হয়।

পঞ্চ শুদ্ধিং বিধায়েত্থং পশ্চাৎ পূজাং সমাচরেৎ।

বিধিপূর্ব্বক পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি করিয়া পশ্চাৎ দেবতার অর্চ্চনা করিবে। পূজা সূত্রানুসারে পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি করিতে হইবে। প্রথমে—

১। স্থান শুদ্ধিঃ।

ভূমি শোধন, আসন শোধন।

অন্যান্য ক্রম্।

জল শোধন, পুষ্প শোধন, কর শোধন, মুখ শোধন, বিঘ্ন নিবারণ, ভূতাপসারণ, দিগ্বন্ধন, গুরুপঙ্‌ক্তি নমস্কার। এই পর্য্যন্ত ক্রিয়া স্থান শুদ্ধির অন্তর্গত।

২। আত্ম শুদ্ধিঃ।

ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, করন্যাস, অঙ্গন্যাস।

অন্যান্য ক্রম্।

মাতৃকান্যাস, পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, বর্ণন্যাস, তত্বন্যাস, বীজন্যাস, ব্যাপকন্যাস ও ষোঢ়ান্যাস। মুদ্রাপ্রদর্শণ, ধ্যান, মানসোপচার পূজা, বিশেষার্ঘ্য-স্থাপন শঙ্খ স্থাপন। এই পর্য্যন্ত ক্রিয়া আত্ম শুদ্ধির অন্তর্গত।

৩। দ্রব্য শুদ্ধি।

পূজা দ্রব্য—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, পত্র, ধূপ, দীপ, এবং নৈবেদ্য ইত্যাদি পূজা দ্রব্য সকলকে উপচার কহে।

---

(১) স্থান শুদ্ধিঃ।

সম্মার্জ্জনানুলেপাদ্যৈর্দ্দর্পণোদরবৎ শুভং।
বিতান ধূপদীপাদি পুষ্প মাল্যাদি শোভিতং।
পঞ্চবর্ণ রজোভিশ্চ স্থান শুদ্ধি রিতীরিতা॥

যে স্থানে পূজাদি কার্য্য করিবে সেই স্থানকে মার্জ্জন ও অনুলেপন করিয়া দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল করিবে। চন্দ্রাতপ ধূপ, দীপ ও পুষ্পমাল্য দ্বারা সেই স্থানকে সুশোভিত করিয়া পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা চিত্রিত করিবে। ইহাকে স্থান শুদ্ধি বলে।

(২) আত্ম শুদ্ধিঃ।

সুস্নাতৈ র্ভূত শুদ্ধ্যা চ প্রাণায়ামাদিভি স্তথা।
ষড়ঙ্গাদ্যখিলন্যাসৈরাত্ম শুদ্ধিরুদীরিতা॥

তীর্থাদি বিশুদ্ধ জলে স্নান করিয়া ভূত শুদ্ধি, প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গ ন্যাস করিলে আত্ম শুদ্ধি হইয়া থাকে।

(৩) দ্রব্য শুদ্ধি।

পূজা দ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য মূলাস্ত্রৈশ্চ বিধানতঃ।
দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাদীন দ্রব্য শুদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥

অন্যান্য ক্রম্।

ষড়ঙ্গন্যাস, পীঠ পূজা। গুরুপূজা। পুনর্ধ্যান। এই পর্য্যন্ত দ্রব্য শুদ্ধির অন্তর্গত।

দেবশুদ্ধি।

(৪) পূজা দ্রব্য সমুদায় সকলী করণং।

মন্ত্র শুদ্ধি।

(৫) দেবতার মূল মন্ত্র মাতৃকা বর্ণ পুটিত করণং।

অন্যান্য ক্রম্।

মূর্ত্তি কল্পনা পূর্ব্বক করাঙ্গন্যাস, মূর্ত্তি আবাহন, চক্ষুঃদান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, তর্পণ।

তৎপরে পূজা।

পূজাপ্রকরণং।

প্রথমে পূজা আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে তর্পণ, পুষ্পাঞ্জলি, আবরণ পূজা, গুরুপঙ্‌ক্তি পূজা, গুরু তর্পণ, জপ, প্রাণায়াম, জপ সমর্পণ, প্রাণায়াম, ভোগ, আরত্রিক, স্তব কবচ পাঠ, খড়্গ পূজা, বলিদান, হোম, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, বিশেষার্ঘ্য সমর্পণ, কৃতাঞ্জলি পাঠ, কর্ম্মার্পণ, আত্ম সমর্পণ, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পরিশেষে বিসর্জ্জন করিয়া পূজা শেষ করিতে হয়।

পূজার দ্রব্য সকল কুশাগ্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিলে দ্রব্য শুদ্ধি হয়।

(৪) দেব শুদ্ধিঃ।

পীঠদেবীং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিৎ।
মূলমন্ত্রেণ মাল্যাদীন্ ধূপাদীন্নুদকেন চ।
ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্বিদ্বান্ দেব শুদ্ধি রিতীরিতা॥

সাধক পীঠ শক্তির পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে সকলীকরণ মুদ্রায় সকলীকরণ করিবে এবং মূলমন্ত্রে মাল্যাদি ধূপ ও দীপ প্রোক্ষণ করিবে তাহা হইলে দেব শুদ্ধি হইবে।

(৫) মন্ত্র শুদ্ধিঃ।

গ্রথিত্বা মাতৃকা বর্ণৈ র্মূল মন্ত্রাক্ষরাণি চ।
ক্রমোৎ ক্রমাদ্বিরা বৃত্যা মন্ত্র শুদ্ধি রিতীরিতা॥

মাতৃকাবর্ণ দ্বারা অনুলোম বিলোমে মন্ত্রবর্ণ পুটিত করিয়া দুই বার পাঠ করিবে, তাহা হইলে মন্ত্র শুদ্ধি হইবে।

পূজোপচার।

অষ্টাত্রিংশৎ উপচার।

আসনং প্রথমং তেষামাবাহনমুপস্থিতিঃ। সান্নিধ্যমাভি মুখ্যঞ্চ স্থিরীকৃতি প্রসাদনম্॥ অর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যাচমনে মধুপর্কমুপস্পৃশম্। স্নানং নীরাজনং বস্ত্রমাচা মঞ্চোপবীতকম্। পুনরাচা-মভূষে চ দর্পণা লোকনং ততঃ। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপৌ নৈবেদ্যঞ্চ ততঃক্রমাৎ। পানীয়ং তোয় মাচামং হস্তবাসস্ততঃপরম্। তাম্বুলমনুলেপঞ্চ পুষ্প দানং পুনঃ পুনঃ। গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং স্তুতি শ্চৈব প্রদক্ষিণম্। পুষ্পাঞ্জলি নমস্কারা-বষ্টাত্রিংশৎ সমীরিতা।

রাঘবভট্টধৃত জ্ঞানমালায়াং।

ষটত্রিংশৎ উপচার।

আসনাদৌ দন্তকাষ্ঠমুদ্বর্ত্তনবিরূক্ষেণে। সম্মার্জনং সর্পিরাদি স্নাপনাবাহনে ততঃ। পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ানি স্নানীয় মধুপর্ককৌ। পুনরাচমনীয়ঞ্চ নমস্কারোহথনর্ত্তনম্। গীতবাদ্যেচ দানানি স্তুতি হোম প্রদক্ষিণম্। আদর্শ দর্শনঞ্চৈব চামরব্যজনং তথা। শয্যানুলেপনং বস্ত্রমলঙ্কারোপবীতকে। গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ বলিদানঞ্চ তর্পণম্। স্বাভীষ্টাত্মার্পণঞ্চৈব ততো দেববিসর্জ্জনম্। উপচারা ইমেজ্ঞেয়াঃ ষটত্রিংশচ্চণ্ডিকার্চ্চনে।

নিবন্ধে পঞ্চপঞ্চাশতম পটলঃ।

অষ্টাদশ উপচার।

আসনাবাহনে চার্ঘ্যং পাদ্যমাচমনীয়কম্। স্নানং বাসোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ। গন্ধপুষ্পে ধূপদীপাবন্নঞ্চ তর্পণং ততঃ। মাল্যানুলেপনে চৈব নমস্কার বিসর্জ্জনে অষ্টাদশোপচারৈস্ত মন্ত্রীপূজাং সমাচরেৎ।

ফেৎকারিণী তন্ত্র তৃ পটলঃ।

ষোড়শোপচার।

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্। মধুপর্কাচমস্নান বসনাভরণানিচ। গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা। প্রযোজয়েদর্চ্চনায়া মুপচারাংস্ত ষোড়শে।

শিবার্চ্চন চন্দ্রিকা।

প্রকারান্তর ষোড়ষ উপচার।

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসনভূষণে। গন্ধপুষ্পে ধূপ দীপৌ নৈবেদ্যাচমনং ততঃ। তাম্বুলমর্চ্চনাস্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়াম্। প্রযোজয়েদর্চ্চনায়া মুপচারাংস্ত ষোড়শ।

কৃষ্ণার্চ্চন চন্দ্রিকা।

দ্বাদশ উপচার।

অর্ঘ্যং পাদ্যং নিবেদ্যাথ তথৈবাচমনীয়কম্ মধুপর্কাচমঞ্চৈব গন্ধপ্রসূনকেততঃ। ধূপ দীপৌ চ নৈবেদ্যং প্রদক্ষিণ নমস্কৃতী। দ্বাদশৈ রুপচারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ।

দশো উপচার।

অর্ঘ্যং পাদ্যং নিবেদ্যাথ তথৈবাচমনীয়কম্। মধুপর্কা চমঞ্চৈব গন্ধ পুষ্পে ততঃ পরম্। ধূপদীপৌ চ নৈবেদ্যং দশোপচারকাঃ স্মৃতা।

কালী তন্ত্র।

সপ্ত উপচার।

অর্ঘ্যং গন্ধং তথা পুষ্পমক্ষতং ধূপমেব চ।
দীপো নৈবেদ্যং সপ্তাঙ্গী সপর্য্যেত্যপরে জগুঃ॥

প্রয়োগসার।

পঞ্চ উপচার।

গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা পূজা পঞ্চোপচারিকা।

ফেৎকারিণী তন্ত্র।

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যমিতি পঞ্চকম্।
নিবেদয়েৎ সদার্চ্চায়াং পূজাঃ পঞ্চোপচারিকা॥

নিবন্ধ তন্ত্র।

উপচার দান প্রকার (১)।

প্রথমঞ্চাসনং দত্ত্বা পাদ্যং দদ্যাত্ততঃ পরম্।
অর্ঘ্যং দদ্যান্মহেশানি যথোক্ত বিধিনা শিবে॥

বৃহন্নীল তন্ত্র।

---

(১) গন্ধ পুষ্পে তথা ধূপো দীপো নৈবেদ্য পঞ্চমঃ।
যদ্দীয়তে ফলং বস্ত্রমলঙ্কারাদি কাঞ্চনম্॥
তেষাং দৈবত মুদ্দেশং কৃত্বা প্রোক্ষণ পূজনে।
উৎসৃজ্য মূল মন্ত্রেণ প্রতি নাম্না নিবেদয়েৎ॥
বরুণস্য চ বীজেন তেষাং সেচন মাচরেৎ।
অন্নস্য দেবতা লক্ষ্মীরংশুকেঽপি বৃহস্পতিঃ॥

যদ্দেয়মর্ঘ্য পাত্রস্থ জলৈরেব নিবেদয়েৎ।
অন্য তোয়ৈর্যদুৎসৃষ্টমর্ঘ্য পাত্রস্থিতে তরৈঃ।
তন্ন গৃহ্নাতি বৈ দেবোদত্তং বিধিশতৈরপি॥

কালিকাপুরাণ।

"উত্তানেন তু হস্তেন প্রোক্ষণং সমুদাহৃতং"।

একাদশীতত্ত্ব।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং দেবে দেয়ং মহেশ্বরি।
এক হস্তেন তদ্দত্ত্বা সুকৃতং নাশয়েৎ স্বকম্।
তস্মাদ্বাম যুতে নৈব দক্ষিণেন নিবেদয়েদিতি॥

কালিকাপুবাণ।

সুবর্ণ মগ্নিদেবঞ্চ রজতঞ্চন্দ্র দৈবতম্।
হারকং বারুণং জ্ঞেয়মাসনে পৃথিবী তথা॥
জলস্য বরুণো দেবঃ পেয়ানাং বরুণস্তথা।
কৃশরস্য রমা দেবী পরমান্নস্য চৈব হি॥
ঘৃত প্রদীপকে বিষ্ণুস্তৈল যোগে বনস্পতিঃ।
গন্ধর্বশ্চ তথা ধূপে বাজে বৈশালি দৈবতম্॥
মধু বারুণকং জ্ঞেয়ং দধি ক্ষীরঞ্চ বৈষ্ণবম্।
বানস্পত্যং তথা পুষ্পং গান্ধর্ব্বো গন্ধ দৈবতম্॥
মালায়াশ্চ তথা দুর্গা সর্ব্বং বা বিষ্ণু দৈবতম্॥

যোগিনী তন্ত্রঃ।

স্বদেহবদ্দেব দেহে ততঃ পাদ্যাদি কল্পয়েৎ।
পাদ্যঞ্চ পাদয়োর্দ্দদ্যাদর্ঘ্যং শিরসি দীয়তে॥
মুখে চাচমনীয়ং স্যান্মধুপর্কন্তু তত্র বৈ।
পুনরাচমনং বক্ত্রে দদ্যান্মন্ত্র বিশারদ॥

ফেৎকারিণী তন্ত্র।

নমোঽস্তু মাসনং দদ্যাৎ স্বাগতং দর্শনং ভবেৎ।
নমোঽস্তুং পাদয়োঃ পাদ্যমর্ঘ্যং শিরোঽস্তুমেব চ॥
স্বধেত্যাচমনং প্রাক্তে মধুপর্কং তথৈব চ।
তেনৈব মনুনাচামং নমোঽস্তুং স্নানমেবচ॥

নার্চ্চয়েদেক হস্তেন ন পঞ্চনখ দর্শানম্।
নিষ্ফলা কীর্ত্তিতা সা হি সর্ব্বত্রাপি নশোভতঃ॥

জামলে।

পুষ্পাদি সর্ব্ব দ্রব্যাণি অঙ্গুল্যগ্রেণ দাপয়েৎ।
সর্ব্ব দ্রব্যে ধেনু মুদ্রাং গালিনীঞ্চ প্রদর্শয়েৎ॥

পিচ্ছিলা তন্ত্র।

মূল মন্ত্রং সমুচার্য্য ততো দ্রব্যং সমুচ্চরেৎ।
দেবতায়ৈ ততঃ পশ্চাৎ ত্যাগাত্মক মনুং স্মরেৎ॥
পাদ্যাদ্যৈঃ পূজয়েদ্দেবীং যথা বিভব বিস্তরৈঃ॥

গুপ্তসাধন তন্ত্র।

যথা স্বর্ণাদ্যাসনং পুরতঃ সংস্থাপ্য, বমিতি সামান্যার্ঘোদকেন সংপ্রোক্ষ্য ধেনু-গালিনী মুদ্রে প্রদর্শ্য, অমুক দেবতাকামুকাসনায় নম ইতি সংপূজ্য, এতং সম্প্রদানায়া-মুক দেবতায়ৈ নম ইত্যুৎসৃজ্য মূলমুচ্চার্য্য, এতৎ স্বর্ণাসনম্ অমুক দেবতায়ৈ নম ইতি বাম হস্ত যুত দক্ষিণ হস্তাঙ্গুল্যগ্রেণ যথা নখ দর্শন মন ভবেৎ তথা নিবেদয়েৎ।

হরতত্ত্ব দীধিতিঃ।

নমোঽন্তে বাসসী প্রোক্তে তথাঙ্গাভরণানি চ।
নমোঽন্ত মর্পয়েদ্গন্ধং পুষ্পঞ্চ বৌষড়ন্তকম্॥
পুষ্পং সমর্পয়েদ্দেব্যৈ মুদ্রয়া জ্ঞান সংজ্ঞয়া।
অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী যোগাজ্জ্ঞান মুদ্রেয় মীরিতা॥
নমোঽন্তঞ্চ তথা ধূপং দীপমালাং তথৈব চ।
নৈবেদ্যঞ্চ ততো দদ্যাদ্ যথোক্তং বৈ চতুর্ব্বিধম্॥
পানার্থং মধুরং বারি দদ্যাদাচমনং পুনঃ।
কর্পূর সহিতং দেব্যৈ তাম্বুলঞ্চ নিবেদয়েৎ॥

গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

প্রণবাদি নমোঽন্তেন মন্ত্রেণানেন সংযতঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ানি দদ্যাদেতানি দেশিক॥

ফেৎকারিণী তন্ত্র।

ওঁ পাদ্যং সম্পাদয়ামি নম ইতি প্রয়োগ, কল্পবাদীমতে ওঁ পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ, দাক্ষিণাত্য মতে ওঁ পাদ্যং সমর্পয়ামি নমঃ বলিবে।

উপচার নিবেদন প্রণালী।

১। আসনং।

দেব সম্মুখে কোন পাত্রাদিতে আসন স্থাপন করতঃ অর্ঘ্যোদকের দ্বারা সংপ্রোক্ষণ করিবে, অর্থাৎ বাম হস্ত দ্বারা আসন স্পর্শ করিয়া তিনবার "বং রজতাসনায় নমঃ" বলিয়া দক্ষিণ করস্থ কুশ ত্রিপত্র বা পুষ্পদ্বারা অর্ঘ্য পাত্র হইতে জল লইয়া তিন বার ছিটা দিবে। পরে গন্ধ পুষ্প লইয়া এতে গন্ধ পুষ্পে "ওঁ বং রজতাসনায় নমঃ" বলিয়া গন্ধ পুষ্প দিয়া অর্চ্চনা করিবে। পরে পুনরায় গন্ধ পুষ্প লইয়া "এতে গন্ধ পুষ্পে এত দধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে "এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদানৈ্য ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া সম্প্রদান করিবে। পরে আসন গ্রহণ পূর্ব্বক "ইদং রজতাসনং মূল ওঁ অমুক দেবতায়ৈ সম্পাদয়ামি নমঃ বা কল্পয়ামি নমঃ বা সমর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া নিবেদন করিবে। পরে আসনখানি বামদিকে স্থাপন করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক করযোড়ে স্তুতি করিবে। যথা—

ওঁ আসনং গৃহ্ন দেবেশি যৎকৃতং শোভনং ময়া।
সর্ব্বকাম ফলং দেহি অমুক দেব (বা দেবী) নমস্তুতে॥

২। স্বাগতং।

কৃতাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে—"মূল ওঁ অমুক দেব বা দেবী স্বাগতং"—"ওঁ সুস্বাগতং"। পরে কর যোড়ে মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

---

(১) আসনং।

শক্তশ্চেদ্রাজতং হস্ত চতুষ্কং বা দ্বিহস্তকম্।
ত্রিহস্তমেকহস্তং বা বিতস্তিমিত মেববা॥
চতুরঙ্গুলতো হ্রস্বং ন কদাচিন্নিযোজয়েৎ॥
সৌবর্ণমুত্তমং প্রোক্তং মধ্যমং রাজতং তথা।
অধমং দারবং জ্ঞেয়ং যচ্চান্যৎ কল্পসাধনম্॥
ত্রিকোণং বাথ ষট্‌কোনং বসুকোণঞ্চ বর্ত্তুলম্।
চতুষ্কোণঞ্চ বিদিশেদাসনং বা সুশোভনম্॥
দার্ব্বদীনাং হস্তমাত্রাৎ ন্যূনং তচ্চ প্রকল্পয়েৎ।
বাস্ত্রং বা চার্ম্মণং কৌশং মণ্ডলস্যোত্তরে সৃজেৎ॥
পৌষ্পং পুষ্পৌঘরচিতং কুশসূত্রাদি সংযুতম্।
সকণ্টকং ক্ষীবযুতং দারুসার বিবর্জ্জিতম্॥

৫৫ পটলে নিবন্ধ তন্ত্রে।

ওঁ স্বাগতং সু গৃহীতোঽস্মি সুস্বাগত মিদং বপুঃ।
প্রসন্না ভব দেবেশি কৃপাং কুরু মমোপরি॥

৩। পাদ্যং।

কোন পাত্রে পাদ্য জন্য জল রাখিয়া ঐ জল অর্চ্চনা করিবে—" এতস্মৈ পাদ্যোদকায় নমঃ " বলিয়া দক্ষিণ করস্থ কুশ ত্রিপত্র বা পুষ্পদ্বারা অর্ঘ্য পাত্র হইতে জল লইয়া তিনবার ছিটা দিবে। পরে গন্ধ পুষ্প লইয়া—" এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ পাদ্যোদকায় নমঃ বলিয়া গন্ধ পুষ্প দিয়া অর্চ্চনা করিবে। পুনরায় গন্ধ পুষ্প লইয়া—এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদানৈ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া সম্প্রদান করিবে। পরে পাদ্য পাত্র গ্রহণ করিয়া—এতৎ পাদ্যং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ সম্পাদয়ামি, কল্পয়ামি বা সমর্পয়ামি নমঃ বলিয়া দেবতার চরণদ্বয় উদ্দেশে পাদ্য নিবেদন করিবে। পরে করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ পাদ্যং গৃহাণ দেবেশি সর্ব্ব দুঃখোপহারকং।
ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে ভগবৎ প্রিয়ে॥

৪। অর্ঘ্যং।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোন পাত্রে অর্ঘ্য দ্রব্য রাখিয়া " এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ " বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে। পরে গন্ধ পুষ্প লইয়া—" এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ অর্ঘ্যায়

---

(২) করৌ তু সংপুটীকৃত্য দেবি স্বাগতমিত্যথ।
পৃচ্ছেদ্ভক্তি প্রীতিযুক্ত স্তথোক্তঞ্চ ততঃপুনঃ॥
সুস্বাগতমিতি প্রহ্বশ্চিন্তয়েদ্ধৃষ্টমানস।

স্বতন্ত্র তন্ত্র।

(৩) দূর্ব্বাচ বিষ্ণুপত্নী চ শ্যামাকং পদ্মমেবচ।
পাদ্যাঙ্গানি চ চত্বারি কথিতানি সমাসত॥
বিষ্ণুপত্নী—অপরাজিতা। মহাকপিল পঞ্চরাত্রম্।
উশীরং চন্দনঞ্চৈব পাদ্যপাত্রে তু কল্পয়েৎ।
উশীরং বীরণমূলম্—বেণার মূল। ৩ পটল, ফেৎকারিণী তন্ত্র।
পাদ্যং শ্যামকদূর্ব্বাব্জ বিষ্ণুক্রান্তা ভিরুচ্যতে।

৬ পটল, প্রপঞ্চসার।

(৪) গন্ধপুষ্পাক্ষত যব কুশাগ্র তিল সর্ষপাঃ।
দূর্ব্বাচেতি ক্রমাদর্ঘ্য দ্রব্যাষ্টকমুদীরিতং॥ ৬ পটল প্রপঞ্চসার।

নমঃ” বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। পরে গন্ধ পুষ্প লইয়া—“এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে—এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদানৈ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া সম্প্রদান করিবে। পরে অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া—ইদমর্ঘ্যং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ বলিয়া দেবতার মস্তকে অর্পণ করিবে। পরে মন্ত্র পাঠ করিবে যথা—

ওঁ দুর্ব্বাক্ষত সমাযুক্তং গন্ধ পুষ্পং তথাপরং।
শোভন শঙ্খ পাত্রস্থং গৃহাণ দেবি সারদে॥

৫। আচমনীয়ং।

ঐরূপ “এতস্মৈ আচমনীয়োদকায় নমঃ” বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে। পরে—এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ আচমনীয়োদকায় নমঃ বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। পরে—“এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে—এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদানৈ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া সম্প্রদান করিবে। পরে আচমনীয় গ্রহণ করিয়া—“ইদমাচমনীয়োদকং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। কাল্যাদি বিষয়ে অমুক দেবতায়ৈ স্বধা বলিয়া দেবতার মুখোদ্দেশে অর্পণ করিবে। পরে মন্ত্র পাঠ করিবে যথা—

ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্ব্ব পাপ হরং শুভং।
গৃহানাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতং॥

৬। মধুপর্কং।

“এতস্মৈ মধুপর্কায় নমঃ” বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে। পরে এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ মধুপর্কায় নমঃ। পরে এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

বক্রধান্যোদ্ভবং যচ্চ সূক্ষ্ম ধান্যোদ্ভবং তথা।
তত্তণ্ডুলমক্ষুন্নং সপ্তাষ্ট নব সংখ্যয়া॥
দূর্ব্বাঙ্কুর সমেতঞ্চ ভগবত্যৈ নিবেদয়েৎ।
অষ্টম্যাং বা নবম্যাং বা সোঽশ্বমেধ ফলং লভেৎ॥

৭ পটল—যোগিনীতন্ত্রে।

(৫) জাতী লবঙ্গ কক্কোলৈ নির্ম্মিতাচমনীয়কং।
তথাচমন পাত্রেঽপি দদ্যাজ্জাতিফলং মুণে।
লবঙ্গমপি কক্কোলং শস্তমাচনীয়কং॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং।

পরে এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদানৈ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। পরে মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া—এষ মধুপর্ক ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। কাল্যাদি বিষয়ে অমুক দেবতায়ৈ স্বধা বলিয়া দেবতার মুখোদ্দেশে অর্পণ করিবে। পরে মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ মধুপর্কং মহাদেবি ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতং।
ময়ানিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি॥

৭। পুনরাচমণীয়ং।

"এতস্মৈ পুনরাচমণীয়োদকায় নমঃ" বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে। পরে "এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ পুনরাচমণীয়োদকায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। পরে "এতে গন্ধ পুষ্পে এতদবিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদানৈ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া সম্প্রদান করিবে। পরে আচমণীয়োদক গ্রহণ করিয়া ইদং পুনরাচমণীয়োদকং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। কাল্যাদি বিষয়ে—অমুক দেবতায়ৈ বং স্বধা বলিয়া দেবতার মুখোদ্দেশে অর্পণ করিবে। পরে মন্ত্র পাঠ করিবে যথা—

ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্য শুচির্ব্বাপি যস্যাঃ স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈতে পুনরাচমনীয়কং॥

---

(৬) কাংস্যপাত্রে মহেশানি মধ্বাজ্য সহিতং দধি।
কাংস্যেন পিহিতশ্চৈব মধুপর্কঃ প্রকীর্ত্তিত। শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা।
দেবী বিষয়ে।
দধি সর্পির্জলং ক্ষৌদ্রং সিতাভিঃ পঞ্চভিঃ সহ।
প্রোচ্যতে মধুপর্কস্তু দেবী প্রীতি প্রদায়ক ইতি॥
জলং নারিকেল জলমিত্যর্থঃ। অত্র স্থলে দোষাভাব।
যথা—নারিকেলোদকং স্বল্পং সিতা দধি ঘৃতং সমম্।
সর্ব্বেষমধিকং ক্ষৌদ্রং মধুপর্কে প্রযোজয়েৎ। শ্রীক্রমে।
শিব বিষয়ে নিষেধ। যথা—
ন দদ্যাৎ কাংস্যপাত্রেণ শৈবে শ্বেত ভবেনবা।
(৭) পুনরাচমণীয়ং কেবল জলেন দেয়ং।
শুদ্ধাভিরদ্ভির্বিহিতং পুনরাচমণীয়কং॥
তেনৈব মনুনা কুর্য্যাদদ্ভিরাচমণীয়কং।
৪ পটল সারদাতিলক।

৮। স্নানীয়ং।

"এতস্মৈ স্নানীয় জলায় নমঃ" বলিয়া তিনবার জলে ছিটা দিবে। পরে "এতে গন্ধ পুষ্পে স্নানীয় জলায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। পরে "এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদাত্রৈ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া সম্প্রদান করিবে। পরে স্নানীয় জল গ্রহণ করিয়া ইদং স্নানীয়ং জলং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ শিরোবধি সর্ব্ব গাত্রে নিবেদয়ামি নমঃ বলিয়া দেবতার শিরোদ্দেশে জল ঢালিবে। পরে মন্ত্র পাঠ করিবে যথা—

ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরং।
স্নানার্থং তে প্রযচ্ছামি সুরেশ্বরী গৃহাণমে॥

৯। বসনম্।

"এতস্মৈ অমুক বসনায় নমঃ" বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে। পরে এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ অমুক বসনায় নমঃ বলিয়া অর্চ্চনা করিবে পরে এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদাত্রৈ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া সম্প্রদান করিবে।পরে বসন গ্রহণ করিয়া ইদং বসনম্ ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি নমঃ বলিয়া কোটিদেশোদ্দেশে অর্পণ করিবে। পরে মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ সুশুক্লং পরমং দেবি নূতনং সুমনোহরং।
ময়ানিবেদিতং ভক্ত্যা বস্ত্রং মে প্রতিগৃহ্যতাং॥

---

(৮) অক্ষতং গন্ধপুষ্পাণি স্নান পাত্রে তথাত্রয়।
শুদ্ধ তোয়াদ গন্ধতোয়ং শ্রেষ্ঠং শতগুণোত্তরম্।
গন্ধাদি তীর্থতোয়ানাং ফলং শাস্ত্র প্রণোদিতম্॥

মহাকপিলপঞ্চরাত্র।

(৯) পীত কৌষেয় বসনং বিষ্ণু প্রীত্যৈ প্রকীর্ত্তিতম্।
রক্তং শক্ত্যর্কবিম্বেষু ঈশ্বরস্য সিতং প্রিয়ম্॥
মলহীনং তথাচ্ছিদ্রং ক্ষৌমং কার্পাস মেবচ।
তৈলাদি দূষিতাৎ রোগঃ সচ্ছিদ্রান্মরণং ভবেৎ॥
জীর্ণাদ্দরিদ্রতা কর্ত্তুর্ম্মলিনাৎ কান্তিহীনতেতি॥

রাঘব ভট্টধৃত তন্ত্র মন্ত্র প্রকাশে।

১০। ভূষণম্।

"এতস্মৈ অমুক রত্ন ভূষণায় নমঃ"। এতে গন্ধ পুষ্পে অমুক রত্ন ভূষণায় নমঃ। এতে গন্ধে পুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদায়ৈ ইত্যাদি। পরে রত্নাভরণ গ্রহণ করিয়া এতানি রত্ন ভূষণানি ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া সর্ব্বাঙ্গোদ্দেশে অর্পণ করিবে পরে মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ দিব্য রত্ন সমাযুক্তা বহ্নি ভানু সমপ্রভাঃ।
গাত্রাণি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারস্ত বরদে॥

১১। গন্ধঃ।

ঐরূপ প্রণালীতে উৎসর্গাদি করিয়া মধ্যমা ও অনামিকাদ্বারা চন্দন লইয়া—এষঃ গন্ধঃ ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া দেবতার হৃদয়ে ছিটা দিবে। পরে মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাঞ্চৈব বরাননে।
মাং রক্ষ সর্ব্বতো দেবি গন্ধানেতান গৃহাণ চ॥

---

(১০) হৈমং বা রাজতং বাপি মুক্তা মাণিক্য মিশ্রিতম্।
অন্যদাভরণঞ্চৈব যদঙ্গং যেন রাজতে।
প্রদদ্যাৎ ভূষণং ভক্ত্যা সর্ব্বাভাবেঽপি মানস॥
শ্যামাকল্পলতাধৃত জ্ঞানলে।
যজ্ঞোপবীতং দত্বাথ ভূষণানি সমর্পয়েৎ।
শিবার্চ্চণ চন্দ্রিকাধৃত সার সংগ্রহ।

গন্ধাষ্টকং।

(১১) চন্দনাগুরু কর্পূর রোচনা কুঙ্কুমং মদং।
রক্ত চন্দন জাবাস গাণপত্য মুদাহৃত॥
হ্রুবেরং চন্দনং কুষ্ঠমগুরুং চন্দনং মুরা।
সেব্যকঞ্চ জটা মাংসী বৈষ্ণবং তদুদাহৃত॥
চন্দনাগুরু কর্পূর জল কুঙ্কুম রোচনা।
জটা মাংসী কপিযুত শাক্তং গন্ধাষ্টকং বিদু॥
জল কাশ্মীর কুষ্ঠৈস্তু রক্ত চন্দন চন্দনৈঃ।
উশীরা গুরু কর্পূরৈঃ সৌরং গন্ধাষ্টকং বিদু॥
গোরোচনা চ কুষ্ঠঞ্চ কর্পূরাগুরু কুঙ্কুমৈঃ।
চন্দনেন সদাস্যঞ্চ বরদে ন চ প্রত্রকং॥
৪র্থ প্রকাশে মেকতন্ত্রে।

১২। পুষ্পম্।

ঐরূপ প্রণালীতে অর্চ্চনাদি করিয়া—ইদং সচন্দন পুষ্পম্ ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ * সমর্পয়ামি নমঃ। কাল্যাদি বিষয়ে অমুক দেবতায়ৈ বৌষট বলিয়া পুষ্পটি চরণে বা মস্তকে অর্পণ করিবে, পরে মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধং দেব নির্ম্মিতং।
হৃদ্য মদ্ভুত মাঘ্রেয়ং দেবি তৎ প্রতি গৃহ্যতাং॥

চন্দনাগুরু কর্পূর তমাল জল কুঙ্কুমং।
কুশীত কুষ্ঠ সংযুক্তং শৈবং গন্ধাষ্টকং স্মৃত॥

সারদায়াং।

চন্দ্র চন্দন কস্তূরীরোচনা গুরু কুঙ্কুমৈঃ।
প্রত্যেকং মিশ্রিতং কৃত্বা গন্ধং দদ্যাদ্ধ্ দাত্মনা॥
পাদে নিবেদয়েদগন্ধং রক্ত চন্দন মে বচ॥

জামল।

(১২) ললাটে চন্দনং দদ্যাৎ পুষ্পং দদ্যাৎ শিরোপরি।

বামকেশ্বর তন্ত্র।

কমলে করবীরে দ্বে কুসুম্ভে তুলসীদ্বয়ং।
জাতশেফে কেতকীদ্বেঃকুমারী চম্পকোৎপলং।
কুন্দ মন্দার পুন্নাগ পাটলা নাগ চম্পকং।
আরগ্বধং কর্ণিকারং পাবন্তী নবমল্লিকা।
সৌগন্ধিকং সকোরণ্ডং পলাশাশোক সর্জকাঃ।
সিন্ধুবার অপামার্গ বাপুলী কঞ্চকামজং।
ব্যাঘ্রচেলং দমনকং মরুবকঞ্চ ততঃপরং।
লবঙ্গং জলকর্কূরং মগরঞ্চ জবা তথা।
শিব পুষ্পং দ্রোণ পুষ্পং কামরাজং সুকেতকং।
অন্যানি বন পুষ্পাণি জলজ স্থলজানিচ।
গিরিজানি দেশজানি নানা পুষ্পাণ্যতঃপরং॥

২প বিশ্বসার তন্ত্র।

ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈ র্মল্লিকা জাতি কুঙ্কুমৈঃ।
সিতরক্তৈ স্তথা পুষ্পৈ র্নীলপদ্মশ্চ পাণ্ডুরৈঃ।
কিংশুকৈ স্তগরৈ শ্চৈব জবা কনকচম্পকৈঃ।
বকুলৈশ্চৈব মন্দারৈঃ কুন্দপুষ্পৈঃ কুরণ্ডকৈঃ।

১৩। ধূপম্।

প্রথমে অর্চ্চনাদি করিয়া ইমং ধূপং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি নমঃ বলিয়া ধূপ প্রজ্জ্বলিত করিবে, তদনন্তর জয়ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা বলিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা ঘণ্টা পূজা করিয়া বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও মধ্যম

ধূস্তূরকাদি যুক্তৈশ্চ বন্ধূকাগস্ত্য সম্ভবৈঃ।
মদনৈঃ সিন্ধুরাবৈশ্চ দূর্ব্বাঙ্কুর সুকোমলৈঃ।
মঞ্জরীভিঃ কুশানাঞ্চ বিল্বপত্রৈঃ সুকোমলৈঃ॥

৭ প, যোগিণীতন্ত্র তৃ ভাগ।

করবীরং জবা দেবি স্বয়ং কালী ন চান্যথা।
তারাচ অপরাচৈব স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরী॥
কৃষ্ণাপরাজিতা সাক্ষাদ্ভদ্রকালী ন সংশয়ঃ।
করবীরঞ্চ ভূবনা দ্রোণং ভুবন সুন্দরী।
জবা সাক্ষাদ্ভগবতী সর্ব্ববিদ্যা স্বরূপিণী॥ যোগিনী তন্ত্র।

বর্জ্জ্য পুষ্পম্।

শিবে বিবর্জ্জয়েৎ কুন্দং মাধে মাধ্যং প্রশস্যতে।
গনেশে বর্জ্জয়েন্মর্ধ্য মশোকঃ তগরস্তথা।
সূর্য্যো মাধ্যঞ্চ মন্দারং কনকঞ্চ তথৈবচ।
মহালক্ষ্মেচ তুলসীং ঝিণ্টিকাং কাঞ্চনস্তথা।
বন্ধুজীবকঞ্চঃ দ্রোণঞ্চ সরস্বত্যৈ ন দাপয়েৎ।
গ্রহাণাং বিল্বপত্রঞ্চ শমীপত্রং তথৈবচ।
ব্রহ্মনৈ বর্জ্জয়েৎ কাশং কৌসুম্ভং শমিপুষ্পকং।
ধাত্রীপুষ্পং কুরুণ্টঞ্চ জলপুষ্পং তথৈব চ।
দুর্গায়ৈ ন প্রদদ্যাচ্চ সোমপুষ্পং তথৈব চ।
ত্রিপুরায়ৈ কাঞ্চনঞ্চ কনকং বাসকং তথা।
কিশুকং কৃষ্ণকান্তঞ্চ ইন্দ্রাক্ষী বর্চ্চনাস্তথা।

যোগিনী তন্ত্র।

(১৩) সগুগ্‌গুলু গুরুশীর সিতাজ্য মধু চন্দনৈঃ।
সারাঙ্গারে বিনিঃ ক্ষিপ্তে র্মন্ত্রী পীঠে প্রধূপয়েৎ॥

প্রপঞ্চসারে।

কৃষ্ণাগুরু সকর্পূরং চন্দনং সিহলকং তথা।
ভগবত্যৈ নারা যস্ত ইদং দত্বা মহেশ্বরি॥ যোগিনীতন্ত্রে।

স্রুলিদ্বারা ধূপ গ্রহণ করত গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে দেবতার নাসিকার নিম্নদেশ পর্য্যন্ত উত্থাপিত করিয়া দশবার ভ্রামিত করিবে। পরে দেবতার বাম দিকে ধূপ রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ বনস্পতি রসো দিব্যো গন্ধর্ব্বাসুর ভোজনঃ :
ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥

১৪। দীপম্।

অর্চ্চণাদি করণানন্তর—ইমং দীপং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি নমঃ বলিয়া দীপ প্রজ্জলিত করিয়া ঐরূপ ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক দেবতার মুখ মণ্ডল পর্য্যন্ত দশবার ভ্রামিত করিয়া দক্ষিণ দিকে রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ অগ্নি জ্যোতি রবি জ্যোতি শাস্ত্র জ্যোতি স্তথৈব চ॥
জ্যোতিষামুত্তমে দেবি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥

১৫। নৈবেদ্যং।

দেব সম্মুখে ভুমিতে একটী ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি ঘৃত ও বিল্বপত্র ও তুলসীযুক্ত নৈবেদ্য স্থাপন করিবে। পরে বাম হস্তে নৈবেদ্য স্পর্শ করিয়া ত্রিপত্রাদি বা দক্ষিণ হস্তস্থিত কুশদ্বারা—"ওঁ সঘৃত সোপকরণ আমান্ন্য নৈবেদ্যায় নমঃ" বলিয়া তিনবার প্রোক্ষণ করিবে অর্থাৎ জলের ছিটা দিবে। পরে গন্ধ পুষ্প লইয়া এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সঘৃত সোপকরণ আমান্ন্য নৈবেদ্যায় নমঃ বলিয়া গন্ধ পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে পুনরায় গন্ধ পুষ্প লইয়া—এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। পরে এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদানৈ ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। পরে হুং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধেনু মুদ্রাদ্বারা অমৃতি করণ করতঃ মৎস্য মুদ্রা-দ্বারা পরমীকরণ করিয়া যে দেবতাকে নৈবেদ্য দেওয়া হইবে সেই দেবতার মূল মন্ত্রের সহিত অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া দশবার জপ করিবে, পরে ইদং সঘৃত সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া জলের ছিটা দিবে। পরে ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা বলিয়া পানার্থ জলপূর্ণ পাত্রে একবার জলের ছিটা দিবে পরে বাম হস্তদ্বারা গ্রাস মুদ্রা ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রাণাদি পঞ্চ মুদ্রা দেখাইবে। যথা—ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা বলিবে, পরে ওঁ অমৃতোপি ধানমসি স্বাহা বলিয়া জলের ছিটা দিবে। পরে মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

---

(১৪) গো সর্পির্বা বা তৈলেন বর্ত্ত্যা চ লঘুগর্ভরা।
দীপিতং সুরভিং হৃদ্যং দীপ মুচ্চৈঃ প্রদীপয়েৎ॥

ওঁ নৈবেদ্যং ঘৃতসংযুক্তং নানারস সমন্বিতং।
ময়ানিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ সুর পূজিতে॥
ওঁ ফল মূলানি সর্ব্বাণি গ্রাম্যারণ্যানি যানিচ।
নানাবিধ সুগন্ধিনি গৃহ্ণ দেবী যথাসুখং॥
ওঁ নানা ফল সমাযুক্তং নানা বস্তু বিনির্ম্মিতং।
রচনান্তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ পরমেশ্বরী॥

পরে "পানার্থ জলং নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া পানার্থজলদিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

জলং সুশোভনং দেবী শীতলং সু মনোহরং।
ভূতানাং তৃপ্তি জননং ময়া দত্তং প্রগৃহ্যতাং॥

পুনরাচমনীয় জল পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে দিবে। পরে ওঁ তাম্বুলং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া তাম্বুল নিবেদন করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ তাম্বুলং পরমং রম্যং কর্পূরেণ সুবাসিতং।
ময়ানিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাং॥

পরে পুষ্পমাল্য গ্রহণ করিয়া ওঁ পুষ্পমাল্যং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া মাল্য অর্পন করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানা পুষ্পং সমন্বিতং।
শ্রীযুক্তং সৌরভো পেতং গৃহাণ সুরপূজিতে॥

১৬ পরে স্তব কবচ পাঠ করিবে।

এই রূপ প্রণালীতে পূজা করাকে ষোড়শোপচারে পূজা করা বলে।

নিত্য পূজাবিধি।

বৈদিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র মিশ্রিত।

১। আচমনং।

ওঁ বিষ্ণোঃ ওঁ বিষ্ণোঃ ওঁ বিষ্ণোঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরা ততম্। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বিহিত অঙ্গুলিদ্বারা অঙ্গ স্থান স্পর্শ করিবে।

২১৮ পৃষ্ঠা আচমন বিধি দেখ।

তৎপরে তান্ত্রিক আচমন করিবে। যথা—ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। ২৮২ পৃষ্ঠা তান্ত্রিক আচমন বিধি দেখ। যে দেবতার পূজা করিবে সেই দেবতার মন্ত্রাচমন করিতে হয়। আবরণ দেবতার নামোল্লেখ করিয়া অঙ্গস্থানাদি স্পর্শ করাকে মন্ত্রাচমন বলে।

২। পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণং।

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রোবাঃ সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা যঃস্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ। এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া শুচি হইবে।

৩। স্বস্তিবাচনং।

ঋক্ যজু ও সাম মধ্যে যিনি যে শাখাধ্যায়ী তিনি সেই শাখোক্ত স্বস্তিবাচন আবৃত্তি করিবেন। দক্ষিণ হস্তে আতপ তণ্ডুল লইয়া স্বস্তিবাচন করিতে হয়।

ঋগ্বেদি স্বস্তিবাচন। ওঁ স্বস্তিনো মিমীতা মশ্বিনাভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতে রনর্ব্বণঃ স্বস্তি পূষা অসুরোদধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতনা। স্বস্তিনো বায়ুমুপব্রুবামহৈ। সোমং স্বস্তি ভুবনস্যয়স্পতিঃ। বৃহস্পতি সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাশো ভবন্তুনঃ। বিশ্বেদেবা নো অদ্যাঃ স্বস্তয়ে। বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অভবন্তু ঋভব স্বস্তয়ে। স্বস্তিনো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ। স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তিপথ্যে রেবতি স্বস্তিন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তিনো অদিতয়ে কৃধি। স্বস্তি পন্থা অনুচরেম সূর্য্যা চন্দ্রমসা বিব। পুনর্দ্দদতা ঘ্নতা জানতা সঙ্গমে মহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবানাং। অসুরঘ্ন মিন্দ্রসখং সমুৎসু বৃহদ্যশো নাবমিবারুহেম। অঙ্গোমুচ মাঙ্গিরসঙ্গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসাচ তার্ক্ষ্যং প্রেতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে। স্বস্তি সম্বাধে সভয়ং নো হস্ত। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

সামবেদি স্বস্তিবাচন। ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নি মন্বার ভামহে আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

যজুর্ব্বেদি স্বস্তিবাচন। ওঁ স্বস্তিন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তিন পুষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তিন স্তার্ক্ষোঽরিষ্টনেমি স্বস্তিনো বৃহস্পতি র্দ্দধাতু। ওঁ গণানাস্তা গণপতিহু হবামহে প্রিয়ানাস্তা প্রিয় পতিহুঁং হবামহে নিধীনাস্তা নিধিপতিহুঁং হমাবহে বসো মম। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

এই স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক তিন বার দক্ষিণ হস্তস্থ আতপ তণ্ডুল চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিবে।

৪। সূর্য্য সোম মন্ত্র।

জোড় হস্ত হইয়া—ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিকপতি ভূর্মি রাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্ম্যং শাসন মাস্থায় বহুধ্বমিহ সন্নিধিং।

এই মন্ত্র বলিতে হইবে। ত্রিবেদি মাত্রেই বলিবে। অর্থাৎ যিনি যে শাখাধ্যায়ী হউন না কেন সকলকেই বলিতে হইবে।

৫। আসন শুদ্ধি।

আসনে একটী ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া—"ওঁ হ্রীঁং আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" এই বলিয়া গন্ধ পুষ্প আসনে দিয়া আসন ধরিয়া—আসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং চ্ছন্দঃ কূর্ম্মদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বিত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনাধৃতা ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্। এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে—বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, ঊর্দ্ধে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, অধো ওঁ অনন্তায় নমঃ, মধ্যে যে দেবতার পূজা করিবে সেই দেবতায় নমঃ।

৬। সামান্যার্ঘ্য স্থাপনম্।

আপন সম্মুখে মৃত্তিকাতে জলাভ্যুক্ষণ দিয়া তাহার উপর একটী ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিবে তদুপরি জল, আতপ তণ্ডুল বা গন্ধ পুষ্প দ্বারা—ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ ওঁ পৃথিবৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে পরে "অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া কোশা প্রক্ষালন করিয়া ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলোপরি কোশাখানি স্থাপন করিবে, তদনন্তর "নমঃ বলিয়া জল দ্বারা ঐ কোশা পূর্ণ করিবে পরে ঐ কোশার অগ্রভাগে ত্রিপত্রা দূর্ব্বা গন্ধ পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল রাখিয়া জল শুদ্ধি করিবে।

কোন কোন মতে সবামে মণ্ডল করিয়া এই সকল মন্ত্র দ্বারা কোশার পরিবর্ত্তে শঙ্খ স্থাপন করিয়া তাহাতেই অর্ঘ্য স্থাপন ও জল পূরণ করিতে হয়। পূজা ভেদে ত্রিকোণ মণ্ডলোপরি একটী গোলক এবং তদুপরি একটী চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিতে হয়।

৭। তীর্থাবাহন।

কোশা পূর্ণ জলে অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা সূর্য্য মণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করাকে জল শুদ্ধি বলে। আবাহন মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা কোশাস্থ জল আলোড়ন করিতে হয়। আবাহন মন্ত্র যথা—"গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু"॥ এই মন্ত্র পাঠে তীর্থাবাহন করতঃ একটী তুলসী বা পুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ জলায় নমঃ" বলিয়া ঐ পুষ্পটী কোশাস্থ জলে দিবে এবং সেই জলের উপর "বং" মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা দেখাইয়া তাহাতে দশবার ওঁকার জপ করিবে, পরে সেই জল আপন শরীরে এবং সমস্ত পূজা দ্রব্যে অভ্যুক্ষণ দিবে অর্থাৎ ছিটা দিবে।

৮। দ্বার দেবতা পূজা।

জল শুদ্ধি হইলে সেই জলদ্বারা "ফট্" এই মন্ত্র বলিয়া পূজা গৃহের দ্বারদেশে জল সিঞ্চন করিবে অর্থাৎ ছিটা দিবে। পরে পূজা গৃহ এক দ্বার বিশিষ্ট হইলে দ্বার চতুষ্টয় কল্পনা করিয়া প্রতি দ্বারে দ্বারপালগণের পূজা করিবে যথা—"এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যোঃ নমঃ" ইতি সাধারণ সংক্ষেপ মন্ত্রঃ। বিশেষ মন্ত্র যথা—প্রথমে পূর্ব্ব দ্বারে—এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, দক্ষিণে ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, পশ্চিমে ওঁ বাং বটুকায় নমঃ, উত্তরে ওঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। তৎপরে কোণ চতুষ্টয়ে যথা—বায়ু কোণে ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, ঈশান কোণে ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ, অগ্নি কোণে ওঁ শ্রীঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ওঁ ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, নৈঋতকোণে ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এই রূপে দ্বার দেবতা পূজা করণানন্তর পূজা গৃহে প্রবেশ করিবে। পুং দেবতা হইলে অগ্রে দক্ষিণ পদক্ষেপণ আর স্ত্রী দেবতা হইলে বাম পদক্ষেপণ পূর্ব্বক গৃহ প্রবেশ করিবে। পরে ভূমি শোধন করিবে।

৯। ভূমি শোধনং।

"ওঁ পবিত্র বজ্রভূমে হুঁ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা ভূমিতে গন্ধ পুষ্প দিবে। পরে জল শোধন করিবে।

১০। জল শোধনং।

"ওঁ বজ্রোদকে হুঁ ফট্ স্বাহা" ইতি জল সব্যে আনীয় মূলেন বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিং বধ্নীয়াৎ।

১১। পুষ্প শোধনং।

ততঃ ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহা পুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে। পুষ্প চয়াব সংকীর্ণে হুঁ ফট্ স্বাহা।

১২। কর শোধনং।

একটী পুষ্প লইয়া "ঐঁ রং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া দুই করে পুষ্পটী পেষণ করিয়া নির্ম্মঞ্ছ্যাস্ত্রায় ফট্ বলিয়া বাম দিকে অথবা ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবে। তিনবার প্রণব-ওঁকার উচ্চারণ করিলেই মুখশোধন হইবে।

১৩। বিঘ্ননিবারণং।

মূল মন্ত্রে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করতঃ "অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া ঊর্দ্ধস্থ বিঘ্ননিবারণ করিবে। ঐরূপে "অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে মস্তকের চতুর্দ্দিকে

অশক্তৌ দ্বারমেকস্মিন্ কল্পয়েদ্বাশ্চতুষ্টয়ম্।
অভাবে মনসা কল্প্য দ্বারাণ্যে তৎ সমাচরেৎ॥

গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

জলাভ্যুক্ষণ দিয়া আকাশস্থ বিঘ্ন নিবারণ করিবে, পরে বাম পদ গুল্ফ দ্বারা বাম দিকে ভূমিতে " অস্ত্রায় ফট্ " বলিয়া তিনবার আঘাৎ করতঃ ভূমিস্থ বিঘ্ন নিবারণ করিবে।

১৪। ভূতাপসরণং।

দক্ষিণ হস্তে কতকগুলি তণ্ডুল নারাচ মূদ্রা দ্বারা গ্রহণ করত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গৃহের চতুর্দ্দিকে ক্ষেপন করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ অপসর্পন্তু যে ভূতা তে ভূতা ভুবি সংস্থিতা।
যে ভূতা বিঘ্ন কর্ত্তার স্তে নশ্যন্ত শিবাজ্ঞয়া॥

এই মন্ত্র পড়িয়া ঐ তণ্ডুল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া চিন্তা করিবে যে, গৃহমধ্যে যাবৎ বিঘ্ন সমস্ত নিবারিত হইল।

ওঁ বেতালশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপ সর্পন্তু তে সর্ব্বে বৈষ্ণবাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥

১৫। দিগ্বন্ধনং।

সম্মুখে ক্রমে ক্রমে মস্তকোপরি পর্য্যন্ত " ফট্ " মন্ত্রে তিনবার করতালি দিয়া মস্তকের চতুর্দ্দিকে তুড়ি দিয়া দশদিগ্বন্ধন করিবে। দক্ষিণা বর্ত্তে পূর্ব্বদিক হইতে দশদিকে তুড়ি দিয়া দিগ্বন্ধন করিবে। পরে গুরুত্রয় প্রণাম করিবে যথা—যোড় হস্ত করিয়া বামে গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্টি গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে গণেশায় নমঃ মধ্যে অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

১৬। ভূতশুদ্ধি।

ভূতশুদ্ধির বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বে বিবৃত করা হইয়াছে এস্থলে কেবল উল্লেখ মাত্র হইল। ১৯৭। ২০৪ পৃষ্ঠা দেখ।

১৭। ন্যাস।

যে দেবতার অর্চ্চনা কবিতে হইবে, ন্যাস কালীন প্রথমেই সেই দেবতার পীঠন্যাস পরে ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে, পরে করন্যাস করিবে, তৎপরে অঙ্গন্যাস করিবে তদনন্তর ব্যাপক ন্যাস করিয়া মাতৃকান্যাস করিবে। সমর্থ হইলে পরিশেষে ষোঢ়ান্যাস করিবে। ২০৪। ২১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

১৮। প্রাণায়াম।

মূল মন্ত্রে অর্থাৎ যে দেবতার অর্চ্চনা করিতে হইবে সেই দেবতার বীজ মন্ত্র ষোড়শ-বার জপদ্বারা পূবক অর্থাৎ শ্বাসবায়ু আকর্ষন, ঐ মন্ত্র চতুষষ্টিবার জপ দ্বারা কুম্ভক অর্থাৎ শ্বাসবায়ু নিরোধ এবং ঐ মন্ত্র দ্বাত্রিংশৎবার জপদ্বারা রেচক অর্থাৎ শ্বাসবায়ু ত্যাগ করিবে। ১৮৫। ১৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

করন্যাস।

যে দেবতার ন্যাস করিবে সেই দেবতার মূলমন্ত্র একাক্ষরী হইলে সেই মন্ত্র পুটিত করিয়া ন্যাস করিতে হইবে, মন্ত্র অনেকাক্ষরী হইলে কেবল আদ্য অক্ষর লইয়া ন্যাস করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে এইরূপ ন্যাস করিবে। যথা—আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, বলিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা উভয় অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে। ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, বলিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় তর্জ্জনী স্পর্শ করিবে। উং মধ্যমাভ্যাং বষট, বলিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় মধ্যমাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। ঐং অনামিকাভ্যাং হুং বলিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় অনামিকা স্পর্শ করিবে। ঔং কণিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, বলিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় কণিষ্ঠাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, বলিয়া উভয় হস্তে করতালি দিবে।

অঙ্গন্যাস।

মূলমন্ত্রে অথবা মূল মন্ত্রের প্রথম বর্ণে অথবা মন্ত্র ব্যতীত এইরূপ ন্যাস করিবে। যথা—আং হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা একত্র করিয়া হৃদয় স্পর্শ করিবে। ঈং শিরসি স্বাহা বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। উং শিখায়ৈ বষট্ বলিয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে। ঐং কবচায় হুং বলিয়া উভয় হস্তের সমস্ত অঙ্গুলি একত্র করিয়া উভয় কবচস্থান স্পর্শ করিবে। ঔং নেত্রায় বৌষট, বলিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা উভয় চক্ষুঃ স্পর্শ করিবে। অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক বাম করতলে আঘাত করিবে।

১৯। গুরু পূজা।

বাম হস্তোপরি একটী পুষ্প রাখিয়া কূর্ম্ম মুদ্রা করত গুরুদেবের ধ্যান করিবে। ধ্যান ২৬২ পৃষ্ঠা দেখ। তৎপরে এতৎ পাদ্যং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ, এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ. ঐরূপ পরম গুরুভ্যো নমঃ, পরাপর গুরুভ্যো নমঃ, পরমেষ্টি গুরুভ্যো নমঃ বলিয়া পূজা করিবে।

গুরু পঙ্‌ক্তির নাম জ্ঞাত থাকিলে গুরু মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক গুরুদেবের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক এতৎ পাদ্যং ঐং শ্রীঅমুকানন্দনাথায় শ্রীগুরবে নমঃ ইত্যাদিক্রমে পূজা করিবে। পরে তর্পণ করিবে। যথা—ওঁ গুরুং তর্পয়ামি, পরম গুরুং তর্পয়ামি, পরাপর গুরুং তর্পয়ামি, ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুং তর্পয়ামি। তদনন্তর ঐঁ ইতি গুরু মন্ত্র দশবার বা যথা-শক্তি জপ করিবে। পরে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক নমস্কার করিবে।

২০। গণেশ ও শিবাদি পঞ্চদেবতা পূজা।

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ বলিয়া গন্ধ পুষ্প দিবে পরে এতে গন্ধ পুষ্পে

ওঁ শিবাদি পঞ্চ দেবতাগণেভ্যো নমঃ। এই রূপে অথবা পৃথক্ পৃথক্ নামোল্লেখ করিয়া গন্ধ পুষ্প দিবে। যথা—এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ ভাস্করায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়েনমঃ, ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ কৌশিকৈ নমঃ। সমর্থ হইলে প্রত্যেক দেবতার ধ্যানাদি করিয়া পূজা করিবে। পরে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ, ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবিভ্যো নমঃ ওঁ গুরবে নমঃ।

২১। দেবতার ধ্যান।

বাম হস্তের করতলে একটী পুষ্প রাখিয়া কূর্ম্ম মুদ্রা দ্বারা যে দেবতার পূজা করিতে হইবে সেই দেবতার ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্পটী আপন মস্তকে দিবে।

২২। মানস পূজা।

প্রার্থনা মুদ্রাদ্বারা অর্থাৎ বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত চিত করত বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া ঈষৎ নিমিলীত নেত্রে ভাবনা করিবে যে, দেবতা ও আত্মায় অভেদ, এইরূপ অভেদ জ্ঞান করিয়া হৃৎপদ্মে দেবতার তেজোময় মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে মনে মনে দেবতাকে আসন প্রদান করিবে পরে স্বাগত বলিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিবে পরে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, আভরণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য ও মাল্যাদিদ্বারা মনে মনে পূজা করিবে, তৎপরে যথাশক্তি মনে মনে জপ করিবে। জপান্তে স্তুতিবাদ ও প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিবে। পরে সুষুম্না মার্গে তত্তেজ ব্রহ্মরন্ধ্রে আনায়ন করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করত বাম নাসা রন্ধ্রের দ্বারা প্রশ্বাস বায়ুর সহিত করতলস্থ পুষ্পে আরোপণ করাইয়া পূজাধারে সংস্থাপন করিবে।

২৩। বিশেষ অর্ঘ্যস্থাপন।

স্ববামে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল সামান্যার্ঘ্যজলদ্বারা লিখিয়া (কালী বিষয়ে "হূং" এই মন্ত্রে ত্রিকোণ, তদুপরি গোলাকার, তদুপরি চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিয়া) তদুপরি— ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ বলিয়া অক্ষত দিবে। তদুপরি ত্রিপদিকা (শঙ্খাধার) বসাইয়া ফট্ মন্ত্রে জলদ্বারা অর্ঘ্যপাত্র অর্থাৎ শঙ্খ ধৌত করিয়া ঐ ত্রিপদির উপর রাখিবে, পরে ওঁ বা মূল মন্ত্র বলিয়া তিনবারে ঐ শঙ্খ জলদ্বারা পরিপূর্ণ করিবে, পরে ওঁ বা মূল মন্ত্র অথবা নমঃ বলিয়া শঙ্খাগ্রে গন্ধ পুষ্প তণ্ডুল এবং দূর্ব্বা স্থাপন করিয়া ত্রিপদিকে "মং বহ্নি মণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" অর্ঘ্য পাত্রকে "অং সূর্য্য মণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ" জলকে "উং সোম মণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" এই তিন মন্ত্রে ঐ তিন বস্তুকে তণ্ডুলাদি দ্বারা পূজা করিয়া মূল মন্ত্র দ্বারা একটী পুষ্প দিবে। পরে অঙ্কুশ মুদ্রা করত অর্ঘ্য পাত্রস্থিত জলে তর্জ্জনীর দ্বারা আলোড়ন করত পূর্ব্বোক্ত গঙ্গেচ যমুনেচৈব মন্ত্র দ্বারা

সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিবে। পরে অমুক দেবতা ইহা গচ্ছ বলিয়া আত্ম হৃদয় হইতে তেজোময় দেবতাকে শঙ্খজলে আবাহন করিয়া "হুং" হুং এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক, ফট্ বা ববট মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা ঐ জলের উপর চালনা করিতে হইবে। পরে বৌষট্ বা ওঁ নমঃ অমুক দেবতায়ৈ বলিয়া ঐ অর্ঘ্য দর্শন করিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা আহুত দেবতার ষড়ঙ্গে পূজা করিতে হইবে। যথা—এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ ঐরূপ প্রতিবারে এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ঈং শিরসে স্বাহা, ওঁ উং শিখায়ৈ বষট্ ওঁ ঐং কবচায় হুং ওঁ ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট, ওঁ অঃ করতল পৃষ্ঠভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া গন্ধপুষ্প সেই জলে দিবে। পরে গন্ধ পুষ্প দ্বারা ওঁ বীজ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া জল মধ্যে দেবতার পূজা করিবে। পরে মৎস্য মুদ্রা দ্বারা সেই জল আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি দশবার মূল মন্ত্র জপ করিবে। পরে ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া "ফট্" বলিয়া ঐ জল নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইল এইরূপ চিন্তা করিয়া কিঞ্চিত জল সামান্য অর্ঘ্য পাত্রে দিবে বা কোশায় ঢালিয়া লইবে এবং কোশা হইতে ঐ জল পূজা দ্রব্যে কিঞ্চিৎ ছিটাইয়া দিবে।

এইরূপে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পুনরায় করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া পীঠ দেবতা পূজান্তে ইষ্ট পূজা করিবে।

২৪। পীঠ দেবতা পূজা।

একটী পুষ্প লইয়া এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ আধার শক্ত্যাদি পীঠ দেবতাভ্যো নমঃ বলিয়া সংক্ষেপ পূজা করিবে, সমর্থ হইলে পৃথক্ পৃথক্ পীঠ দেবতার পূজা করিবে। পীঠন্যাস ২১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

পরে মূল মন্ত্রে পূজাধারে যন্ত্র পুষ্পাদি নৈবেদ্যাদি ও অন্যান্য পূজোপকরণ স্থাপন করিয়া ইষ্ট পূজা আরম্ভ করিবে।

২৫। ইষ্টপূজা।

বাম হস্তে সচন্দন একটী পুষ্প রাখিয়া কূর্ম্ম মুদ্রাদ্বারা ইষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া পুষ্পটী দৃঢ় ভক্তি সহকারে ত্যাগ করিয়া প্রার্থনা করিবে। যথা—শক্তি বিষয়ে—(১)

ওঁ দেবেশি ভক্তি সুলভে পরিবার সমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরাভব॥

---

(১) প্রার্থনা-পুং দেবতা বিষয়ে।
তাবয়ং মহিমা মূর্ত্তি স্তস্যাং ত্বাং সর্ব্বগং প্রভো।
ভক্তি স্নেহ সমাকৃষ্টং দীপবৎ স্থাপয়াম্যহম্॥

এইরূপ প্রার্থনান্তে পাদ্যাদি উপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে। যথা—

১। ওঁ বীজ এতৎ পাদ্যং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।
২। " ইদমর্ঘ্যং ঐ "
৩। " ইদমাচমনীয়োদকং ঐ "
৪। " ইদং স্নানীয়োদকং ঐ "
৫। " এষ গন্ধঃ ঐ "
৬। " এতৎ সচন্দন পুষ্পং ঐ "
৭। " এতৎ সচন্দন পত্রং (বিল্ব বা তুলসী)*
৮। " এষ ধূপ ঐ "
৯। " এষ দীপ ঐ "
১০। " এতৎ সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যং "

তৎপরে ওঁ বীজ ইদং পানার্থোদকং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ, ওঁ বীজ ইদং আচমনীয়োদকং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ, ওঁ বীজ এতৎ তাম্বুলং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

পরে আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমে ইষ্টদেবতার ষড়ঙ্গে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। তদনন্তর আবরণ দেবতার পূজা করিবে পরে স্ত্রী দেবতা হইলে তাহার পতির পূজা এবং পুং দেবতা হইলে তাহার শক্তির পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে। পরে বলি প্রদান করিবে।

২৬। বলি প্রদান।

পূজাধার হইতে কিঞ্চিৎ ফল মূলাদি গ্রহণ করিয়া মন্ত্র বলিবে। যথা—ওঁ বীজ সর্ব্ব বিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো হুঁ ফট্ নমঃ এষঃ বলিঃ সর্ব্ব ভূতেভ্যো নমঃ।

২৭। নিত্য হোম।

হোম করিতে হইলে অগ্রে হোমের স্থানটী অর্ঘ্যোদকের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া পূর্ব্বাগ্রে রেখাত্রয় অঙ্কিত করিবে পরে অগ্নি আনিয়া "ওঁ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ" বলিয়া

পূজা প্রণালী—মূল মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততো দ্রব্যং সমুচ্চরেৎ।
দেবতায়ৈ ততঃ পশ্চাৎ ত্যাগাত্মক মন্ত্রং স্মরেৎ॥
৯ পটল গুপ্ত সাধন তন্ত্র।

কাল্যাদি শক্তি বিষয়ে অর্ঘ্যে স্বাহা, মধুপর্ক ও আচমনীয় দানে স্বধান্ত বস্ত্র ও আভরণ দানে নিবেদয়ামি পুষ্পে বৌষট্ অন্যত্র নমঃ ইত্যাদি বিশেষ হইবে।

* বিষ্ণু বিষয়ে—ওঁ ইদং সচন্দন তুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা বলিয়া তুলসী দিবে।

কিঞ্চিদগ্নি পরিত্যাগ করিয়ে পরে মূল মন্ত্রে অগ্নি স্থাপন করিয়া ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভূবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা বলিয়া তিনবার আহুতি দিয়া দেবতার ষড়ঙ্গ মন্ত্রে ষড়াহুতি দিতে হইবে। তৎপরে মূল মন্ত্রে ষোড়শাহুতি প্রদান পূর্ব্বক যথোক্ত হোম করিবে—অর্থাৎ যে দেবতার হোম করিতে হইবে সেই দেবতার কল্লোক্ত দ্রব্যদ্বারা হোম করিবে। যথা—শ্যামাদি দেবতার হোম করিতে হইলে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে অসিতাঙ্গাদি অষ্ট ভৈরবকে ঘৃত ও তিল সহকারে অষ্টাহুতি দিতে হয় ইত্যাদি। হোমান্তে তর্পণ করিবে।

২৮। তর্পণ।

কুসী করিয়া জল গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্র বলিবে যথা—ওঁ বীজ সাঙ্গায়া সাবর্ণায়া সায়ুধায়া সপরিবারায়া অমুক দেবতায়া শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া জল পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রী দেবতা হইলে নমঃ স্থানে স্বাহা বলিবে। তৎপরে জপারম্ভ করিবে।

২৯। জপঃ।

প্রথমে প্রাণায়াম, ঋষ্যাদি ন্যাস, ও করাঙ্গ ন্যাস করিয়া পরে স্থিরচিত্ত হইয়া মনকে সংযম করত হৃদি মধ্যে দেবতাকে ধ্যান পূর্ব্বক মন্ত্র, দেবতা ও গুরু ঐক্য করিয়া যথা শক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে। জপান্তে জপ সমর্পণ করিবে। জপ ও জপ সমর্পণ প্রণালী ২১৭। ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ। তৎপরে স্তব কবচ পাঠ করিবে।

৩০। স্তব কবচ।

দেবতার রূপ গুণ ও লীলা ইত্যাদি বর্ণনা দ্বারা স্তুতি করাকে স্তব বলে। স্তব চারি প্রকার যথা—

দেবোক্ত মুত্তমং স্তোত্রং স্বীয়োক্ত মুত্তমোত্তমং।
মুন্যুক্তং মধ্যমং জ্ঞেয়ং অধমং পণ্ডিতোক্তকং॥

গৌতমীয় তন্ত্র।

স্তব চারিপ্রকার উত্তম অত্যুত্তম মধ্যম এবং অধম। দেবোক্ত স্তব উত্তম, স্বীয়োক্ত অত্যুত্তম, মুণিকৃত মধ্যম, এবং পণ্ডিতোক্ত স্তব অধম।

"কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ"।

ঋষি চ্ছন্দাদিকং ন্যস্য পঠেৎ স্তোত্রং বিচক্ষণঃ।

ন চ স্বয়ং কৃতং স্তোত্র মন্যেনাপি কৃতং ন চ।
যস্মাৎ কলৌ ন প্রশস্তমৃশিভির্ভাষিতং পঠেৎ॥

বারাহী তন্ত্রে।

প্রণবঞ্চাদিমে দত্বা স্তোত্রং বা সংহিতাং পঠেৎ।

কৃতাঞ্জলি গললগ্ন বস্ত্র হইয়া স্তব কবচ পাঠ করিবে। মনে মনে স্তব পাঠ করিবে না, বীরের মত উচ্চৈস্বরে প্রতি অক্ষর স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবে। মধ্যে বিরাম করিবে না একচিত্ত হইয়া যত্নের সহিত ভক্তি পূর্ব্বক একাদি ক্রমে পাঠ করিবে যাঁহার যে ইষ্টদেবতা তিনি সেই দেবতার স্তব কবচ পাঠ করিবেন। পাঠান্তে প্রদক্ষিণ করিবে।

৩১। প্রদক্ষিণম্।

ততঃ প্রদক্ষিণী কুর্ব্বন্ দক্ষহস্তেঽব্জ মুত্তমম্॥
বামে ঘণ্টাং বাদয়ংশ্চ অষ্টাঙ্গ প্রণতঃ স্তবেৎ।

কালী কুলামৃত তন্ত্র ৪ পটল।

অন্তেচ প্রণবং দদ্যাদিত্যু বাচাদি পুরুষ॥
স্তোত্রে চ সংহিতায়াঞ্চশ্লোক মন্ত্যং দ্বিকচ্চরেৎ।
মনসা ন স্মরেৎ স্তোত্রং পঠেদেকাগ্র মানসঃ॥
প্রত্যক্ষর মবিস্পষ্টং কলস্বর সমাযুতম্।
ন চ মধ্যে বিরমোত যথাবৎ ক্রম যোগতঃ॥
শুদ্ধে না চল চিত্তেন পঠিতব্যং প্রযত্নতঃ।
ন কার্য্যাসক্ত মনসা কার্য্যং স্তোত্রস্য বাচনম্॥

বারাহী তন্ত্র ২ পটল।

প্রসার্য্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্র শিরা পুনঃ।
দর্শয়েদ্দক্ষিণং পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণম্॥
ত্রিধা চ বেষ্টয়েৎ সম্যক্ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণম্।
একং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীনি কুর্য্যাদ্বিনায়কে।
চত্বারি কেশবে দদ্যাচ্ছিবে চার্দ্ধ প্রদক্ষিণম্॥

তন্ত্রসারধৃত জামলে।

ত্রিকোণমথ ষট্ কোন মর্দ্ধ চন্দ্র প্রদক্ষিণম্।
দণ্ড মষ্টাঙ্গ মুগ্রঞ্চ ত্রিধা চ নতি লক্ষণম্॥
ত্রিকোনাদি ব্যবস্থাতু যদি পূর্ব্বমুখো যজেৎ।
পশ্চিমাচ্ছান্তবীং গত্বা ব্যবস্থাং নির্দ্দিশেত্ততঃ॥
যদোত্তর মুখঃ কুর্য্যাৎ সাধকো দেব পূজনম্।
তদাগচ্ছেত্তু বায়ব্যাং গত্বা কুর্য্যাত্তু সংস্থিতিম্॥
দক্ষিণাদ্বায়বীং গত্বা তস্যা ব্যাবৃত্য দক্ষিণম্।

দক্ষিণ হস্তে অব্জ অর্থাৎ অর্ঘ্যযুক্ত শঙ্খ এবং বাম হস্তে ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে এবং স্তব পাঠ করিতে করিতে বারত্রয় বামাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিবে। তদন্তে বিশেষার্ঘ্য সমর্পণ করিবে।

৩২। বিশেষার্ঘ্য সমর্পণ।

পূর্ব্ব স্থাপিত শঙ্খপাত্রস্থ অর্ঘ্য শঙ্খ সহিত ধারণ করিয়া বারত্রয় আরত্রিক কার্য্যের মত ভ্রামণ করতঃ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যার্পণ করিবে। যথা—

"ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণম্ ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীঅমুক দেবতাচরণে সমর্পয়ামি"।

৩৩। নমস্কার।

কায়িকো বাচিকশ্চৈব মানস স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
নমস্কারাস্তু তত্ত্বজ্ঞৈ রুত্তমাধম মধ্যমাঃ॥

বৃহস্পতিঃ।

কায়িক বাচিক ও মানসিক ভেদে নমস্কার তিন প্রকার।

তত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা এই তিন প্রকার নমস্কার পুনরায় উত্তম মধ্যম ও অধম মতে প্রকার ভেদ করিয়াছেন*।

সর্ব্বাপেক্ষা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম প্রশস্ত। কারণ, ইহা দেবতাগণের প্রীতি প্রদায়ক। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম যথা—

গত্বা যোঽসৌ নমস্কারঃ সোঽৰ্দ্ধ চন্দ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সকৃৎ প্রদক্ষিণং কৃত্বা বর্ত্তুলাকৃতি সাধকঃ।
নমস্কারঃ কথ্যতেঽসৌ প্রদক্ষিণ ইতি দ্বিজৈঃ॥
প্রদক্ষিণং বিনা যস্তু নিপত্য ভুবি দণ্ডবৎ।
দণ্ড ইত্যুচ্যতে দেবৈঃ সর্ব্বদেবৌঘ মোমদ॥

শ্যামার্চ্চন চন্দ্রিকাধৃত ভাব চূড়ামনৌ।

* কায়িকোত্তমঃ।

প্রসার্য্য পাদৌ হস্তৌ চ পতিত্বা দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ।
জানুভ্যামবনীং গত্বা শিরসা স্পৃশ্য মেদিনীং।
ক্রিয়তে যো নমস্কার উত্তমঃ কায়িকস্তু সঃ॥ কালিকা পুরাণ।

হস্ত পদ প্রসারণ পূর্ব্বক দণ্ডাকারে ভূমিষ্ঠ হইয়া জানু বক্ষঃ এবং মস্তক দ্বারা মৃত্তিকা লুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রণাম করাকে উত্তম কায়িক বলে।

পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥

সনৎকুমার তন্ত্র।

কর, চরণ, জানু, উরু, মস্তক, চক্ষুঃ, বচন এবং মন এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হইয়া একত্রে নমস্কার করাকে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার বলে।

পঞ্চাঙ্গ নমস্কার।

পদ্ভ্যাং করাভ্যাং শিরসা পঞ্চাঙ্গ প্রণতিঃ স্মৃতা।
অষ্টাঙ্গ উত্তমো জ্ঞেয়ঃ ষঠ পঞ্চ মধ্যমঃ স্মৃতঃ॥ ঐ॥

পদদ্বয় করদ্বয় এবং মস্তক এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা নমস্কার করাকে পঞ্চাঙ্গ নমস্কার বলে। তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গ নমস্কার উত্তম এবং ষট্ বা পঞ্চাঙ্গ নমস্কার মধ্যম।

কায়িক মধ্যমঃ।

জানুভ্যাং ক্ষিতিং সংস্পৃষ্ট্বা শিরসা স্পৃশ্য মেদিনীং।
ক্রিয়তে যো নমস্কারো মধ্যমঃ কায়িকস্তু সঃ॥

জানুদ্বয় এবং মস্তক ভূমি সংযুক্ত করণ পূর্ব্বক যে প্রণাম তাহা মধ্যম কায়িক।

কায়িকাধমঃ।

পুটীকৃত্য করৌশীর্ষে দীয়তে তদযথা তথা।
অস্পৃষ্ট্বা জানুশীর্ষ্যাভ্যাং ক্ষিতিং সোঽধম উচ্যতে॥

জানু এবং মস্তক ভূমি সংযুক্ত করণ ভিন্ন কেবল জোড়হস্ত করিয়া মস্তকে যে দেওয়া হয় সে অধম কায়িক।

বাচিকোত্তমঃ।

যঃ স্বয়ং গদ্যপদ্যাভ্যাং ঘটীতাভ্যাং নমস্কৃতিঃ।
ক্রিয়তে ভক্তি যুক্তৈর্ব্বা বাচিক স্তূত্তমঃ স্মৃতঃ॥

নিজে গদ্য পদ্য রচনা দ্বারা যে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করা হয় তাহা উত্তম বাচিক।

বাচিক মধ্যমঃ।

পৌরাণিকৈ বৈদিকৈর্ব্বা মন্ত্রৈর্বা ক্রিয়তে নতিঃ।
মধ্যমোঽসৌ নমস্কারো ভবেদ্বাচনিকঃ সদা॥

পুরানোক্ত বা বেদোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যে প্রণাম তাহা মধ্যম বাচিক।

বাচিকাধমঃ।

স বাচিকোঽধমো জ্ঞেয়ো নমস্কারেষু পুত্রকৌ।

এই সকল নমস্কার মধ্যে দেবতার নমস্কার মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যিনি যে প্রকার নমস্কার করিতে সমর্থ তিনি ভক্তিভাবে সেইরূপেই নমস্কার করিবেন।

৩৪। কৃতাঞ্জলিঃ পাঠঃ।

নমস্কারান্তে ভূমি হইতে উত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পাঠ করিবে। যথা—

যদ্দত্তং ভক্তিভাবেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
আবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্ গৃহাণানুকম্পয়া॥
ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং যদর্চ্চিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥

৪ পটল কালীকুলামৃত তন্ত্র।

অপিচ—

কর্ম্মণা মনসা বাচা ত্বত্তো নান্যা গতির্ম্মম।
অন্তশ্চারেণ ভূতানাং দ্রষ্টা ত্বং পরমেশ্বর॥
নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরব্যয়াস্তু সদা ত্বয়ি॥

শিবার্চ্চন চান্দ্রিকা।

স্ত্রীদেবতা হইলে পরমেশ্বর স্থানে পরমেশ্বরী এবং নাথ স্থানে মাত ইতি পাঠ করিবেন।

৩৫। কর্ম্মার্পণম্।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা, বুদ্ধ্যাত্মনা বা প্রকৃত স্বভাবাৎ।
করোমি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ, নারায়ণায়েহ সমর্পয়ামি॥

মানস প্রণামঃ।

ইষ্টমধ্যানিষ্টগতৈ র্মনোভি স্ত্রিবিধং পুনঃ।
মননং মানসং প্রোক্ত মুত্তমাধম মধ্যমং॥
ত্রিবিধে চ নমস্কারে কায়িক শ্চোত্তমঃ স্মৃতঃ।
কায়িকৈস্তু নমস্কারৈ র্দেবা স্তুষ্যন্তি নিত্যশঃ॥
অয়মেব নমস্কারো দণ্ডাদি প্রতিপত্তিভিঃ।
প্রণাম ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স পূর্ব্বং প্রতিপাদিতঃ॥

সাধুবাসাধু বা কৰ্ম্ম যদ যদা চারিতং ময়া।
তৎ সৰ্ব্বং ভগবন্ বিষ্ণো গৃহাণারাধনং মম॥
গজাস্যাদিত্য পঞ্চাস্য শক্তি সিংহাস্য রূপবান।
মম কৃত্যেন সর্ব্বাত্মা রামঃ প্রীণাতু চিদ্বপুঃ॥

এই মন্ত্র বলিয়া দেবতার দক্ষিণ করে এবং দেবীর বাম করে শঙ্খ জল অর্পণ করিবে।

৩৬। আত্ম সমর্পণং।

ওঁ যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া সুকৃত দুষ্কৃতং।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎ প্রযুক্তঃ করোম্যহং॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিশেষার্ঘ্য জল গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ জল পরিত্যাগ করিয়া আত্ম সমর্পণ করিবেন।

৩৭ ক্ষমা প্রার্থনা।

পুং দেবতা বিষয়ে

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

আত্ম-সমর্পণ বিধিঃ।

শিব গীতায়াং শ্রীরামং প্রতি শিববাক্যং। যথা—
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
তৎ সর্ব্বং রাঘব শ্রেষ্ঠ কুরুষ্ব চ মদর্পণং॥

প্রকারান্তর ক্ষমা প্রার্থনা।

ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বরোহরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রণীতং জগৎ॥
অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥
যদ সাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্য জানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরের্ণাম কীর্ত্তিনাৎ॥
যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণ ভবতু তৎসর্ব্বং তৎ প্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥

এতৎ কর্ম্ম ফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণ মন্ত্র বলিয়া একটু জল দিবে।

স্ত্রীদেবতা বিষয়ে।

জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যন্ময়া ক্রিয়তে শিবে।
তবকৃত্যমিদং সর্ব্বমিতি জ্ঞাত্বা ক্ষমস্ব মে॥

তৎপরে প্রধান দেবাঙ্গে আবরণ দেবতাগণের লয় চিন্তা করিবে।

৩৮ বিসর্জ্জনং।

ঈশান কোনে জলাভ্যুক্ষণ দ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া সংহার মুদ্রাদ্বারা পূজাধার হইতে একটী নির্ম্মাল্য পুষ্প গ্রহণ করিয়া তাহাতে তেজোময় দেবতাকে আনায়ন পূর্ব্বক "ওঁ অমুক দেব বা দেবী ক্ষমস্ব" বলিয়া ঐ নির্ম্মাল্য পুষ্পটী নাসিকাগ্রে লইয়া আঘ্রাণ করিয়া চিন্তা করিতে হইবে যে, তেজোময় দেবতাকে শ্বাস পথ দ্বারা স্বহৃৎপদ্মে আনায়ান করিয়া পূর্ব্ববৎ পুনঃ স্থাপন করা হইল। পরে নীয়মান ক্রমে ঐ পুষ্প সহিত হস্তদ্বয় আনায়ন করিয়া সেই পুষ্পটী পূর্ব্বকৃত ত্রিকোন মণ্ডলে রাখিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া নির্ম্মাল্য পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। যথা—শক্তি বিষয়ে

ততস্তদ্দেব দেবেশং তেজঃ পুঞ্জ মনাময়ম্।
চিন্তয়িত্বা সাধকেন্দ্রঃ সংহারাখ্য সুমুদ্রয়া॥
গৃহীত্বা পুষ্প সংযোগৈর্ণাসান্তঃ শ্বাস বর্ত্মনা।
প্রণবেন মহাদেবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ব কারণং।
সর্ব্বস্য জগতাধারং ভক্ত্যাহৃদি বিসর্জ্জয়েৎ॥

স্মৃত সংহিতা।

অপিচ।

সংহার মুদ্রাং বদ্ধায় তেজো রূপাং মহেশ্বরীম্।
বিভাব্য পুষ্পেণাহৃত্য নাসাধ্ব বায়ুনা শিবে॥
নিবেশ্য ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রারে সরোরুহে।
বিশ্রাম্য মধ্যনাড্যাস্তা মানীয় হৃদয়াম্বুজে॥
সংস্থাপ্য সম্যক্ সংপূজ্য স্বাত্মানং তন্ময়ং স্মরেৎ॥

হংসপরমেশ্বর তন্ত্র।

অপিচ।

দেবি ক্ষমস্ব মন্ত্রেন সংহারেণ বিসর্জয়েৎ।
হৃদ্যারোপ্য চ তত্তেজঃ পুষ্পেণ সহ নাসয়া॥
কিঞ্চিন্নৈবেদ্য শেষঞ্চ দদ্যাদীশানকোণতঃ।
প্রণবোচ্ছিষ্ট চাণ্ডাল্যৈ হৃদেতি মনুনা মুনে॥

(শেষিকায়ৈ নমঃ) হ্রীঁ নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ, কালিকাদি বিষয়ে (উচ্ছিষ্ট চাণ্ডলিন্যৈ-নমঃ) বিষ্ণু বিষয়ে (বিশ্বক সেনায় নমঃ) শিব বিষয়ে (চণ্ডেশ্বরায় নমঃ) সূর্য্য বিষয়ে (চণ্ডাংশবে নমঃ) গনেশ বিষয়ে (বক্র তুণ্ডায় নমঃ) বা উচ্ছিষ্ট গণেশায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে*। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নৈবেদ্যাংশ সমর্পণ করিবে।

মন্ত্র যথা –

ওঁ লেহ্য চূষ্যান্ন পানাদি তাম্বুল স্রগ্বিলেপনম্।
নির্ম্মাল্য ভোজিনে তুভ্যং দদামি শ্রীশিবাজ্ঞয়া॥

এই মন্ত্র বলিয়া শাক্ত শৈব গানপত্য ও সৌর সম্প্রদায়গণ নৈবেদ্যাংশ নিবেদন করিবেন আর বৈষ্ণবগণ এই মন্ত্রে নিবেদন করিবেন যথা—

সর্ব্বদেব স্বরূপায় পরায় পরমেষ্ঠিনে।
শ্রীরাম সেবা যুক্তায় বিশ্বক্সেনায়তে নমঃ॥

শ্রীরাম স্থানে শ্রীবিষ্ণু আদি পদমূহ্যং। অর্থাৎ শ্রীরাম স্থানে শ্রীবিষ্ণু পদ বলিবে। তদনন্তর মস্তকে নির্ম্মাল্য ধারণ করিয়া কিঞ্চিৎ নৈবেদ্য গ্রহণ করতঃ যথেচ্ছা সুখে বিহার করিবে।

নিত্য পূজায় যদি যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয় তাহা হইলে আবাহন বিসর্জ্জন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠাদি আবশ্যক নচেৎ না।

ইতি নিত্য পূজাপদ্ধতি সমাপ্ত।

---

*শ্রীরাম সেবা যুক্তায় বিশ্বক্সেনায়তে নমঃ।
শতাংশং বা সহস্রং বা অন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥
গনেশে বক্র তুণ্ডায় সূর্য্যে চণ্ডাংশাবহর্পয়েৎ।
শক্তাবুচ্ছিষ্ট চাণ্ডাল্যৈ শিবে চণ্ডেশ্বরায় চ॥

নির্ম্মাল্য পুষ্পটী গ্রহণ করিয়া ক্ষমস্ব বলিয়া এই মন্ত্র বলিতে হইবে যথা—

ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বর।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা লভেয়ুঃ পরমং পদং॥

পরে পুষ্পটীর ঘ্রান লইয়া বলিতে হইবে যথা—

ওঁ তিষ্ঠ তিষ্ঠ পরে স্থানে স্বস্থানে পরমেশ্বর।
যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে সুরাস্তিষ্ঠন্তি মে হৃদি॥

নৈমিত্তিক-পূজা বিধি।

নিত্য পূজায় যে সকল পদ্ধতি উল্লিখিত হইয়াছে নৈমিত্তিক পূজায় তদতিরিক্ত অন্য কয়েকটী পদ্ধতি বেশী ব্যবহৃত হয়। এস্থলে সেই অতিরিক্ত পদ্ধতি কয়টি মাত্র উল্লেখ করা হইবে। যথা—সূর্য্যার্ঘ্য অর্পণ, পুন্যাহাদিবাচন, সঙ্কল্প, সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ, বরণ প্রণালী, ঘটস্থাপন প্রণালী, মুদ্রাপ্রদর্শন, মূর্ত্তিকল্পনা, করাঙ্গন্যাস, পুনর্ধ্যান, আবাহন, যোনিমুদ্রা, চক্ষুঃদান, প্রাণ প্রতিষ্ঠা, ভোগ, আরত্রিক, বলিদান, হোম, দক্ষিণা ও বৈগুণ্য সমাধান।

সূর্য্যার্ঘ্য অর্পণ।

সূর্য্যার্ঘ্য অর্পণ বিধি ৩২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

পুণ্যাহাদি বাচন।

কর্ম্মকর্ত্তা কৃতাঞ্জলি হইয়া তিনবার পুণ্যাহ বচন পাঠ করিবে। যথা—ওঁ কর্ত্তব্যেহস্মিন্ অমুক পূজা কর্ম্মনি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। পুরোহিত বলিবেন-ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং। কর্ম্মকর্ত্তা—ওঁ কর্ত্তব্যেহস্মিন্ অমুক পূজা কর্ম্মনি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। পুরোহিত—ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি। কর্ম্মকর্ত্তা ওঁ কর্ত্তব্যেহস্মিন্ অমুক পূজা কর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। পুরোহিত—ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং বলিবেন।

সঙ্কল্প প্রকার।

কোশা হইতে কুশিপূর্ণ জল গ্রহণ করিয়া তাহাতে তিল তুলসী ত্রিপত্র হরিতকী বা গুবাক রাখিয়া উত্তরাস্যে বীরাসনে উপবিষ্ট হত্তনানন্তর ভূমিতে জানু নত করিয়া সঙ্কল্প (১) করিবে। যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাঃ (বা অমুক দাসঃ) সর্ব্বাপচ্ছান্তি

---

(১) সঙ্কল্প পরার্থে হইলে পুরোহিত প্রথমে স্বনামে সঙ্কল্প করিয়া পরে এইরূপ বলিবেন—'অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণো বা অমুক দাসো—পূজাকর্ম্মাহং করিষ্যামি"। যজমান শূদ্রাণী হইলে—অমুক গোত্রায়াঃ শ্রীমতি অমুকী দাস্যাঃ; ব্রাহ্মণী হইলে—অমুক গোত্রায়া শ্রীমতি অমুকী দেব্যা বলিতে হইবে। স্বয়ং সঙ্কল্প করিলে অমুক গোত্রায়া অমুকী দেবী বা দাসী ইত্যাদি বলিতে হইবে।

পূর্ব্বক অমুক দেবতা প্রীতিকামঃ শ্রীঅমুক দেবতা পূজা কর্ম্মাহং করিষ্যে। খৃহিত-জলমৈশান্যাং ক্ষিপেৎ-অর্থাৎ সাঙ্কল্প্য জল ঈশান কোনে পরিত্যাগ করিবে। পরে কুশিখানি অধোমুখে রাখিয়া স্বশাখোক্ত সঙ্কল্প সূক্ত (২) পাঠ করিয়া এই মন্ত্রে তদুপরি অক্ষত দিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু ওঁ তৎসৎ"।

বরণ প্রণালী।

কর্ম্মকর্ত্তা কৃতাঞ্জলি হইয়া পুরোহিতকে বলিবেন—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাং"। পুরোহিত বলিবেন—"ওঁ সাধ্বহমাসে"। কর্ত্তা—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং"। পুরোহিত—'ওঁ অর্চ্চয়। পরে কর্ত্তা সপুষ্প বস্ত্রালঙ্কারাদি পুরোহিতকে অর্পণ করিয়া অক্ষত হস্তে তাঁহার জানু স্পর্শ পূর্ব্বক বলিবেন—বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা মৎ সঙ্কল্পিত অমুক পূজা কর্ম্মণি পূজাদি কর্ম্ম করনায় অমুক গোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মানমেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্ত মহং বৃণে। পুরোহিত বলিবেন—ওঁবৃতোঽস্মি। কর্ত্তা—ওঁ যথা বিহিতং পূজাদি কর্ম্ম কুরু। পুরোহিত—যথা জ্ঞানং করবাণি।

ঘটস্থাপণ প্রণালী।

ভূমি ধান্যং ঘটশ্চৈব সিন্দূরং পল্লবং তথা।
জলং ফলং তথা পুষ্পং স্থিরীকরণ মে বচ ॥

ভূমি, ধান্য, ঘট, সিন্দূর, পল্লব, জল, ফল, পুষ্প ও স্থিরীকরণ ক্রিয়া ঘটস্থাপন কার্য্যে প্রয়োজন। অর্থাৎ এই কয়টী দ্রব্য দ্বারা ঘটকে অলঙ্কৃত করিয়া স্থাপন করিতে হয়।

---

(২) সঙ্কল্প সূক্ত।

ঋগ্বেদী সূক্তং—ওঁযাগুং কুর্য্যাসিনীবালী যারাকায়ঃ সরস্বতী ইন্দ্রাণী বাহ্ব উতয়ে বরুণানী স্বস্তয়ে।

যজুর্ব্বেদী সূক্তং—ওঁ যজ্জাগ্রতো দূর মুদৈতি দৈবং তদসুপ্তস্য তথৈবেতি দূরংগমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মেমনঃ শিব সঙ্কল্প মস্তু।

সামবেদী সূক্তং—ওঁ দেবোবো দ্রবিণোদা পূর্ণং বিবষ্টাসিচ মুদ্বাসিঞ্চধ্ব মুপবা প্রণুধ্ব মাদিদ্বো দেবোঽহতে।

একটী সুলক্ষণ ঘট আনিয়া উত্তম জলদ্বারা পূর্ণ করিবে পরে ঘট গাত্রে দধ্যক্ষত ও সিন্দূর পুত্তলি অঙ্কিত করিবে এবং অলক্ত, ধান্য, মাল্য, ফল (নারিকেল বা রম্ভা) ও পঞ্চ পল্লব (অশ্বত্থ বট আম্র পাকুড় যজ্ঞডুম্বুর) ইত্যাদি ঘটোপরি বিন্যাস করিয়া স্থাপন করিবে। যে স্থানে ঘট স্থাপন হইবে সেই স্থানটী মৃত্তিকা ও পঞ্চশস্য (যব ধান্য তিল গম্ ও মুগ) দ্বারা বিস্তার করিবে এবং ঐ বিস্তৃত পঞ্চশস্য যুক্ত মৃত্তিকোপরি ঘটস্থাপন করিবে। ঘটস্থাপন মন্ত্র প্রণালী চার প্রকার, যথা—যজুর্ব্বেদী, ঋগ্বেদী, সামবেদী এবং তান্ত্রিকী। বাহুল্য ভয়ে মন্ত্র * সকল উল্লেখ করা হইল না।

মুর্ত্তি কল্পনা বা পুনঃ ধ্যান।

যে দেবতার অর্চ্চনা করা হইবে সেই দেবতার মূর্ত্তি মন মধ্যে কল্পনা করিবে। কল্পনা কালে—"মূল শ্রীঅমুক দেব মূর্ত্তিং কল্পয়ামি" বলিয়া কল্পনা করিবে। পরে ঐ কল্পিত মূর্ত্তিতে করাঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্ম মুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করত সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত ব্রহ্মবর্ত্ম দ্বারা হৃদয়কমলস্থিত দেবতাকে সহস্রারে নিয়োজিত করিয়া নিশ্বাসপথ দ্বারা দীপহইতে প্রজ্বলিত অন্য দীপের ন্যায় দেবতা হইতে অপর দেবতার আবির্ভাব করিয়া করস্থ পুষ্পে সংস্থাপন করিয়া দৃঢ় ভক্তি সহকারে ঘটোপরি ঐ পুষ্পটী প্রদান করিবে, তৎপরে কল্পিত মূর্ত্তির আবাহন করিবে।

আবাহন।

কৃতাঞ্জলি হইয়া—মূলোচ্চারণ পূর্ব্বক অমুক দেব দেবী ইহা গচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইহ সন্নিহিতা ভব ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

এই মন্ত্র বলিয়া মূল মন্ত্র দ্বারা বিশেষার্ঘ্যের জল লইয়া দেবাঙ্গে প্রোক্ষণ করিবে।

ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব যাবৎ পূজা করম্যহং।

শক্তি বিষয়ে।

ওঁ দেবেশি ভক্তি সুলভে পরিবার সমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বাং সুস্থিরা ভব॥

পুং দেবতা বিষয়ে।

তবেয়ং মহিমা মূর্ত্তিস্তস্যাং ত্বাং সর্ব্বগং প্রভো।
ভক্তি স্নেহ সমাকৃষ্টং দীপবৎ স্থাপয়াম্যহং॥

---

* ভূমি ধরিয়া, ধান্য ধরিয়া, ঘট ধরিয়া, পল্লব ধরিয়া, ফল ধরিয়া, জল দ্বারা ধরিয়া পুষ্প দ্বারা ধরিয়া প্রত্যেকটীতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

এইরূপে আবাহন করিয়া মুদ্রাদিদ্বারা অবগুণ্ঠন, সকলীকরণ, অমৃতীকরণ, পরমীকরণ এবং যোনিমুদ্রা প্রদর্শনাদি করাইতে হয়।

চক্ষুঃদান।

ঘৃতাক্ত বিল্বপত্রে দীপশিখাদ্বারা কজ্জ্বল করিয়া তদ্দ্বারা প্রথমে ঊর্দ্ধ নেত্র পরে দেবতার দক্ষিণ নেত্রে পরে বাম নেত্রে গায়ত্রী বা মূল মন্ত্র দ্বারা অঞ্জন করিয়া দিবে।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

অস্য-প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্রস্য ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশরা ঋষয় ঋগ্ যজুঃ সামানি ছন্দাংসি চৈতন্যং দেবতা প্রাণ প্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগ। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতার গণ্ডে হস্তার্পণ পূর্ব্বক—ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুক দেবতায়াঃ প্রাণা ইহপ্রাণাঃ। পুনরায় বক্ষস্থলে হস্তার্পণ করিয়া ঐ মন্ত্রটী পাঠ পূর্ব্বক অমুক দেবতায়াঃ "জীব ইহস্থিত" বলিবে। পরে ঐ মন্ত্রটী পুনরায় আবৃত্তি করিয়া "অমুক দেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি" বলিবে। পুনরায় ঐ মন্ত্রটী উচ্চারণ করিয়া অমুক দেবতায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। পরে দেবতার হৃদয়ে পূর্ব্বাক্ষত ও পুষ্প ধারণ করিয়া—ওঁ মনোজ্যোতি র্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতি র্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু, বিশ্বেদেবা স ইহ মাদযন্তা মোম্ প্রতিষ্ঠ। ওঁ অস্যৈ (পুংদেবতা-অস্মৈ) প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ, অস্যৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈঃ স্বাহা বলিবে। পরে যথাক্রমে নিত্য পূজায় লিখিতানুযায়ী পূজা করিবে।

আরত্রিক ক্রিয়া।

একত্রে পঞ্চ সপ্ত বা নবম প্রদীপমালা প্রজ্জ্বলিত করিয়া আরত্রিক ক্রিয়া করিতে হয়। প্রথমে কোশার বামদিকে ভূমিতে জল দ্বারা একটী ত্রিকোন মণ্ডল করিয়া তদুপরি প্রজ্জ্বলিত পঞ্চপ্রদীপ স্থাপন করিয়া "আরত্রিক দীপায নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিবে। পরে "অমুক দেবায় নমঃ" বলিয়া দীপ উৎসর্গ করিবে। পরে অমুক দেবায় নমঃ বলিয়া দশবার জপ করিয়া দণ্ডায়মান হওত ভূমিতে বাম পদ এবং আসনোপরি দক্ষিণ পদ রাখিয়া যজ্ঞোপবিতের সহিত উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে আরত্রিক করিবে।

আরত্রিক দীপমালা পাদ সন্নিকটে চারিবার নাভিদেশে দুইবার মুখমণ্ডলে বারত্রয় এবং সর্ব্বাঙ্গে সপ্তবার ঘুরাইবে। এই প্রথানুসারে কর্পূর দীপ দ্বারা, শঙ্খদ্বারা, বস্ত্র-দ্বারা, পুষ্পদ্বারা এবং দর্পণদ্বারা ও চামরদ্বারা আরত্রিক করিবে। পরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবে।

হোম ও বলিদান বিধি অতি বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

দেবাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করার নাম সকলী করণ।

শান্তিমন্ত্র।

যজুর্ব্বেদী—ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনোযজুঃ প্রপদ্যে সাম প্রাণং প্রপদ্যে, চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে বাগোযঃ সহজোময়ি প্রাণাপানয়ো র্জন্মেছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য বাতিতীর্ণং বৃহস্পতি র্ম্মেত দধাতু শন্নো ভবতু ভুবনস্যয়স্পতিঃ। ওঁ স্বস্তিন ইন্দ্রো-বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তিনঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তিন স্তার্ক্ষোঽরিষ্টনেমি স্বস্তি নো বৃহস্পাতি র্দধাতু। ওঁ সুরস্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ। বাসুদেবো জগন্নাথ স্তথা শঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ। প্রদ্যুম্ন শ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায়তে। আখণ্ডলোঽগ্নি র্ভগবান যমোবৈ নিঋতি স্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষ্যস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষোদিকপালাঃ পান্তুতে সদা। কীর্ত্তিলক্ষ্মী ধৃতির্ম্মেধা পুষ্টি শ্রদ্ধা ক্ষমামতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তি স্তুষ্টীশ্চ মাতবঃ। এতাস্তা মভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ সুসং যুতাঃ। আদিত্য শ্চন্দ্রমাভৌমো বুধজীব সিতার্কজাঃ। গ্রহাস্তা মভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ। ঋষয়ো মুনয়োগাবো দেবমাতর এব চ। দেব পত্ন্যোঽধ্বরা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্ সরসাং-গণাঃ। অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানিচ। ঔষধানিচ রত্নানি কালস্যা বয়বাশ্চযে। সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদানদাঃ দেব দানব গন্ধর্ব্বা যক্ষ রাক্ষসপন্নগা।

ঋগ্বেদী—সদ্দলী পাবয়ন্তে তনুঞ্চয়ন্তি বচোযথা আভ্যাবন্তং যমাবন্তং যত্র বেদমিতি ব্রুবন্ যায়া কেতুং পুবস্পৃহং ভারতী ব্রহ্মবর্দ্ধনী সঞ্জনানা মভিহিতো যত্র বেদমিতি ব্রুবন্ ইন্দ্রস্তং কিং বিভুং প্রভুং ভানুনায়ং সরস্বতীং তেন সূর্য্য মবোচয়ৎ যে নোমে রোদসি উভে যুষস্বাগ্নে আঙ্গীরসঃ কান্নং মেদ্যা তিথি মাত্মা সোমস্য ববৃহৎ শোতস্যুর্ম্মধুমোত্তমঃ যুবস্বাগ্নে আঙ্গিরসঃ শোতস্যুর্দ্দেবরীতমঃ আশান্ত মাশান্তমাভিঃ শান্তে স্বস্তি নকুর্ব্বতঃ শন্নঃ কণিক্রদন্দেব পর্য্যন্যোঽভিবর্যতু ঔষধয়ঃ প্রদীপন্তাং শন্নোদ্যাবা পৃথিবী সংপ্রজাভ্যঃ শন্নোঽস্তু দ্বিপদেশঞ্চতুষ্পদে। ওঁ স্বস্তিন ইন্দ্রোবৃদ্ধ শ্রবাঃ স্বস্তির্ণঃপূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তিন স্তার্ক্ষোঽরিষ্টনেমি স্বস্তিনো বৃহস্পতি র্দধাতু। ইত্যাদি যজুর্ব্বেদীমত বলিবে।

সামবেদী—ওঁ মহাবামদেব্য ঋষি র্ব্বিরাটগায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা শান্তি কর্ম্মনি বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্রা আভুব দূতী সদাবৃধঃ সথাকয়া সুচিষ্টয়া বৃতা। ওঁ কস্ত্বাসত্যো মদানাং মংহিষ্টো মৎস দন্ধসঃ দৃঢ়াচি দারুজে বসু। ওঁ অভিযুণঃ সখীনা মবিতা জরিত্রীনাং সতম্ভবা স্যূতয়ে। ওঁ স্বস্তিন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তিনঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বাস্তিন স্তার্ক্ষোঽরিষ্টনেমি স্বস্তিনো বৃহস্পতি র্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি॥

দক্ষিণান্ত বিধি।

যে বস্তু দক্ষিণা দেওয়া হইবে প্রথমে তাহা অর্চ্চনা করিয়া ধারণ পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা রজতখণ্ড (টাকা) হইলে—রজতখণ্ডায় নমঃ, হরিতকী হইলে—

হরিতকী ফলায় নমঃ বলিয়া জলের ছিটা দিবে। পরে-বিষ্ণু রোম্ তৎসদিত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা, পরার্থে হইলে স্বনামোল্লেখান্তে (অমুক গোত্রস্য শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণঃ) কৃতৈতৎ মৎ সংকল্পিত অমুক কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন মূল্যং অমুক গোত্রায় শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় অর্চ্চকায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে। পূজকো গৃহীত্বা স্বস্তীতি বদেৎ॥

অচ্ছিদ্রাব ধারণ।

কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ কৃতৈতৎ অমুক কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু বলিবে।

বৈগুণ্য সমাধান।

কিঞ্চিৎ জল হস্তে লইয়া—বিষ্ণুরোম ইত্যাদি পাঠ পূর্ব্বক অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ অমুক কর্ম্মণি যৎবৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু স্মরণ-মহং করিষ্যে—ওঁবিষ্ণু ওঁবিষ্ণু ওঁবিষ্ণু। শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি হরিবোল হরি।

ইতি নৈমিত্তিক পূজা পদ্ধতি সমাপ্ত।

বৈশ্বদেব বিধিঃ।

দেব পূজান্তে বৈশ্বদেব হোম করিতে হয়। যথা—

পৌরুষেণ তু সূক্তেন তত্র বিষ্ণুং সমর্চ্চরেৎ।
বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যাদ্বলি কর্ম্ম তথৈব চ॥

পুরুষ সূক্তের দ্বারা বিষ্ণু অর্চ্চনা করিয়া অর্থাৎ দেবাদি পূজা করিয়া বৈশ্বদেব হোম করিবে পরে হোমাবশিষ্টদ্বারা বলি প্রয়োগ করিবে।

সংস্থাপিত অগ্নিতে অন্ন আমান্ন বা ফলদ্বারা হোম করিতে হয়। অগ্নি সংস্থাপনে অক্ষম হইলে পাত্রান্তরে বা স্থলে হোম করিবে। পূর্ব্বাভিমুখে উপবীতি অর্থাৎ সাধারণ

কৃত্বা শ্রাদ্ধং মহাবাহো ব্রাহ্মণাংশ্চ বিসৃজ্য চ।
বৈশ্ব দেবাদিকং কর্ম্ম ততঃ কুর্য্যান্নরাধিপ॥
পিতৃ শ্রাদ্ধ মকৃত্বা তু বৈশ্বদেবং করোতি যঃ।
অকৃতং তদ্ভবেচ্ছ্রাদ্ধং পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতে॥

ভবিষ্য পুরাণ।

অকৃতে বৈশ্বদেবে তু ভিক্ষুকে গৃহমাগতে।
উদ্ধৃত্য বৈশ্বদেবান্নং ভিক্ষাং দত্বা বিসর্জ্জয়েৎ॥

ব্যাসঃ।

উত্তরিয় ও পবিত্র পাণি হইয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া দেবতীর্থ দ্বারা (তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা) ঘৃত দুগ্ধ দধি বা জল সংযুক্ত অন্নে হোম করিবে। হোম মন্ত্র যথা—

১ ওঁ ভূঃ স্বাহা। ২ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ৩ ওঁ স্বঃ স্বাহা। ৪ ওঁ দেবকৃত স্যৈন সোঽবযজন মসি স্বাহা। ৫ ওঁ পিতৃকৃত স্যৈন সোঽবযজন মসি স্বাহা। ৬ ওঁ মনুষ্যকৃত স্যৈন সোঽবযজন মসি স্বাহা। ৭ ওঁ অস্মাৎ কৃতস্যৈন সোঽবযজন মসি স্বাহা। ৮ ওঁ যাদ্দি বাচনকৃষ্কেনশ্চক্রিম যত স্যাবযজন মসি স্বাহা। ৯ ওঁ যৎস্বপন্তশ্চ জাগ্রন্তস্যৈনশ্চক্রিম তস্যাবযজন মসি স্বাহা। ১০ ওঁ যদ্বিদ্বাংসশ্চাবিদ্বাংস স্যৈনশ্চক্রিম তস্যাবযজন মসি স্বাহা। ১১ ওঁ এনস এনসোঽবযজন মসি স্বাহা। ১২ ওঁ অগ্নয়েস্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। এই দ্বাদশ মন্ত্রের দ্বারা দ্বাদশবার হোম করিয়া বলি প্রদান করিবে। বলি প্রদানে স্বয়ং অক্ষম হইলে পুত্র, ভ্রাতা, পুরোহিত, শিষ্য, ভাগিনেয়, মাতুল, পত্নী, শ্রোত্রিয় এবং যাজ্য, ইহাদিগের দ্বারা সম্পন্ন করিবে।

বলী প্রয়োগ।

ভূমিতে জলক্ষেপ করিয়া হোমের শেষান্ন অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক—"ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ" বলিয়া ভূমিতে বলি দিবে, তদনন্তর ঐ বলির উপরিভাগে উক্ত মন্ত্র দ্বারাই জল প্রদান করিবে। ঐ বলির উত্তরে "ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ" বলিয়া দিবে এবং ঐ মন্ত্রেই জল দিবে। এই দুই বলির দক্ষিণভাগে প্রাচীনাবীতি হইয়া এবং দক্ষিনাভিমুখে পাতিত বাম জানু হইয়া ভগ্ন কুশদ্বারা সতিল অন্নকে অভ্যুক্ষণ করিয়া পিতৃতীর্থ (অঙ্গুষ্ঠ মূল) দ্বারা—"ওঁ পিতৃভ্যঃ

কাম্য বলিঃ।

দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসী সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্য সংঘা।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তাঃ যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্॥ ৪৯॥
পিপীলিকাঃ কীট পতঙ্গকাদ্যাঃ বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধ বদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তুতে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং সুখিনো ভবন্তু॥ ৫০॥
যেষাং নমাতা নপিতা নবন্ধুঃ নৈবান্ন সিদ্ধির্ণ তথান্ন মস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্ত মেতৎ প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥ ৫১॥
ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতৎ অহঞ্চ বিষ্ণুর্ণ যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূত নিকায় ভূতম্ অন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্॥ ৫২॥
চতুর্দ্দশো ভূতগুণো য এষ তত্রস্থিতা যেঽখিল ভূত সংঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হিময়া বিসৃষ্টং তেষামিদংতে মুদিতা ভবন্তু॥ ৫৩॥

১১অ, তৃঅংশ, বিষ্ণুপুরাণ॥

স্বধা" বলিয়া বলি দিবে। তদনন্তর উপবীতি হইয়া দেবতীর্থ দ্বারা বলি প্রক্ষালিত জল এবং অন্ন গ্রহণ করিয়া—"ওঁ যক্ষৈতত্তে নমস্তেস্ত মাহিংষী ওঁ যক্ষায় নমঃ" বলিয়া ঈশানকোনে ত্যাগ করিবে এবং ঐ মন্ত্র দ্বারাই তদুপরি জল প্রদান করিবে।

শূদ্রের অনধিকার অর্থাৎ শূদ্রেরা বৈশ্বদেব বলি দিবে না।

অতিথি ভোজন।

বলি প্রদানের পর গো দোহন কাল বা তদপেক্ষা অধিক সময় পর্য্যন্ত অতিথির জন্য প্রতিক্ষা করিবে যদি অতিথি না আইসে তাহা হইলে আচমন করিয়া দ্বারদেশে গমন পূর্ব্বক অবলোকন করিবে। যদি অতিথি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া ভোজনীয় দ্রব্য প্রদান করিবে। অতিথি অপ্রাপ্ত হইলে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে অথবা পিতৃদানীয় দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দিবে।

গো-পূজা।

ধ্যান—বর্ত্তনস্থাং জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণবর্ণাং ত্রিলোচনাং দ্বিভুজাং বেষ্টিতাং গোভির্বসনাং চৌত চন্দনাং স্ত্রীং ওঁ ভগবত্যৈ নমঃ বলিয়া পুষ্পটী গোপাদ মূলে নিক্ষেপ করিয়া ওঁ গবে নমঃ বলিবে।

প্রণাম।

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্য সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্ম সুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

গো-গ্রাস দান।

কতকগুলি অন্নের সহিত তৃণ গুচ্ছ হস্তে করিয়া গাভির নিকট গমন করতঃ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তৃণ গুচ্ছটী গাভিকে আহার করাইবে। মন্ত্র যথা—

সৌরভের্য্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্য রাশয়ঃ।
প্রতি গৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্য মাতরঃ॥

প্রত্যহ এইরূপে গো গ্রাস প্রদান করিতে হইবে।

ভোজন।

অন্নং ব্যাহৃতিভির্হুত্বা তথা মন্ত্রৈশ্চ সাকলৈঃ।
ভূতেভ্যশ্চ বলিং দত্বা তত শ্নীয়াদনগ্নিমান্ ॥

গোতম।

ব্যাহৃতি (গায়ত্রী) দ্বারা এবং সকল মন্ত্রদ্বরা অন্নের হোম করিয়া এবং ভূতগণোদ্দেশে বলি প্রদান করিয়া ভোজন করিবে।

অর্দ্ধপাদস্তু ভূঞ্জীত প্রাঙ্মুখশ্চাসনে শুচৌ।
পাদাভ্যাং ধরনীং স্পৃষ্ট্বাপাদেনৈ কেন বা পুনঃ ॥

মহাভারত।

আসনোপরি পাদার্দ্ধ রক্ষণ করিয়া অর্থাৎ পাদ দ্বারা আসন এবং ভূমি স্পর্শ করিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া ভোজন করিবে।

উপলিপ্তে সমে স্থানে শুচৌ লঘাসনান্বিতো।
চতুরস্রং ত্রিকোণঞ্চ বর্ত্তুলঞ্চার্দ্ধচন্দ্রকং ॥
কর্ত্তব্যমানুপূর্ব্বেণ ব্রাহ্মণাদিষু মণ্ডলং।
অকৃত্বা মণ্ডলং যে তু ভুঞ্জতেঽধমযোনরঃ ॥
তেষান্তু যক্ষরক্ষাংসি হরন্ত্যন্নানি তদ্বলং ॥

বৌধায়নঃ।

অন্নং দৃষ্টা প্রণম্যাদৌ প্রাঞ্জলিঃ প্রার্থয়ে ত্ততঃ।
অস্মাকং নিত্য মস্ত্বে তদিতি ভক্ত্যাথ বন্দয়েৎ ॥

কূর্ম্ম পুরাণ।

আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখোভুঙ্‌ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ঃ প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে ঋতং ভুঙ্‌ক্তে হ্যুদঙ্মুখঃ ॥

মনুঃ।

আয়ুঃ সত্ব বলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রম্যা স্নিগ্ধ স্থিরা হৃদ্যা আহারা সাত্বিক প্রিয়াঃ ॥
কট্‌ম্ল লবণাতুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহীনঃ।
আহারা রাজস স্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ ॥
যাত যামং গতরসং পূতি পর্য্যু যতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামস প্রিয়ং ॥ গীতা।

' পরে অন্নগুলিকে "সুপ্রোক্ষিত মস্ত" বলিয়া গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করণানন্তর ভূমিতে একটী রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে ঐ রেখার উপর—নাগায় নমঃ কূর্ম্মায় নমঃ, কৃকরায় নমঃ, দেবদত্তায়নমঃ, ধনঞ্জয়ায় নমঃ বলিয়া বাহ্য পঞ্চ বায়ুকে বলি প্রদান করিবে। তৎপরে আপোশান জল গ্রহণ করিয়া "অমৃতোপিস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া গণ্ডুষ করিবে। পরে তর্জ্জনী মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া "ওঁ প্রাণায় স্বাহা", মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা "ওঁ অপানায় স্বাহা", কনিষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা দ্বারা "ওঁ সমানায় স্বাহা", কনিষ্ঠা অনামা মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ এই চতুরঙ্গুলি দ্বারা "ওঁ উদানায় স্বাহা", পরে পঞ্চাঙ্গুলি দ্বারা "ওঁ ব্যানায় স্বাহা" বলিয়া পঞ্চ অন্তর বায়ুকে আহুতি দিবে। পরে বাম হস্তের দ্বারা ভোগ পাত্র ধারণ করিয়া মৌনী হইয়া যথেচ্ছা ভোজন করিবে। ভোজনান্তে অন্নলিপ্ত হস্তে ওঁ অমৃতাপিধান মসি স্বাহা বলিয়া প্রত্যাপোশান করিবে। গণ্ডুস জল অৰ্দ্ধ পান করিবে অৰ্দ্ধ ভূমিতে প্রক্ষেপ করিবে, সেই প্রক্ষিপ্ত জল দ্বারা পাতালস্থ নাগগণ পরিতৃপ্ত হইবে। তৎপরে আচমন করিয়া ভুক্তোচ্ছিষ্ট গুলী জলের সহিত ভূমিতে প্রাণিগণকে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অর্পণ করিবে। মন্ত্র যথা—

রৌরবে পূণ্য নিলয়ে পদ্মার্ব্বুদ নিবাসিনাং।
প্রাণিনাং সর্ব্বভুতানামক্ষয্য মুপতিষ্ঠতাং ॥

এই মন্ত্রে উচ্ছিষ্ট অর্পণ করিয়া সম্যকরূপে আচমন করিবে। পরে পূর্ব্ব বা উত্তরাস্যে আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া অভীষ্টদেবের স্মরণ করিবে। পরে উদরে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

অগ্নিরাপায়তাং ধাতুং পার্থিবং পবনেরিতঃ।
দত্তাব কাশো নভসা জরয়ত্যস্তু মে সুখং ॥
অন্নং বলায় মে ভূমে রপামগ্ন্য নিলস্য চ।
ভবত্যেতৎ পরিণতো মমাস্ত্ব্ ব্যাহৃতং সুখং ॥
প্রাণাপান সমানানামুদান ব্যানয়ো স্তথা।
অন্নং তুষ্টী করং চাস্তু মমাস্ত্বব্যাহৃতং সুখং ॥
অগস্ত্য বহ্ণির্ব্বাড়বানলশ্চ, ভুক্তং মমান্নং জরয়ত্যশেষং,
সুখং মমৈতৎ পরিণাম সম্ভবং, যচ্ছন্নরোগং মমচাস্তুদেহে।
যথা সমস্তেন্দ্রিয় দেহি দেহে, প্রধান ভূতো ভগবান যথৈক,
সত্যেন তেনান্ন বিশেষ, মেতদারোগ্যদংমে পরিণাম মেতু ॥

বীর্য্যবত্তা যথৈবান্নং পরিণাম মবৈতিহি।
সত্যেন তেন মদ্ভুক্তং জীর্য্যত্বন্ন মিদং তথা॥

ঐ মন্ত্র দ্বারা উদর পরিমার্জ্জনানন্তর পুনরাচমন করিয়া তাম্বুল ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিবে। তৎপ্ররে যথাইচ্ছা অধ্যয়ন বা বিহারাদি করিবে। প্রতিদিন এই নিয়মে সমস্ত কার্য্যাদি সম্পন্ন করাকে নিত্য কর্ম্ম বলে।

ইতি নিত্য কর্ম্মবিধি সমাপ্ত।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম।

নৈমিত্তিক কর্ম্মবিবি স্থানে স্থানে পূর্ব্বে উল্লেখ করাহইয়াছে। দশবিধ সংস্কারাদি কার্য্য, ও নৈমিত্তিক পূজা পদ্ধতি ব্যতীত অন্যান্য শ্রাদ্ধাদিবিষয়ের প্রসঙ্গ করা এগ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে সুতরাং পরিত্যক্ত হইল।

কাম্য কর্ম্ম।

যাগ, যজ্ঞ, মহাদান, দেবতাদি প্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠা এবং ব্রতাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করাকে কাম্য কর্ম্ম বলে। এই সকল কাম্য কর্ম্মের বিষয় বিবৃত করা এই গ্রন্থে নিষ্প্রয়োজন হেতু ক্ষান্ত হইতে হইল।

সাধন প্রকার।

পূর্ব্বোল্লিখিত নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যাদি সাধ্য কর্ম্ম সকল প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিয়া আসিলে তবে কোনরূপ বিশেষ সাধন কার্য্যে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা জন্মে। তখন যাহার মনে যেরূপ অভিলাষ তিনি তদ্রূপ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যাঁহার যাহা ইষ্ট তাহার তদ্বিষয়েই সাধন করা কর্ত্তব্য। সাধনান্তে ইষ্ট সিদ্ধ হইলে সাধক তখন সকল প্রকার সাধন কার্য্যই হস্তগত করিতে পারেন। সাধারণতঃ সাধন দুই প্রকার। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি সাধনের উদ্দেশ্য এই যে, ইহ সংসারে সুখ সমৃদ্ধি ভোগ করিয়া অন্তে মোক্ষলাভ করা আর নিবৃত্তি সাধনের উদ্দেশ্য এই যে, ইহ-সংসারে সুখ সমৃদ্ধি ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অন্তে কেবল মোক্ষ লাভ করা। এই দুই প্রকার সাধন মধ্যে যাঁহার যেরূপ প্রবৃত্তি তিনি তদ্রূপই করিয়া থাকেন। নিবৃত্তি

সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ভোগ স্পৃহা না থাকিলেও তাঁহাকে প্রবৃত্তি সাধনকার্য্য সমাপনানন্তর নিবৃত্তি সাধনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। অর্থাৎ সাধনকার্য্য সকল যে প্রণালীতে বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা সকলের পক্ষেই করণীয়। তাহার মধ্যে কাহারও ভোগ স্পৃহা থাকে কাহারও বা থাকে না, এই মাত্র প্রভেদ; কিন্তু পদ্ধতি অনুসারে সকলকেই চলিতে হইবে; না চলিলে প্রত্যবায় হইবে অর্থাৎ ইষ্ট সিদ্ধ হইবে না। হেতু এই যে; মনের প্রসন্নতা জন্মিবে না, সুতরাং সিদ্ধি লাভ করা দুরুহ হইবে। এজন্য শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, যাবৎকাল সংসারসুখ স্পৃহা পরিতৃপ্ত না হয়, তাবৎকাল গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যাদি কর্ম্ম সকল করিবে; তৎপরে ভোগ স্পৃহার অবসান হইলে নিবৃত্তি ধর্ম্ম সাধন জন্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে। যথা—

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১॥

৬ষ্ঠ অঃ মনু।

স্নাতক দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় এইরূপ বিধি অনুসারে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ভোগ স্পৃহায় পরিতৃপ্ত হইলে ইন্দ্রিয় সংযমনের নিমিত্ত বনে বাস করিবে; অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া নিবৃত্তি ধর্ম্মসাধনে তৎপর হইবে।

প্রবৃত্তি ধর্ম্মসাধন বা কর্ম্মকাণ্ড সমাপ্ত।

সাধন-কল্পের তৃতীয়ানুকল্প সম্পূর্ণ।

আত্ম-তত্ত্ব-দর্শন।

সাধন-কল্প চতুর্থানুকল্প।

নিবৃত্তি ধর্ম্ম সাধন বা জ্ঞানকাণ্ড।

নিবৃত্তি ধর্ম্ম সাধন অতিশয় কঠিন একেবারে ভোগ ও স্পৃহাশূন্য হইলে, তবে নিবৃত্তি ধর্ম্ম সাধনে উপযোগী হওয়া যায়। এজন্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া, ক্রমশঃ দুশ্চর তপস্যা, ব্রত, নিয়ম ও সাধন চতুষ্টয় দ্বারা বৈরাগ্যাভ্যাস করিতে হয়। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যেরূপ পাপক্ষয়জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিয়া ক্রমে পবিত্রতা (চিত্তশুদ্ধিঃ) সঞ্চয় করিতে হয়, বানপ্রস্থাশ্রমে সেইরূপ ভোগস্পৃহা ক্ষয় জন্য ব্রত নিয়মাদি কার্য্য করিয়া ক্রমশঃ বৈরাগ্য সঞ্চয় করিতে হয়। বৈরাগ্যের দ্বারা বসানা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ভোগস্পৃহার নিবৃত্তি হয় বলিয়া, বানপ্রস্থাশ্রমের ধর্ম্ম সাধনকে নিবৃত্তি ধর্ম্ম সাধন বলা যায়। বানপ্রস্থাশ্রমের যাবতীয় কর্ম্ম সমস্তই নিষ্কাম। এজন্য গৃহাস্থাশ্রমের ধর্ম্মের নাম প্রবৃত্তি ধর্ম্ম আর বানপ্রস্থাশ্রমের ধর্ম্মের নাম নিবৃত্তি ধর্ম্ম। যথা—

ইহ চা মুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানং পূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥ ৮৯॥

১২ অ, মনু।

ইহলোকে সুখভোগ জন্য এবং পরলোকে স্বর্গাদি ভোগ জন্য যে সকল বেদবিহিত কর্ম্ম সংসার প্রবৃত্তির হেতু বিধায়, তাহাকে প্রবৃত্তি ধর্ম্ম সাধন, আর ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস পূর্ব্বক যে সকল নিষ্কাম কর্ম্ম সংসার নিবৃত্তির হেতু বিধায়, তাহাকে নিবৃত্তি ধর্ম্ম সাধন বলা যায়।

প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাং।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চবৈ॥ ৯০॥

১২ অ, মনু।

প্রবৃত্ত কর্ম্মের সংসাধন দ্বারা দেবতুল্য গতিলাভ হয়, আর নিবৃত্তি কর্ম্মের সাধন দ্বারা ভূত প্রপঞ্চকে অতিক্রম করিয়া মোক্ষ লাভ হয়।

নিবৃত্তি ধর্ম্ম সাধন অতীব দুরুহ; ইহা ইচ্ছামাত্রেই প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, বহির্গমনাশক্ত ইন্দ্রিয়গণকে অন্তরনিবিষ্ট করা, ইচ্ছাকরিলেই হয় না। অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা সাধন করিতে হয়। যথা—

অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাৎ তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

সমাধিপাদ পাতঞ্জল।

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনোবৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ চিরাভ্যস্ত বহির্গতি ফিরিয়া অন্তর্ম্মুখী গতি জন্মে। তখন কেবল আত্মার প্রতিই চিত্তের অভিনিবেশ হইতে থাকে। এবম্প্রকার আত্মার প্রতি চিত্তের অভিনিবেশ দৃঢ় করিবার জন্য প্রতিনিয়ত যত্নের সহিত বৈরাগ্যাভ্যাস (১) করিতে হয়। বৈরাগ্য ব্যতীত কখনই সংসারাশক্তি পরিত্যাগ হয় না, এবং সংসারাশক্তি পরিত্যাগ না হইলেও নিবৃত্তি পথাবলম্বনে সমর্থ হওয়া যায় না; সুতরাং যত্নের সহিত বৈরাগ্যভ্যাস করিতে হয়। যথা—

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

ঐ

যেরূপে হউক না কেন যাহাতে চিত্তের একাগ্রতা উৎপন্ন হয় যত্নের সহিত তাহারই অনুষ্ঠান করার নাম অভ্যাস। এরূপ অনুষ্ঠান অল্পায়াস সাধ্য নহে। শ্রদ্ধা, ভক্তি, যত্ন ও বিশেষ উৎসাহের সহিত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া শম দমাদি সাধন করিতে হয়। ঐ সাধনকে শাস্ত্রে বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে কি প্রণালীতে সাধন চতুষ্টয়ে সম্পন্ন হওয়া যায়? এবিষয়ে শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে—

---

(১) বৈরাগ্য কাহাকে বলে?

ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষ্বনু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তাদ্ধি নির্ম্মলং ॥ ৪ ॥

অপরোক্ষানুভূতি।

কাকবিষ্ঠাতে যদ্রূপ কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না, তদ্রূপ সত্য লোক হইতে মর্ত্তলোক পর্য্যন্ত বিষয়ে যে অনিচ্ছাভাব তাহারই নাম বৈরাগ্য। ঐ বৈরাগ্য অতি নির্ম্মল পদার্থ ॥

সবর্ণাশ্রম ধর্ম্মেণ তপসা হরি তোষণাৎ।
সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ং ॥ ৩ ॥

অপরোক্ষানুভূতিঃ।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলের আপন আপন আশ্রম বিহিত ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান, কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়নাদি প্রায়শ্চিত্তরূপ তপস্যা, এবং সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশাদি এবং ভগবানের প্রীতিসাধন কর্ম্ম, এই ত্রিবিধ কারণে বৈরাগ্যাদি (২) সাধন চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ যাঁহারা প্রবৃত্তিধর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে সাধন করিয়াছেন তাঁহারাই নিবৃত্তিধর্ম্ম সাধনে যথার্থ অধিকারী। যে হেতু প্রবৃত্তি ধর্ম্মাচরণ দ্বারা চিত্তবৃত্তি পরিশুদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হইয়া হৃদয়কে পবিত্র করে। তখন প্রকৃত বিবেক উপস্থিত হইয়া হৃদয়ক্ষেত্রে সাত্বিক বৈরাগ্যের (৩) উদয় করাইয়া দেয়। সাত্বিক বৈরাগ্য ভিন্ন

---

(২) বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহেতুকম্ ॥

১। ২। ৭। ভাগবত।

ঈশ্বর বিষয়িনী ভক্তির সংযোগে শীঘ্রই বৈরাগ্য এবং জ্ঞান স্বয়ং উৎপাদিত হইয়া থাকে।

(৩) ক্রিয়াক্রম প্রয়োগেন প্রসন্ন মনসোনঘ।
নিয়মেন ক্ষয়ং যাতি দুষ্কৃতং জন্ম জন্মজং ॥ ৩১ ॥

১১ অ, মুমুক্ষুপ্রকরণ, যোগবাশিষ্ঠ।

হে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র? ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা এবং নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা জীবের চিত্তশুদ্ধি হইলে, পূর্ব্বকৃত জন্ম জন্মান্তরীয় দুষ্কৃতির সম্যক ক্ষালন হয়। ক্রিয়াক্রম অর্থে অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার যথা—১ দান, ২ তীর্থযাত্রা, ৩—১২ গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কার ও ১৩ বেদাধ্যয়ন, ১৪ ব্রত, ১৫ নিয়ম, ১৬ স্নান, ১৭ পত্নীসংযোগে পঞ্চ-যজ্ঞানুষ্ঠান ও নিত্য নৈমিত্তিক পার্ব্বণ ১৮ অষ্টকাদি পিতৃশ্রাদ্ধ, এবং ১৯ শ্রাবণী, ২০ অগ্রহায়ণী, ২১ চৈত্রী, ২২ আশ্বীনীয়া সপ্ত পাকস্থা অগ্নি আধেয়, ২৩ অগ্নিহোত্র, ২৪ দর্শ, ২৫ পৌর্ণমাস্য, ২৬ চতুর্ম্মাস্য, ২৭ ইষ্টি নিরূঢ় পশুবন্ধন, ২৮ সৌত্রামনি, ২৯ সপ্ত-হবি ৩০ যজ্ঞসংস্থা, ৩১ অগ্নিষ্টোম, ৩২ উকথ্য, ৩৩ ষোড়শী, ৩৪ বাজপেয়, ৩৫ অতিরাত্রি. ৩৬ উপ্তোর্যাম এবং ৩৭ সপ্তসোম যজ্ঞাদি। অপর অষ্ট সংস্কার আত্ম সহ গুণ অর্থাৎ দশেন্দ্রিয় প্রাণ মনোবুদ্ধির সংযমন ইত্যাদি। এই সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা পাপক্ষয় হইলে বৈরাগ্য উদয় হয়। ক্রমে জীবের চিত্তক্ষেত্রে বীজাঙ্কুরবৎ তত্ত্বজ্ঞান অঙ্কুরিত হইয়া থাকে; নচেৎ কেবল বাক্যাড়ম্বর দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় না। ইহা শ্রুতিতে ও অনুশাসন

রাজসিক বা তামসিক বৈরাগ্য অবলম্বনদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। কারণ, সেরূপ বৈরাগ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না এবং জ্ঞানোদিত বৈরাগ্যও নহে উহা কেবল অভিলাষের অপূরণে অথবা অপমানাশঙ্কায় উপস্থিত হয় মাত্র। যে বৈরাগ্য নিমিত্ত রহিত অর্থাৎ যাহা অকারণে পবিত্র মানসক্ষেত্রে আপনা হইতে উদিত হয় তাহাই সত্বিক বৈরাগ্য। পাপরাশী ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত শুদ্ধি না হইলে অনিমিত্তক সাত্বিক বৈরাগ্য উপস্থিত হয় না।

তে মহান্তো মহা প্রজ্ঞা নিমিত্তেন বিনৈবহি।
বৈরাগ্যং জায়তে যেষাং তেষামমল মানসং ॥ ২৪ ॥

১১ অ মু প্র যোগবাশিষ্ট।

এই পৃথিবীতে যাহাদিগের বিনা কারণে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তাঁহারাই মহান্ত অর্থাৎ নির্ম্মল মানস এবং পরিশুদ্ধ বুদ্ধিমান, এবং তাহারাই মহাপ্রাজ্ঞ অর্থাৎ উত্তম সুপণ্ডিত।

এইরূপ বিবেক সম্পন্ন না হইলে বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয়ে উপযোগী হওয়া যায় না। সুতরাং স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মাচরণ করিলে কাকতালীয়ের ন্যায় আপনা আপনি বিবেক উৎপন্ন হইয়া পরমাত্ম তত্ত্বে নিষ্ঠা জন্মে। যথা—

দুষ্কৃতে ক্ষয়মাপন্নে পরমার্থ বিচারণে।
কাকতালীয় যোগেন বুদ্ধির্জন্তোঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৩২ ॥ ঐ

কর্ম্মযোগ সহকারে পরমার্থ তত্ত্বানুশীলনে জীবের পাপরাশী বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, কাকতালীয়ের ন্যায় জীবের পরিশুদ্ধ বুদ্ধিতে পরমাত্ম-তত্ত্বে নিষ্ঠা জন্মে।

করিয়াছেন—যথা—"তমেতং বেদানু বচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেনেত্যাদি" বেদানুবচন অর্থাৎ বেদপাঠদ্বারা, যজ্ঞদ্বারা, দানদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, অনাশক ব্রতদ্বারা, ব্রাহ্মণগণ তত্ত্বজ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়েন। অতএব হে রাম! কর্ম্মত্যাগ না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না; এবং কর্ম্ম না করিলেও কর্ম্মত্যাগ হয় না। অতএব চিত্তশুদ্ধির জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমানুসারে ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বস্যৈবহি সর্ব্বস্য সাধোরপি বিবেকিনঃ।
নিমিত্ত পূর্ব্বং বৈরাগ্যং জায়তেরামরাজসং ॥ ২১ ॥ ঐ

হে রঘুবর! এই অবনি মণ্ডলে সাধু, বিবেকী এবং সংসারাসক্ত মনুষ্য সকলের কখন কখন কোন না কোন কারণ বশতঃ যে নৈমিত্তিক বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা রাজস বলিয়া জানিহ।

কাকতালীয় যথা—পরিপক্কাবস্থায় তালফলের পতন কাল উপস্থিত হইলে ঠিক সেই সময়ে তদুপরি কাক বসিবামাত্র তালফলটী ভূমিতে নিপতিত হইলে লোকে বলিয়া থাকে যে কাকে তাল ফেলিয়াদিল, কিন্তু বাস্তবিক কাকের ভরে তাল পড়ে না। পতন সময় উপস্থিত হইলে আপনিই পড়ে। সেইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে শুভাশুভ ফল পরিপক্ক কালে জ্ঞান আপনি জন্মে, তদ্ভিন্ন কর্ম্ম করিবা মাত্রই যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে এমন কোন কথা নাই। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই ফলোন্মুখে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এজন্য বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে—

শাস্ত্র সজ্জন সংসর্গ পূর্ব্বকৈঃ সতপোদমৈঃ।
আদৌ সংসার মুক্ত্যর্থং প্রজ্ঞামেবাভিবর্দ্ধয়েৎ॥ ৬৭॥

১১ স্বর্গ, মুমুক্ষু প্রকরণ, যোগবাশিষ্ট।

হে রাঘবঃ! এই দারুণ সংসার যাতনার নিবারণ জন্য সাধুশাস্ত্রের আলোচনা ও সাধুসঙ্গ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং তপস্যা দ্বারা সদসৎ বিবেচনায় পরিশুদ্ধ শুভবুদ্ধির উদয় কর।

অতএব চিত্তশুদ্ধির (৪) জন্য স্ব স্ব আশ্রোমোক্ত ধর্ম্মাচরণ করিয়া সাধন চতুষ্টয়ের সিদ্ধি লাভ জন্য আপনাকে যোগ্য করিতে হয়। সেই যোগ্যতা লাভের নাম চিত্ত শুদ্ধি। তদ্ভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা জ্ঞান লাভ হয় না, কিন্তু জ্ঞানলাভের হেতু হয়। এজন্য প্রাজ্ঞ ব্যাক্তিগণ ভূয়োঃ ভূয়োঃ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে উপদেশ করিয়াছেন। সেই কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম সাধন চতুষ্টয়। এই সাধন চতুষ্টয়ই তপস্যা।

---

(৪) চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম ন তু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তু সিদ্ধির্ব্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কোটিভিঃ॥ ১১॥

বিবেক চূড়ামণি।

চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য কিন্তু বস্তুতঃ কর্ম্ম ব্রহ্ম উপলব্ধির হেতু নহে। কিন্তু ব্রহ্ম উপলব্ধির অবলম্বন যে জ্ঞান সেই জ্ঞানোপার্জ্জনের হেতু; তদ্ভিন্ন কোটি কর্ম্মের দ্বারাও ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না, কেবল বিচারের দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি হয়।

হিমালয় প্রতি দেবী বাক্য। যথা—

তস্মাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বৈদিকানি মহামতে।
চিত্তশুদ্ধ্যং তমেব স্যুস্তানি কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥ ১৫॥

৩৩ অ, দেবী ভাগবত।

হে মহামতে! যাবৎ চিত্তশুদ্ধি হইয়া বৈরাগ্যের উদয় না হয় তাবৎ যত্ন পূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহকারে বেদবিহিত কর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

সাধন চতুষ্টয়।

সাধনান্যত্র চত্বারি কথিতানি মণীষিভিঃ।
যেষু সংস্বেব সন্নিষ্ঠা যদভাবে ন সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

বিবেক চূড়ামনি।

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বিষয়ে পণ্ডিতগণ চতুর্ব্বিধ সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন। যদ্দ্বারা সাধকের ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ হয় এবং তাহার অভাব হইলে সিদ্ধি লাভেরও অভাব হইয়া থাকে।

আদৌ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ পরিগণ্যতে।
ইহামুত্র ফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্।
শমাদি ষট্‌ক সম্পত্তির্ম্মুমুক্ষুত্বমিতিস্ফুটম্॥
পণ্ডিতাগণ সেবিতা সাধনেতি চতুষ্টয়ম্॥ ১৯ ॥

বিবেক চূড়ামণি।

প্রথম সাধন—নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকঃ। দ্বিতীয় সাধন—ইহা মুত্রার্থ ফল ভোগ বিরাগঃ। তৃতীয় সাধন—সাম দমাদি ষট্‌ক সম্পত্তিঃ। চতুর্থ সাধন— মুমুক্ষুত্বমিতি ॥

১। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকঃ।

নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকের অর্থ (১) এই যে—ব্রহ্মৈব সত্যং জগন্মিথ্যেতি নিশ্চয়ঃ। অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য এই উভয় পদার্থের বিচার। সেই বিচার কি রূপ? এক মাত্র ব্রহ্মই সত্য তদ্ভিন্ন সমস্ত জগৎ অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা, মন মধ্যে এই রূপ দৃঢ় নিশ্চয় করাকেই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বলে।

---

(১) ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যে ত্যেবং রূপো বিনিশ্চয়ঃ।
সোঽয়ং নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ২০ ॥

বিবেক চূড়ামনি।

ব্রহ্মই সত্য এবং জগৎ মিথ্যা এইরূপ স্থির নিশ্চয় করার নামই নিত্যানিত্য বস্তু বিচার রূপে উক্ত হইয়াছে।

অবশ্য মিহহি বিচারকৃতে সকল দুঃখ পরিক্ষয়ো ভবতি।

মুমুক্ষু প্রকরণ যোগবাশিষ্ট।

তত্ত্ববিচার করিলে মনুষ্যাদিগের অবশ্য সকল দুঃখের পরিক্ষয় হয়।

২। ইহা মুত্রার্থ ফল ভোগ বিরাগঃ।

ইহামুত্র ফল ভোগ বিরাগের (৬)অর্থ এই যে—ইহ স্বর্গ ভোগেষু ইচ্ছা রাহিত্যম্। অর্থাৎ ইহ জগতের বিষয়সুখেচ্ছা এবং মৃত্যুর পর স্বর্গসুখেচ্ছা, এই উভয় প্রকার সুখ ভোগেচ্ছা না থাকার নাম ইহা মুত্র ফল ভোগ বিরাগ।

৩। শম দমাদি ষট্‌ক সম্পত্তিঃ।

শম দম প্রভৃতি ছয়টী সম্পত্তি। সেই ছয়টী কি কি? শমদমোপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা সমাধানঞ্চেতি (১) শম, (২) দম, (৩) উপরতি, (৪) তিতিক্ষা, (৫) শ্রদ্ধা, (৬) সমাধান।

---

(২) দেহাদি ব্রহ্মপর্য্যন্তে হ্যনিত্যে ভোগবস্তুনি।
বিরজ্য বিষয় ব্রাতাদ্দোষ দৃষ্ট্যা মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ২২॥ বিবেক চূড়ামনি।

ভোগ্য বস্তু স্বরূপ অনিত্য শরীর হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সেই সকল শরীরে পুনঃ পুনঃ দোষ দর্শন করিয়া অর্থাৎ নশ্বরত্ব বোধ করিয়া, বিষয় জালে যে বিরক্তিভাব তাহারই নাম বিরাগ।

(৩। ১) শমঃ।

"স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে"। বিবেক চূড়ামণি।

আপনার লক্ষ্য বস্তুতে মনের সংযতাবস্থার নাম শম। অর্থাৎ মনোনিগ্রহকে শম বলে। শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত বিষয়েভ্যোনিগ্রহঃ শ্রবণাদৌ বর্ত্তনং শমঃ—অর্থাৎ পরমাত্ম বিষয়কে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ভিন্ন সংসার সম্বন্ধীয় বিষয় বর্গ হইতে মনের যে সংযম এবং ব্রহ্ম বিষয়কে শ্রবণাদিতে যে মনের প্রবর্ত্তন তাহাকে শম কহে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ" আমাতে নিষ্ঠতা যে বুদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বর নিষ্ঠ যে বুদ্ধি তাহারই নাম শমঃ।

(৩। ২) দমঃ।

বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য স্থাপনং স্ব স্ব গোলকে।
উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৩॥ ঐ।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে বিষয় পদার্থ হইতে পরাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্ব স্ব আধারে সংস্থাপন করার নাম দম। অর্থাৎ—বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম দম। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ তেষাং নিগ্রহঃ শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত বিষয়েভ্যো নিবৃত্তির্দ্দমঃ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্ (বাক্য), পানি (হস্ত), পাদ (চরণ), পায়ু (গুহ্যদ্বার), ও উপস্থ (লিঙ্গ) এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুঃ, শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা, রসনেন্দ্রিয় জিহ্বা, ও স্পর্শনেন্দ্রিয় ত্বক। এই সকল ইন্দ্রিয়গণকে সংসার বিষয় হইতে নিগ্রহ করাকে বা নিবৃত্তি করাকে দম কহে।

(৩। ৩) উপরতিঃ।

বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেষোপরতি রুত্তমা ॥ ২৪ ॥ বিবেক চূড়ামণি।

বাহ্য বস্তুতে চিত্তবৃত্তির অনালম্বনকেই উত্তম উপরতি কহে। বিহিতানাং কর্ম্মণাং বিধিনা ত্যাগঃ। অর্থাৎ বেদাদি বিহিত কর্ম্মকাণ্ডের যথা বিধানে পরিত্যাগকে উপরতি কহে। "শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানস্য মনসঃ শ্রবণাদিষ্বেব বর্ত্তনং বোপরতি"—অর্থাৎ সাংসারিক শ্রবণাদিতে নিত্য প্রবৃত্ত মনকে সেই বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্ম-বিষয়ক শ্রবণাদিতে প্রবর্ত্তন করাকে উপরতি কহে।

(৩। ৪) তিতিক্ষা।

সহনং সর্ব্ব দুঃখানাম প্রতীকার পূর্ব্বকম্।

চিন্তা বিলাপ রহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে ॥ ২৫ ॥ ঐ।

চিন্তা বিলাপ রহিত হইয়া অপ্রতিকার পূর্ব্বক সকল প্রকার দুঃখ সহ্য করাকে তিতিক্ষা বলে। "শীতোষ্ণ সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহনং দেহ বিচ্ছেদ ব্যতিরিক্তং"—অর্থাৎ যাহাতে শরীর নাশ না হয় এরূপ শীত উষ্ণ এবং সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব পদার্থের সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা কহে। "নিগ্রহশক্তা বপি পরাপরাধে সোঢ়ৃত্বং বা তিতিক্ষা"। অর্থাৎ—নিগ্রহকরণ সামর্থ্য সত্ত্বে ও অপরের অপরাধ সহ্য করাকে তিতিক্ষা বলে।

(৩। ৫) শ্রদ্ধা।

শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্য বুদ্ধ্যবধারণম্।

সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তুপলভ্যতে ॥ ২৬ ॥ ঐ ॥

শাস্ত্র ও গুরুবাক্য সত্য বোধে যে অবধারণ তাহাকেই শ্রদ্ধা কহে। শ্রদ্ধা দ্বারা পরমবস্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারা যায়। "গুরু বেদান্ত বাক্যেষু অতীব বিশ্বাসঃ" গুরুবাক্য ও বেদান্ত বাক্যপ্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে।

(৩। ৬) সমাধান।

সর্ব্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি নির্ম্মলে।

তৎ সমাধানমিত্যুক্তং নতু চিত্তস্য চালনম্ ॥ ২৭ ॥ ঐ ॥

নির্ম্মল ব্রহ্মে সর্ব্বদা বুদ্ধির যে সংস্থাপন তাহার নাম সমাধান। কিন্তু সর্ব্বদা চিত্তের যে চালনা তাহা সমাধান নহে অর্থাৎ ঈপ্সিত উপভোগে চিত্তবৃত্তি বৃদ্ধি পাইলে সমাধান সিদ্ধি হয় না। চিত্তৈকাগ্রতা" ব্রহ্মেতে মনের একাগ্রতার নাম সমাধান। শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানং মনোবাসনাবশাদ্ বিষয়েষু গচ্ছতি যদা যদা তদা তদা দোষ দৃষ্ট্যা তেষু সমাধানং। অর্থাৎ পরমাত্ম শ্রবণাদিতে বিদ্যমান মনঃ যে যে সময়ে বাসনা বশতঃ বিষয় গত হয় সেই সেই সময়ে পদার্থ ক্ষণিকত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া পরমাত্মাতে মনকে সন্নিবিষ্ট করার নাম সমাধান।

৪। মুমুক্ষুত্বং।

মুমুক্ষুত্বং অর্থাৎ—মোক্ষেহতি তীব্রেচ্ছাবত্বং। ভব বন্ধন মোচনের নিমিত্ত যে অতি তীব্র ইচ্ছা তাহার নাম মুমুক্ষুতা।

এতৎ সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তিঃ।

ইহাকেই সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তি বলা যায়।

সাধন চতুষ্টয় সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, সাধন চতুষ্টয়ের ভিত্তি মূল বৈরাগ্য বা বিবেক জ্ঞান। নিত্যানিত্য বস্তু বিচার দ্বারা এই বিবেক জ্ঞান পরিপক্ক হয়। কি রূপে সেই বিচার করিতে হয় তাহার প্রণালী এই—

কোঽহং কথমিদং জাতং কোবৈ কর্ত্তাঽস্য বিদ্যতে।
উপাদানং কিমস্তীহ বিচারঃ সোঽয় মীদৃশঃ॥ ১২॥

অপরোক্ষানুভূতি।

আমি কে? এই জগৎ কি রূপ? কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কেই বা এই জগতের কর্ত্তা এবং ইহার উপাদানই বা কি অর্থাৎ কিসের নির্ম্মিত ইত্যাদি নানা প্রকার কারণ অনুসন্ধানকরা। এই রূপ অনুসন্ধানই বিচার এবং এই বিচারই জ্ঞানের কারণ।

সাধন চতুষ্টয়নিষ্ঠ ব্যক্তিই এরূপ বিচার করিবার যোগ্য পাত্র, তদ্ভিন্ন অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তি কেবল মৌখিক বিচার করিতে সমর্থ হইতে পারে, কিন্তু বিচারের ফল ভোগ পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিতে পারে না। শান্তি লাভ করিতে না পারিবার কারণ অবিবেক অর্থাৎ বিবেক জ্ঞান রহিত জন্য অপারক হয়। বৈরাগ্য ব্যতীত যে আরকোন উপায়ে শান্তি লাভ হয় না ইহা সকল শাস্ত্রেরই মত। বেদান্ত শাস্ত্রে যেরূপ বৈরাগ্যাবস্থা দেখাইবার জন্য সাধন চতুষ্টয়ের বর্ণনা দেখা যায়, সাংখ্য শাস্ত্রেও সেই রূপ ব্যবস্থা দেখাইবার জন্য ক্রিয়াযোগত্রয়ের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রিয়াযোগত্রয় কিরূপ? যথা—

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ॥ ১৮॥

সাধন পাদ-পাতঞ্জল দর্শন।

---

(৪) অহংকারাদি দেহান্তান্ বন্ধানজ্ঞান কল্পিতান্।
স্বস্বরূপাববোধেন মোক্তু মিচ্ছা মুমুক্ষুতা॥ ২৮॥ ঐ॥

আপনার স্বরূপ (অর্থাৎ আপনি যে কে ইহা) জ্ঞান দ্বারা অবধারণ করতঃ দেহ এবং সেই দেহ অহংকারাদি জন্য যে বন্ধন, তাহার মোচনের ইচ্ছার নাম মুমুক্ষুতা।

তপস্যা, স্বাধ্যায় (বেদাভ্যাস) ও ঈশ্বর প্রণিধান। এই তিন প্রকার কার্য্যকে ক্রিয়াযোগ বলে।

শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রত নিয়মাদি অনুষ্ঠান করার নাম তপস্যা। প্রণব (ওঁকার) প্রভৃতি ঈশ্বর বাচক শব্দের জপ ও তাহার অর্থ চিন্তা এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধানে রত থাকার নাম স্বাধ্যায়। ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইয়া কার্য্য করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান। এই ক্রিয়াযোগ উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলে পরিণামে যে ফলের উদয় হয় আর সাধন চতুষ্টয় উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইলেও সেই ফলের উদয় হয়। অর্থাৎ এই উভয় প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান বা সাধন মধ্যে যেইটীতেই কৃতকার্য্য হইবে, সেইটীর দ্বারাই সাত্ত্বিক বৈরাগ্যের উদয় হইবে। সেই সাত্ত্বিক বৈরাগ্যকে দৃঢ় করিবার জন্য বানপ্রস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক যোগ আশ্রয় করিবে। যথা—

> বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
> চতুর্থ মায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ ॥ ৩৩ ॥
>
> ৬ অ, মনু।

পরমায়ুর তৃতীয় ভাগ এইরূপে দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া চতুর্থ ভাগে বিষয় সঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক ঈশ্বরে মনঃ সমাধান করতঃ পরিব্রজ্য অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে।

ইতি সাধন চতুষ্টয়ঃ।

তপস্যা।

> তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবং মানুষকং সুখং।
> তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোঽন্তং বেদদর্শিভিঃ ॥২৩৫॥
>
> ১১অ, মনু।

বেদজ্ঞ ঋষিরা কহিয়াথাকেন যে ইহজগতের আদি, অন্ত, ও মধ্য সর্ব্বত্রই তপস্যা কারণরূপে বিরাজ করিতেছে। দেব ও মানবের যে কেছু সুখ সম্পত্তি সকলের মূলই তপস্যা ॥ ২৩৫ ॥

সংসারাশক্ত মানব জীব বিনা উপায়ে, বিনা চেষ্টায় এবং বিনা অভ্যাসে সাধন কার্য্যে প্রবেশ করিয়াই কেহ কখনও কৃতকৃতার্থ হইতে পারেনা। তাহার কারণ এই

যে, সে শক্তি নাই। কি শক্তি নাই? ইচ্ছা শক্তি নাই, ক্রিয়া শক্তি নাই এবং জ্ঞান শক্তি ও নাই। এই ত্রিশক্তির কিছুই নাই। কেন নাই?—যে হেতু বিষয়ী ব্যক্তির আধি, ব্যাধি, ভ্রম, সংশয়, প্রমাদ, ভয়, আলস্য ও ক্রোধাদি বিঘ্ন (১) দোষে জর্জ্জরীভূত বলিয়া সাধন যোগ্য ক্রিয়া শক্তি নাই; কোন কার্য্যের দ্বারা কিরূপে মনের বৃত্তি সকল বর্দ্ধন বা দমন করিতে হয়, কোন্ কার্য্যের দ্বারা মন এবং শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারা যায়, কোন্ কার্য্য হিত, কোন্ কার্য্য অহিত, এবং কোন কার্য্যের সহিত কোন্ কার্য্যের কি সম্বন্ধ? এতদূর সূক্ষ্ম বিচার করিবার জন্য জ্ঞান শক্তি ও নাই। এই দুই শক্তির অভাব হেতু ইচ্ছা শক্তিও নাই। সুতরাং শক্তি নাই। যে স্থলে শক্তি নাই সে স্থলে কি করা উচিত? না—উপায় অবলম্বন করা উচিত। যেহেতু—

উপায়েন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যানি ন মনোরথৈঃ।

শাস্ত্র বাক্য।

কোন কার্য্য করিব বলিয়া মনন করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয় না, উপায় অবলম্বন করা চাই, উপায় (২) দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।

---

(১)। ব্যধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শন।
লব্ধ ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেহন্তরায়াঃ॥ ৩০॥

সমধিপাদ পাতঞ্জল।

বিষয়ভোগাবস্থায় একাগ্রতা লাভ না হইবার কারণ ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব এবং অনবস্থিতত্ব; ইহারা রজ এবং তমঃ প্রভাব উস্থিত হইয়া চিত্তকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করায়, কোনরূপে একাগ্র হইতে দেয় না।

(২)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেব অর্জ্জুনকে মুক্তি পথে প্রযোজনা করিবার জন্য এইরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যথা—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অতউর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮॥
অথচিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়িস্থিরং।
অভ্যাস যোগেন ততোমামি চ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯॥

১২অ, গীতা।

হে পার্থ! তুমি আমাতে মনস্থির কর। ও বুদ্ধিও আমাতে সন্নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে যে দেহান্তে আমাতে বাস করিতে সক্ষম হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। ৮।

সে উপায় কি?—না—তপস্যা। তপস্যা কেন? না—"নাতপসিনো যোগঃ সিধ্যতি"। তপস্বী না হইলে যোগ সিদ্ধি হয় না। তাহার কারণ এই যে, মানবচিত্তে বহুকালের অর্থাৎ বাল্য কালাবধি বাসনা সকল বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা তপস্যা ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা অপনীত করা যায় না, সুতরাং রজস্তমোজন্য ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি দুর্বৃত্তিরূপ চিত্তমল সকল তপস্যা দ্বারাই (৩) অপনয়ন করিয়া আপনাতে কার্য্যশক্তির উদ্দিপনা করিতে হয়। কারণ, কোন উচ্চতম সাধন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে অগ্রে আপনাতে কার্য্য শক্তির উদ্রেক করিতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধন সকল আয়ত্ত করিতে হয়। নতুবা সহসা উচ্চতম কার্য্যে হস্তাক্ষেপ করিলেই তাহা বিফল হয়। অতএব যে সমস্ত কার্য্য করিলে লক্ষিত কার্য্যটী সুসাধ্য হইয়া আইসে প্রথমতঃ তৎ তৎ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। পশুপ্রকৃতি বিশিষ্ট মানব জীব

যদি আমাতে মনস্থির রাখিতে না পার তবে আমার অনুস্মরণ রূপ অভ্যাস যোগ দ্বারা আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা কর। ৯॥

অভ্যাসেঽপ্য সমর্থোঽসি মৎকর্ম্ম পরমোভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধি মবাপ্স্যসি॥ ১০॥
অথৈতদপ্য শক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্যোগ মাশ্রিতঃ।
সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১॥

যদি অভ্যাসে অসমর্থ হও, তবে তুমি মৎপ্রীতি সাধনার্থ ব্রত পূজাদি কর্ম্মানুষ্ঠান কর তাহাতে ও মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ১০॥ যদি তাহাতেও অসক্ত হও তবে একমাত্র আমবাই শরণাপন্ন হইয়া সংযত চিত্তে সমস্ত কর্ম্ম ফল পরিত্যাগ কর কৃতার্থ হইতে পারিবে।

(৩) তপসা প্রাপ্যতে সত্বং সত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ।
মনসা প্রাপ্যতে ত্বাত্মা হ্যাত্মাপ্তা ন নিবর্ত্ততে॥
মৈত্রেয় উপনিষৎ।

তপস্যাদ্বারা সত্ব, সত্বের দ্বারা মন, মনদ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আত্ম প্রাপ্তে মুক্তি অর্থাৎ বিষয়ান্ধকার রূপ ঘোরতর সংসারে যাতায়াত নিবৃত্তি হয়।

অপিচ।

তপোভিঃ প্রাপ্যতেঽভীষ্টং না সাধ্যং হি তপস্য তঃ।
দুর্ভগত্বঃ বৃথা লোকো বহতে সতি সাধনে॥

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত তপস্যাই সকলেরই অভীপ্সিত ফল বর্ষণ করিতেছে। সুতরাং তপস্বীর অসাধ্য কিছুই নাই। এরূপ সাধন তপস্যা করিতে মূর্খ লোক বৃথা দৌর্ভাগ্য বহন করিতেছে।

কৃতকর্ম্মা না হইলে কিরূপে উচ্চ সোপানে আরোহন করিবে? সুতরাং প্রথমাবস্থায় শাস্ত্র সম্মত প্রবৃত্তিমার্গীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হয়। ক্রিয়া—কি? না—উপাসনা। উপাসনা কাহাকে বলে? না—চিত্তৈকাগ্রং। অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা লাভ করাই উপাসনা। কি রূপে চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে হয়? না—অভ্যাস। কি—অভ্যাস? না—ক্রিয়াযোগাভ্যাস। ক্রিয়াযোগ কাহাকে বলে? না—

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। ১ ॥

সাধন পাদ পাতঞ্জল।

অর্থাৎ—তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রনিধান এই তিনপ্রকার ক্রিয়ার নাম ক্রিয়া যোগ।

তপস্যা কাহাকে বলে? না শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রত নিয়মাদি অনুষ্ঠান করার নাম তপস্যা

স্বাধ্যায় কাহাকে বলে? না—প্রণব প্রভৃতি ঈশ্বর বাচক শব্দের (মন্ত্রের) অর্থ স্মরণ পূর্ব্বক উচ্চারণ (জপ) এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্রের (বেদাদির) মর্ম্মানুসন্ধানে রত থাকার নাম স্বাধ্যায়।

ঈশ্বর প্রণিধান কাহাকে বলে? না—ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করাকে ঈশ্বর প্রণিধান বলে।

এই ক্রিয়া যোগ আয়ত্ত হইলেই ক্রমশঃ উচ্চোচ্চ সোপানে আরোহন করিবার ক্ষমতা জন্মায়। এজন্য শাস্ত্রের উপদেশ এই, যে—

সাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈ স্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥ ২৮ ॥

২অ. মনুঃ।

বেদাধ্যয়ন, মধুমাংশ বর্জ্জনাদি ব্রত, সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম, ত্রৈবিদ্য নামক ব্রত বিশেষ, ব্রহ্মচর্য্য সময়ে দেব ঋষি পিতৃতর্পণ, গৃহস্থাবস্থায় সন্তানোৎপাদন, ব্রহ্মযজ্ঞাদি পঞ্চ মহা যজ্ঞ ও জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারা মনুষ্য এই দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকে ব্রহ্ম প্রাপ্তির যোগ্য করিবে।

অপিচ।

শ্রবণং মননঞ্চৈব ধ্যান ভক্তিস্তথৈব চ।
সাধনং জ্ঞান সম্পত্তৌ প্রধানং নান্যদিষ্যতে।
ন চৈতানি বিনা কশ্চিজ্ জ্ঞান মাপ কুতশ্চন ॥

নারদ বাক্য।

শ্রবণ মনন ধ্যান ও ভক্তি এই কয়টী ব্রহ্মজ্ঞান রূপ সম্পত্তি লাভের প্রধান উপায় অর্থাৎ—সাধন। তদ্ব্যতিত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আর উপায়ান্তর নাই।

অপিচ শ্রীরামচন্দ্র প্রতি বশিষ্ঠ বাক্য।

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শমো বিচারঃ সন্তোষ শ্চতুর্থ সাধুসংগম॥

১১ শ, মুমু প্র, যোগবাশিষ্ট।

হে কৌশলেয়? সাধুসঙ্গ সদ্বিচার শম ও সন্তোষ এই চারিটী মোক্ষ দ্বারের দ্বারপাল স্বরূপ। এই কয়টীর সেবা করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে দেখাযাইতেছে যে. শাস্ত্রের উপদেশানুসারে উপরোক্ত বিষয় গুলির সাধন করিতে হয়। ঐরূপ সাধনকেই তপস্যা করা বলে। গৃহস্থ ব্যক্তি একেবারে তপস্বী হইবে ইহা সম্ভবপর নহে এজন্য শাস্ত্রকারগণ এরূপ কৌশল করিয়াছেন যে তাহা অবলম্বন করিলেই উক্ত বিষয় গুলি ক্রমে আপনা আপনি অভ্যস্ত হইয়া আসিবে। সে কৌশল এই যে, প্রাতঃকালাবধি রাত্রিকাল পর্য্যন্ত সমস্ত সাংসারিক কার্য্যের মর্ম্মে মর্ম্মে এরূপ ভাবে তপস্যার বন্ধন করিয়াছেন যে, তদ্বারা আপনা আপনিই তপস্যার ফলস্বরূপ আত্মসংযম, চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত করিয়া দেয়। অথচ সাধকের কোনরূপ ক্লেশ বা বিঘ্ন হয় না। শারীরিক বাচনিক ও মানসিক আচার ব্যবহারের সুপ্রণালী (৪) শাস্ত্রে এরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে—ইহ সংসারে নানা কার্য্যের মধ্যে চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিলেও এই বিধান গুলি মানিয়া চলিলেই প্রকৃত তপস্যা

---

(৪) দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞং পূজনং শৌচ মার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যা অহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয় হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙময়ং তপ উচ্যতে॥
মনঃ প্রসাদ সৌম্যত্বং মৌনং আত্ম বিনিগ্রহঃ।
ভাব সংশুদ্ধিরেত্যেতত্তপো মানস মুচ্যতে॥

দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু এবং পূজনীয় ব্যক্তিগণকে পূজা করা শুদ্ধাচারী হওয়া, ক্ষমাবান হওয়া, ব্রহ্মচর্য্যা করা, কোনরূপ হিংসা না করা ইত্যাদিকে শরীরের তপস্যা বলে। আর রূঢ়বাক্য প্রয়োগ না করা, সত্য প্রিয় এবং হিতকর বাক্য কহা, বেদাভ্যাস করা ইত্যাদিকে বাক্যের তপস্যা বলে। আর যাহাতে মনের সন্তোষোৎপন্ন হয়, সৌম্যত্ব, মৌনী হইয়া থাকা এবং ব্রত নিয়মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করাকে মানস তপস্যা বলে।

করা হয়। আর যথেচ্ছাচারী হইলে, শাস্ত্র মানিয়া না চলিলে, একেবারে হটাৎ তপস্বী হইব বলিয়া মনে করিলে সকল আশাই বিফল হইয়া যায়। এজন্য ভগবান অর্জ্জুন প্রতি এরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন যে—

যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কাম চারতঃ।
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন শান্তিং ন পরাং গতিং ॥ ২৩ ॥

যিনি শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হন, তিনি কথনই কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না, শান্তিলাভ করিতে পারেন না এবং পরমগতি লাভে অসমর্থ হন।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাতা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তু মিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

১৬ অ, গীতা।

হে পার্থ! শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, তুমি কার্য্যাকার্য্য বিষয় বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ॥ ২৪ ॥

গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া যথাবিধি শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহার এবং ধারাবাহিক নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকিলেই তপস্যা করা হইল। কলিকালে ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থাশ্রম নিষিদ্ধ (৫)। এজন্য গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা ফল উপার্জ্জন করিতে হয়। তপস্যার চরম ফল একাগ্রতা লাভ করা, এজন্য একাগ্রতাভ্যাসই তপস্যা। নিবিষ্টচিত্তে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তিধ্যানে নিমগ্ন থাকিলেই একাগ্রতা শক্তি প্রাদুর্ভূত হইবে—

---

(৫) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থো ভৈক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌযুগে ॥ ৮ ॥

৮উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

হে প্রিয়ে! কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই, বানপ্রস্থাশ্রমও নাই। কেবল গার্হস্থ্য ও ভিক্ষুক, এই দুইটী মাত্র আশ্রম আছে ॥

ভৈক্ষুকেঽপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তং দণ্ড ধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব তত্বজ্ঞে যতস্তৎ শ্রৌত সংস্কৃতি ॥ ১০ ॥

ঐ

কলিযুগে ভৈক্ষুকাশ্রমেও বেদোক্ত দণ্ড ধারণের বিধি নাই, কারণ তাহাও বৈদিক সংস্কার।

"যথাভিমত-ধ্যানাদ্বা" ॥ ৩৯ ॥

সমাধি পাদ, পাতঞ্জল।

যে কোন মনোজ্ঞ বস্তু—যাহা মনে হইলে মন প্রফুল্ল হয়, একাগ্র শিক্ষার নিমিত্ত তাহাই ধ্যান করিবে। রামমূর্ত্তি, কৃষ্ণমূর্ত্তি, কালীমূর্ত্তি ইত্যাদি যে কোন মূর্ত্তি মনের প্রীতিপ্রদ হইবে তাহাতেই চিত্তার্পণ করিবে। ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তস্থৈর্য্য অভ্যস্ত হইলে সর্ব্বত্রই চিত্তপ্রযোগ ও তাহাতে চিত্তকে তন্ময় করিতে পারিবে। তখন সমস্ত ভেদভাব মন হইতে বিদূরিত হইয়া একাত্মভাব সংস্থাপিত হইবে, আত্মজ্ঞান লাভ হইবে এবং অন্যান্য বাহ্য চেষ্টা সকলই রহিত হইয়া যাইবে। যথা—

যদা পঞ্চা বতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাংগতিং ॥

অর্থাৎ যখন বুদ্ধি পর্য্যন্ত চেষ্টা রহিত হয়, যখন পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখাদি দ্বৈতভাবনা সকল তিরোহিত হইয়া জ্ঞান মন নিশ্চল হয়, তখন জীবে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হয়।

প্রথমতঃ গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া যথাবিধি শাস্ত্রোক্ত (৬) ব্রত নিয়মাদি অনুষ্ঠান

(৬) সগররাজার প্রতি ঔর্ব্ব বচন।
বর্ণাশ্রমেষু যে ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রোক্তা নৃপসত্তমঃ।
তেষু তিষ্ঠন নরো বিষ্ণু মারাধয়তি নান্যথা ॥ ১৯ ॥

৮অ ৩ অংশ বিষ্ণু পুরাণ।

হে ভূপাল! শাস্ত্রে যে সকল বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, যে ব্যক্তি তাহাতে রত থাকেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় বর্ণাশ্রমের বিহিত ধর্ম্ম অতিক্রম না করে বিষ্ণু তাহার প্রতিই পরিতুষ্ট হন, তাহার অন্যথা হয় না।

জাত মাত্রো গৃহস্থঃস্যাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ।
গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্য্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরী ॥ ১৪ ॥
তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদা।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ ১৫ ॥

৮উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

মানবগণ জন্মগ্রহণ মাত্রেই গৃহস্থ হইয়া থাকে। পরে সংস্কার হইলে আশ্রমীহয়। হে মহেশ্বরি! কলিযুগে প্রথমেই যথাবিধানে গার্হস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে। অনন্তর তত্ত্বজ্ঞান হইলে যখন হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মিবে, তখন সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে।

দ্বারা তপস্যা করিবে পরে, যখন তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে তখন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। কলিকালে বৈদিক মার্গীয় সাধন ফলপ্রদ নহে, এজন্য তন্ত্র মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক সাধনকার্য্য সম্পাদন করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। যথা—

গৃহস্থস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা আগমোক্তাঃ কলৌ শিবে।
নান্য মার্গৈঃ ক্রিয়াসিদ্ধিঃ কদাপি গৃহ মেধিনাং ॥ ৯ ॥

৮উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কলিকালে গৃহস্থগণ একমাত্র আগমোক্ত বিধানানুসারেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে; অন্যরূপ বিধি অর্থাৎ বৈদিক পৌরাণিক বা স্মার্ত্ত সম্মত বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে কদাপি সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে না।

কলিকালের মানবজীব অল্পায়ু (৭) অল্পবুদ্ধি ও অল্পজ্ঞান বিশিষ্ট হইবে ইহা জ্ঞাত হইয়াই ভগবান শঙ্করদেব পূর্ব্বহইতেই তাহাদের নিস্তারোপায় জন্য বৈদিকপ্রণালীর সারতত্ত্ব উদ্ধার করিয়া যে সুলভ উপায় সংস্থাপন করিয়াছেন তাহারই নাম তন্ত্র শাস্ত্র। কলিতে এই তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে সমস্ত তপস্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। সাধকের মনোবৃত্তি ক্রমশঃ ফিরাইয়া উচ্চ সোপানে নিয়োজিত করিবার জন্য তন্ত্র শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা সংগঠিত হইয়াছে তাহার নাম আচার এবং ভাব। ঐ ভাবানুসারে তপস্যা করিতে হইবে। যে হেতু—

ভাবেন লভ্যতে সর্ব্বং ভাবেন দেবদর্শনং।
ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্ভাবাবলম্বনং ॥

রুদ্র যামল।

ভাবদ্বারা সমস্তই লাভ করা যায়। ভাবদ্বারা দেবতার দর্শন লাভ হয় এবং ভাবদ্বারা জ্ঞানও লাভ হইয়া থাকে। অতএব ভাবাবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা করা বিধেয়। যে পর্য্যন্ত না মানবের মন ভেদজ্ঞান রহিত হইয়া একত্বে পরিণত হয় সেই পর্য্যন্ত ভিন্ন

---

(৭) তপঃ স্বাধ্যায় হীনানাং নৃণামল্পায়ুষামপি।
ক্লেশপ্রয়াসাশক্তানাং কুতো দেহ পরিশ্রমঃ ॥ ৭ ॥

৮উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কালিকালে মানবগণ তপোবর্জ্জিত, বেদপাঠ বিরত ও অল্পায়ু হইবে, তাহারা দুর্ব্বলতা বশতঃ তাদৃশ ক্লেশ ও পরিশ্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না সুতরাং তাহাদিগের দৈহিক পরিশ্রম কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আদর্শ করিয়া আরাধানা করিবার বিধি (৮) দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভাব ও দেবতা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ফল একই। যথা—

যোযো যাদৃশ ভাবেন নিত্যং ধ্যায়তি ভক্তিতঃ।
তত্তদ্রূপেণ তস্যেষ্টং পূরয়েৎ পরমেশ্বরঃ॥

মুক্তিবাচারে।

অর্থাৎ—যিনি যে ভাবে তাঁহাকে ভক্তি যোগে নিত্য উপাসনা করিয়া থাকেন পরমেশ্বর সেই সেই রূপে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

মানবের ভেদ বুদ্ধির জন্য এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে। যে—

আরগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
মুক্তিঞ্চ কেশবাদিচ্ছেৎ জ্ঞানমিচ্ছেত্তু শঙ্করাৎ॥

শাস্ত্রবাক্য।

অর্থাৎ—আরগ্য প্রার্থনা করিয়া স্বর্য্যের আরাধনা করিবে। ঐরূপ ধন প্রার্থনা করিয়া অগ্নিব, মুক্তি প্রার্থনা করিয়া বিষ্ণুর এবং জ্ঞান প্রর্থনা করিয়া শঙ্কর দেবের আরাধনা করিতে হয়।

---

(৮) যাবন্নানাত্ব ভাবশ্চ তাবদ্দেব পৃথগ্বিধং।
তাবৎ ক্রিয়াঃ পৃথক ভাবাস্তাবন্নানাবিধামতাঃ॥
তাবদ্ভিন্নাশ্চ দেবাশ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরা।
গণেশশ্চ দিনেশশ্চ বহ্নির্বরুণ এব চ॥
কুবেরশ্চাপি দিকপালা এতৎ সর্ব্বং পৃথক পৃথক।
তাবদ্বিল্বদলং ভিন্নং দেবেশি তুলসী দলাৎ॥
তাবজ্জবা দ্রোণ কৃষ্ণা করবীরাণি ভূতলে।
তাবদ্দীব্যশ্চ বীরশ্চ তাবত্তু পশু ভাবকঃ।
তাবত্তন্ত্রে ভেদবুদ্ধি স্তাবদ্দেবে পৃথক ক্রিয়া॥

মুণ্ডমালা তন্ত্র।

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না ভেদ বুদ্ধি তিরোহিত হয় সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর গনেশ দিনেশ বহ্নি বরুণ কুবের ও দিকপালাদি দেবতাগণকে পৃথক পৃথক ভাবে আরাধনা করিতে হয়। তাবৎ কাল তুলসী ও বিল্বদলে ভেদ জ্ঞান রাখিতে হয়। জবা, দ্রোণ, অপরাজিতা. করবী ইত্যাদি পুষ্পদ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে অর্চ্চনা করিতে হয়। তাবৎকাল দিব্য বীর ও পশুভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাধন করিতে হয় এবং তাবৎ কাল পৃথক পৃথক তন্ত্রাদি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত দেবাদির পৃথক পৃথক আরাধনা করিতে হয়।

যাহা হউক বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থিতি পূর্ব্বক সাধন চতুষ্টয় ইত্যাদি সম্পন্ন করার নাম বৈদিক তপস্যা; কিন্তু কলিকালে বানপ্রস্থাশ্রম ও বৈদিক তপস্যা নিষিদ্ধ বলিয়া কিরূপে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি পূর্ব্বক ভাবসন্নিবিষ্ট হইয়া তান্ত্রিক তপস্যা করিতে হয় এক্ষনে তাহাই আলোচ্য।

তান্ত্রিক তপস্যা।

কৃতে শ্রুত্যুক্ত মার্গঃস্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতি সম্ভবঃ।
দ্বাপরেতু পুরাণোক্তঃ কলাবাগম সম্মতঃ॥

১ম পটল তারা প্রদীপ।

সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতাযুগে স্মৃত্যুক্ত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত এবং কলিযুগে তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

অতএব কলিযুগে তন্ত্রমার্গ ব্যতীত অন্যান্য মার্গ প্রশস্ত (১) নহে। এই স্থলে একটী শঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে, কলিযুগে যদি আগমোক্ত বিধি অনুসারে সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয় তবে—

সন্ধ্যা ত্রৈকালিকী কার্য্যা বৈদিকী তান্ত্রিকী ক্রমাৎ।
উপাসনায়া ভেদেন পূজাং কুর্য্যাৎ যথা বিধি॥ ৭৬॥

৮ম উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

হে দেবি! বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ক্রমশঃ ত্রিকালে সম্পাদন করিবে এবং উপাসনা ভেদে যথা বিধানে পূজাও করিবে।
একথা বলা হইল কেন? তাহার উত্তর এই যে, যাবৎ প্রবলকলি উপস্থিত না হয় তাবৎ কাল বৈদিকী ও তান্ত্রিকী এই উভয় ব্যবস্থা মিশ্রিত করিয়া ক্রিয়া করিতে

---

(১) আগমোক্ত বিধানেন কলৌ মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ।
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌচান্য বিধানতঃ॥

১ম পটল তারা প্রদীপ।

তন্ত্রোক্তং ধ্যান মন্ত্রঞ্চ প্রশস্তং ভারতে কলৌ।
বেদোক্তঞ্চৈব স্মৃত্যুক্তং পুরাণোক্তং বরাননে।
নশস্তং চঞ্চলা পাঙ্গি কদাচিদ্ভারতে কলৌ॥

৩য়, পটল পুরশ্চরণ রসোল্লাস তন্ত্র।

হইবে, একথা শ্রীকৃষ্ণ দেব উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন (২) এবং ভগবান শঙ্কর দেবও বলিয়াছিলেন। যথা—

অয়ন্তু পরমো মার্গো গুপ্তোঽস্তি পশু সঙ্কটে।
ব্যক্তী ভবিষ্যত্যচিরাৎ সংবৃত্তে প্রবলে কলৌ ॥ ৪৫ ॥

৪ উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

এই পরমোৎকৃষ্ট পথ সম্প্রতি পশুসঙ্কটে পতিত হইয়া সুগুপ্ত রহিয়াছে, প্রবল কলির প্রাদুর্ভাব হইলেই অবিলম্বে ইহা প্রকটিত হইয়া উঠিবে।

এই বাক্যের ভাবার্থে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে প্রবল কলি না হওয়া পর্য্যন্ত বৈদিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ইত্যাদি সকল প্রকার প্রথাই প্রচলিত থাকিবে তৎপরে কেবল তান্ত্রিক ব্যবস্থাই চলিবে এবং অন্য অন্য সকল প্রথাই অপ্রচলিত হইয়া যাইবে। প্রবল কলির যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় আর কালাপেক্ষা নাই সেই দিন উপস্থিত হইয়াছে যে হেতু বলা হইয়াছে যে—

---

(২) বৈদিকো তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতে নৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ ॥

১১ স্ক, ভাগবত।

বৈদিক, তান্ত্রিক এবং বৈদিকতান্ত্রিকমিশ্র এই তিন প্রকার বিধি দ্বারা যাহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি তদ্রূপেই আমার আরাধনা করিবেন।

হিমালয় প্রতি দেবী বাক্য।

যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ।
শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী ॥
করালং ভৈরবং বাপি জামলং বা মমাশ্রিতম্।
এবং বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু ॥
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে ॥

ইত্যাদি বাক্য কেবল—তন্ত্রায়িকা সিদ্ধ্যাদি প্রতিপাদক পরম, অন্যথা বলা হইয়াছে যে—

আগমস্তু ভবান্ কর্ত্তা বেদ কর্ত্তা হরিঃ স্বয়ম্।
আগমশ্চৈব বেদশ্চ দ্বৌবাহূ মম পুত্রকৌ ॥
দ্বাভ্যামেব ধৃতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং স চরাচরম ॥

যশ্চ

আগমং বাপি বেদং বা বিলঙ্ঘ্যান্যতরং ভজেৎ।
তস্যাহং বিকলাঙ্গাভ্যাং সমুদ্ধর্ত্তুমশক্তিক ॥ বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণীয় বচন।

যদাতু ম্লেচ্ছ জাতীয়া রাজানো ধন লোলুপা।
ভবিষ্যন্তি মহা প্রাজ্ঞে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫০ ॥

৪র্থ উ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

হে মহাপ্রাজ্ঞে! যাবৎকাল দেখিবে যে, ম্লেচ্ছ জাতীয় জনগণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অতিশয় ধন লোলুপ হইয়াছে তখনি জানিবে যে, কলির অতিশয় প্রাবল্য হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে প্রবল কলির ব্যবস্থাই প্রশস্ত বলিয়া মানিতে হইবে। অতএব তান্ত্রিকী ব্যবস্থাই প্রশস্ত।

তান্ত্রিক তপস্যার ভিত্তিমূল ভাবত্রয় ও সপ্তবিধ আচার। যে ব্যক্তি এই ভাবত্রয় ও আচার সপ্তক জ্ঞাত আছেন তিনিই ধন্য, তিনিই জ্ঞানী এবং তিনিই জীবনমুক্ত পুরুষ। যথা—

ভাবত্রয় গতান্ দেবি সপ্তাচারাংস্তু বেত্তি যঃ।
স ধর্ম্মং সকলং বেত্তি জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥

২৪ প, বিশ্বসার তন্ত্র।

হে দেবি! যে ব্যক্তি ভাবত্রয় সন্নিবিষ্ট সপ্ত আচার জ্ঞাত আছেন তিনি সকল ধর্ম্মই জানেন এবং সেই ব্যক্তিই জীবন-মুক্ত পুরুষ।

ভাব ত্রিবিধ (৩) অর্থাৎ দিব্যভাব, বীরভাব ও পশুভাব, এবং আচার সপ্তবিধ (৪) অর্থাৎ—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার। যথা—

ত্রিবিধা ভাবঃ।

(৩) ভাবস্তু ত্রিবিধা দেব দিব্য বীর পশু ক্রমাৎ।
গুরবশ্চ ত্রিধা চাত্র তথৈব মন্ত্র দেবতা ॥

২ প রুদ্র যামল।

(৪) সপ্ত আচারঃ।

সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণ মুত্তমম্ ॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্ত মুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি ॥

২ উ, কুলার্ণব তন্ত্র।

সর্ব্বাপেক্ষা বেদাচার উত্তম, বেদাচারাপেক্ষা বৈষ্ণবাচার উত্তম, বৈষ্ণবাচারাপেক্ষা শৈবাচার উত্তম, শৈবাচারাপেক্ষা দক্ষিণাচার উত্তম, দক্ষিণাচারাপেক্ষা বামাচার উত্তম,

আচারঃ সপ্ত বেদাদ্যাঃ কৌলান্তা কথিত বিভো।
ভাবাস্ত্রয় স্তথা দেব দিব্য বীর পশু ক্রমাৎ॥

২৪ প বিশ্বসার তন্ত্র।

দিব্যবীর পশু ক্রমে ভাব তিন প্রকার এবং বেদাচার হইতে কৌলাচার পর্য্যন্ত সপ্তবিধ আচার ভগবান কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

দিব্যভাবঃ (৫)।

দিব্যশ্চ দেবতা প্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
দ্বন্দ্বাতীতো বীত রাগঃ সর্ব্বভূত সমঃক্ষমী॥ ৫৬॥

১ উ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

দিব্য ভাব দেবতুল্য, সর্ব্বদা শুদ্ধান্তঃকরণ হইতে হয়। সুখ দুঃখ শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব সহ্য করিতে হয়। দিব্যভাবালম্বী ব্যক্তি রাগ দ্বেষ বিবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং ক্ষমাশীল হইয়া থাকেন।

বীর ভাবঃ (৬)।

সর্ব্বহিংসা বিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্ব প্রাণি হিতে রতঃ।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ রাগ দ্বেষ বিবর্জ্জিতঃ॥
মহাবলো মহাবীর্য্যো মহাসাহসিকঃ শুচিঃ।
সুখ দুঃখ সমজ্ঞানী বীরো ভবতি সাধকঃ॥

যোগিনী হৃদয় তন্ত্র।

বামাচারাপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার উত্তম, সিদ্ধান্তাচারাপেক্ষা কৌলাচার উত্তম, কৌলাচারাপেক্ষা আর কোন উত্তম আচার নাই।

(৫) দিব্যভাব লক্ষণঃ।

নিত্যস্নানং নিত্য দানং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ জপার্চ্চনং। নির্ম্মলং বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ॥ বেদশাস্ত্রে দৃঢ় জ্ঞানং গুরৌ দেবে তথৈব চ। মন্ত্রেচৈব দৃঢ় জ্ঞানং পিতৃদেবার্চ্চণং তথা॥ বলিবশ্যং তথা শ্রাদ্ধং নিত্যকার্য্যং শুচিস্মিতে। শত্রুং মিত্র সমং দেবি চিন্তয়েত্তু মহেশ্বরি॥ অন্নঞ্চৈব মহেশানি সর্ব্বেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ। গুরোরন্নং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্ব্ব সিদ্ধয়ে॥ কদর্য্যঞ্চ মহেশানি নিষ্ঠুরং পরিবর্জ্জয়েৎ। দেবতা নিন্দকং দৃষ্ট্বা নালাপঞ্চ সমাচরেৎ॥ সত্যঞ্চ কথয়েদ্দেবি ন মিথ্যা চ কদাচন। কেবলং দিব্য ভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বর॥ ৭ পটল কুব্জিকা তন্ত্র।

(৬) বীর ভাব লক্ষণং।

গুরোরারাধনং দেবি প্রত্যহং চিন্তয়েৎ সুধীঃ। সর্ব্বঞ্চ দেবতা রূপং পরমেষ্ঠি

যিনি সকল প্রকার হিংসা কার্য্যে বিরত; যিনি সকল জীবের হিতসাধনে রত; যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য এই ষড়রিপুকে জয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন; যিনি মহা বলশালী বীর্য্যবান এবং সাহসিক পুরুষ; যাঁহার সুখ দুঃখে সমজ্ঞান এরূপ সাধক ব্যক্তিকে বীর বলা যায়।

পশু ভাবঃ (৭)।

অহিংসা পরমো ধর্ম্ম পশুভাবে মহেশ্বরি।
নিরামিষেন দেবেশি পূজয়েৎ পশু ভাবতঃ॥
ঋতু কালং বিনা মন্ত্রীস্বস্ত্রীয়ং নৈব সংস্পশেৎ।
রাত্রৌ মন্ত্রঞ্চ মালাঞ্চ ন স্পৃশে ন জপেৎ পুশুঃ॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

হে মহেশ্বরি! পশুভাবে নিরামিষাশী হইয়া পূজা করিবে। মন্ত্র পরায়ণ ব্যক্তি ঋতুকাল বিনা আপনার স্ত্রীকেও সংস্পর্শ করিবে না। এবং রাত্রিতে মন্ত্র জপ ও মালা স্পর্শ করিবে না।

স্বরূপকং॥ এক গ্রামে স্থিতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েদ্ গুরুং। গুরুতুল্যং মহেশানি নমস্কুর্য্যাদ্বরাননে॥ স্ত্রীনাং পাদতলং দৃষ্ট্বা গুরুবদ্ভাবয়েৎ সদা। শ্রীখণ্ড পঙ্কং রুধিরং ভূষিতং সুমনোহরং॥ শরীরং কারয়েদ্দেবি গন্ধর্ব্বদেবমুত্তমম্। ত্রিপুণ্ডং ভস্মনা বাপি রক্ত চন্দনকে ন বা॥ রুদ্রাক্ষ ভূষণং দেবি সর্ব্বাঙ্গে চ মহেশ্বরি। কেবলং ভৈরবো ভূত্বা যজেদ্দেবীং সনাতনীং॥ প্রত্যহঞ্চ বলিং দদ্যাৎ দেবতা ভাব সিদ্ধয়ে। সংবিদাঞ্চ গৃহীত্বাতু পূজাদৌ চ মহেশ্বরী॥ নিশীথে পূজনঞ্চৈব কর্ত্তব্যঞ্চ মহেশ্বরী। কুলবৃক্ষং তথা দৃষ্টা কর্ত্তব্যঞ্চ বরাননে॥ প্রণামং বন্দনঞ্চৈব প্রত্যহঞ্চ মহেশ্বরী। রাত্রৌচৈব যজেদ্দেবীং ন দিবাপি কদাচন॥ রাত্রৌ তাম্বূল পুবাস্যো জপেন্মন্ত্রং মহেশ্বরী। সর্ব্বঞ্চৈব মহাদেবি পর দেব্যৈ সমর্পয়েৎ॥ ৭ পটল কুব্জিকা তন্ত্র।

(৭) পশুভাব লক্ষণং।

শৃণুদেবি প্রবক্ষ্যামি পশুভাবস্য লক্ষণম্।
সুরা দর্শন মাত্রেন কুর্য্যাৎ সূর্য্যাবলোকনম্।
তৎসমাঘ্রাণ মাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ
ন স্পৃশেৎ মাদকং দ্রব্যং নামিষঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

হে দেবি! এক্ষণে শ্রবণ কর পশুভাবের লক্ষণ বলি। যে ব্যক্তি সুরা দর্শন মাত্র সূর্য্যমুখাবলোকন করিবে, আর সুরার আঘ্রাণ মাত্র তিনবার প্রাণায়াম করিবে,

এই পশুভাব বীরভাব ও দীব্যভাব মধ্যে পুনরায় সত্ব রজ ও তম ভেদে কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে অর্থাৎ পশুভাব তিন প্রকার, যথা সত্বপ্রধান পশু, রজ প্রধান পশু এবং তম প্রধান পশু। সত্বপ্রধান পশু উত্তম, রজপ্রধান পশু মধ্যম এবং তমপ্রধান পশু অধম। যে পশু সমস্ত বেদাগম সম্মত বিধি ব্যবস্থাকে অমান্য করে না সমস্ত দেব দেবীকে ভক্তি প্রদর্শন করে সেই পশু উত্তম, (৮)। যে পশু কেবল আপন ইষ্ট ব্যতীত অন্যান্য দেব দেবীর দ্বেষ প্রদর্শন করে সেই পশু মধ্যম, (৯)। আর যে পশু দেব দেবীর নিন্দা করে, প্রতিমায় ভেদ বুদ্ধি করে, গুরুবাক্যে অবিশ্বাস করে এবং মন্ত্রকে অক্ষর মাত্র বিবেচনা করে সেই পশু অধম (১০)। বীরভাব দুইপ্রকার যথা—রজপ্রধান বীর এবং সত্বপ্রধান বীর। রজপ্রধান বীরের লক্ষণ এই যে, যে পর্য্যন্ত না প্রকৃত সাধন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হয় তাবৎকাল রজপ্রধান বীর কহা যায়, তৎপরে জিতেন্দ্রিয়াবস্থা

মাদক দ্রব্য মাত্র স্পর্শ করিবে না, এবং আমিষ দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না তাহাকেই পশু বলি।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ।
ন শূদ্রদর্শনং কুর্য্যাৎ মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ॥ ৫৫॥

১উ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

যে ব্যক্তি পশু সেই ব্যক্তি এরূপ শুদ্ধাচার হইয়া থাকে যে, পত্র পুষ্প ফল ও জল এ সমুদায় পূজার দ্রব্যও স্বয়ংই আহরণ করিবে, শূদ্র দর্শন করিবে না এবং স্ত্রী সম্ভোগ করা দূরে থাকুক মনদ্বারাও রমনী স্মরণ করিবে না।

(৮) উত্তম পশু লক্ষণ।

দুর্গাপূজাং বিষ্ণুপূজাং শিবপূজাঞ্চ নিত্যশঃ।
অবশ্যং হি যঃ করোতি স পশুরুত্তমঃ স্মৃতঃ॥

৬প উত্তর খণ্ড রুদ্র যামল।

(৯) মধ্যম পশু লক্ষণ।

কেবলং বৈষ্ণবোধীরঃ পশুনাং মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
ভূতানাং দেবতানাঞ্চ সেবাং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বদা।
পশূনাং মধ্যমাং প্রোক্তা নরকস্থা ন সংশয়ঃ॥

ঐ

(১০) অধম পশু লক্ষণ।

পশুভাব রতা যে চ কেবলং পশু রূপিণঃ।
রাত্রৌ মন্ত্রঞ্চ মালাঞ্চ ন স্পৃশেত্তু কদাচন॥

উপস্থিত হইলে সাত্ত্বিক বীর (১১) হইয়া থাকে। দিব্যভাব একই প্রকার, কেবল সত্বগুণ সম্পন্ন। কিন্তু উত্তম মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার। বেদপাঠ করণানন্তর যে দিব্যভাবের উদ্রেক হয় তাহা অধম, আগম পাঠ পূর্ব্বক যে দিব্যভাবের উদ্রেক হয় তাহা মধ্যম, আর কেবল সাধন করিতে করিতে বিবেক উপস্থিত হইয়া যে দিব্যভাব গঠিত হয় তাহাই উত্তম (১২)।

এই ত্রিবিধ ভাব মধ্যে সাধকের অভিপ্রায়ানুসারে আচার সপ্তক বিভাগ করা হইয়াছে। যথা—

চত্বারো দেবি বেদাদ্যাঃ পশুভাবে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বামাদ্যাস্ত্রয় আচারা দিব্যে বীরে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

২৪ পটল বিশ্বসার তন্ত্র।

বেদাদি চতুরাচার অর্থাৎ বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার এবং দক্ষিণাচার, এই

সংশয়ো বলিদানে চ তন্ত্রে চ সংশয়ঃ সদা।
মন্ত্রে চাক্ষর বুদ্ধিশ্চ অবিশ্বাসো গুরৌ সদা॥
প্রতিমায়াং শিলাবুদ্ধির্ভেদকো দৈবতে সদা।
অজ্ঞানেন সদা স্নানং প্রত্যহং দেহতাড়নম্॥
সর্ব্বেষাঞ্চৈব নিন্দাঞ্চ যস্ত কুর্য্যান্মহেশ্বরি।
স এব পশু ভাবেন চাধমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

৭ম পটল কুব্জিকা তন্ত্র॥

(১১) স এব ভারতে বীরো মহাজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয়।
ঊর্দ্ধবাহুঃ সদা বীরো মুক্তকেশো দিগম্বর॥
সর্ব্বত্র সম ভাবো যঃ স চ নরোত্তমো ভবেৎ।
নানা দেশেষু পীঠেষু ক্ষেত্রেষু তীর্থ ভূমিষু॥
ভ্রমণং কুরুতে নিত্যং কূর্য্যাৎ যত্নেন পূজনং।
দেবতায়া সদাধ্যানং শ্রীগুরো পূজনং তথা।
অন্তর্যাগেষু যো নিষ্ঠঃ স বীর পরিকীর্ত্তিতঃ॥

১৪ পটল রুদ্রযামল।

(১২) ত্রিবিধং দিব্যভাবঞ্চ বেদাগম বিবেকজং।
বেদার্থে মধমং প্রোক্তং মধ্যমঞ্চাগমোদ্ভবং॥
উত্তমং সকলং প্রোক্তং বিবেকোল্লাস সম্ভবং॥

৬ পটল রুদ্রযামল।

চারিটী আচার পশুভাবের অন্তর্গত। আর বামাচার সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার এই তিনটী আচার দিব্য ও বীর ভাব মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এক্ষণে কোন আচার কিরূপ? তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। যথা—

১। বেদাচার।

সাধক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গুরুদেবের নামান্তে আনন্দনাথ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। সহস্রার পদ্মেতে ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচারে (যেরূপ প্রাতঃকৃত্যে বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপে) পূজা করিবে এবং বাগ্‌ভব বীজ (ঐঁ) মন্ত্র দশ বা ততোধিক বার জপ করিয়া পরম কলা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে ধ্যানানন্তর যথা শক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ সমাপনান্তে বহির্গমন করিয়া নিত্যকর্ম্ম বিধানানুসারে সমস্ত কর্ম্ম করিবে। রাত্রিতে নিত্য দেব পূজা করিবে না, ঋতুকাল ভিন্ন স্ত্রীগমন করিবে না। পর্ব্বদিনে মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিবে এবং যথানিয়মে অন্যান্য বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

২। বৈষ্ণবাচার।

বেদাচারের ব্যবস্থানুসারে সর্ব্বদা নিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে তৎপর থাকিবে। কদাচ মৈথুন ও তৎসংক্রান্ত কথার জল্পনাও করিবে না। হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা, মাংস ভোজন, রাত্রিতে মালাজপ ও পূজা কার্য্য বর্জ্জন করিবে। শ্রীবিষ্ণুদেবের পূজা করিবে, সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় চিন্তা করিবে এবং বেদাচার মত সমস্ত কার্য্যই করিবে।

---

(১) বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় গুরুং নত্বা তু নামভিঃ। আনন্দনাথশব্দান্তৈঃ পূজয়েদথ দেশিকঃ। সহস্রারাম্বুজে ধ্যাত্বা উপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ। প্রজপ্য বাগ্‌ভবং বীজং চিন্তয়েৎ পরমাং কলাম্। মূলমন্ত্রং প্রজপ্যাথ বহির্গত্বা বরাননে। মলমূত্রং পরিত্যজ্য স্নাত্বা তু পরমেশ্বরি। সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ। অপাবৃতশরীরঃ সংস্ত্রিসন্ধ্যং স্নানমাচরেৎ। রাত্রৌ নৈব যজেদ্দেবান্ সন্ধ্যায়াং বাহ্পরাহ্ণকে। ঋতুকালং বিনা দেবি স্বভার্য্যারমণং ত্যজেৎ। মৎস্যং মাংসং মহেশানি ত্যজেৎ পঞ্চসু পর্ব্বসু। যদন্যদ্বেদবিহিতং কুর্য্যান্নিয়তভৎপরঃ॥ ১॥ হরতত্ত্বদীধিতিঃ ধৃত তন্ত্র বচন।

(২) অথ বক্ষ্যে মহেশানি বৈষ্ণবাচারমুত্তমম্। যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কালান্তীতির্নবর্ত্ততে। বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিয়তভৎপরঃ। মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ। হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনম্। রাত্রৌ পূজাং তথা মালাং ন কুর্য্যান্নৈব সংস্পৃশেৎ। বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েদ্দেবি বিষ্ণৌ কর্ম্ম নিবেদয়েৎ। ভাবয়েৎ সর্ব্বদা দেবি সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। তপঃকষ্টাতিসহেন সর্ব্বত্রাচ্যুতচিন্তয়া। বৈষ্ণবাচার ঈশানি বৈদিকেভ্যো বিশিষ্যতে॥ ২॥ ঐ

৩। শৈবাচার।

বেদাচারের নিয়মানুসারে শৈবাচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরন্তু শৈবের বিশেষ এই যে, পশুঘাত নিষিদ্ধ। সর্ব্বকর্ম্মে শিবনাম স্মরণ করিবে এবং গাল বাদ্য দ্বারা ব্যোম ব্যোম করিবে।

৪। দক্ষিণাচার।

বেদাচার ক্রমে ভগবতির পূজা করিবে এবং রাত্রিযোগে বিজয়া (সিদ্ধি) গ্রহণ করিয়া গদ্গদ চিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। চতুষ্পথে, শ্মশানে, শূন্যাগারে, নদীতটে, মৃত্তিকা তলে, পর্ব্বত গুহায়, দীর্ঘিকা তটে, শক্তি ক্ষেত্রে, পীঠ স্থানে, শিবালয়ে, ধাত্রীবৃক্ষতলে এবং অশ্বত্থ বা বিল্বমূলে বসিয়া মহাশঙ্খ মালা (নরাস্থীমালা) দ্বারা জপ কর্ম্ম করিবে।

এই কয়টী আচারকে এক কথায় পশ্বাচার বলে অর্থাৎ এই কয়টী আচার পশু-ভাবের অন্তর্গত।

৫। বামাচার।

দিবসে ব্রহ্মচর্য্যা এবং রাত্রিতে পঞ্চতত্ত্বদ্বারা দেবীর আরাধনা করিবে। চক্রানুষ্ঠান করিয়া মন্ত্রাদি জপ করিবে। এই বামাচার ক্রিয়া সর্ব্বদা মাতৃজারবৎ গোপন করিবে। আরও বামাচারের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে;—

---

(৩) শৃণু চার্ব্বঙ্গি শুভগে শৈবাচারং সুদুর্লভম্। বেদাচারক্রমো দেবি শৈবাচারে ব্যবস্থিতঃ। তদ্বিশেষো মহেশানি পশুহিংসাবিবর্জ্জনম্। শিবং মহেশ্বরং শান্তং চিন্তয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মসু। তোষয়েদ্বক্ত্রবাদ্যেন চতুর্ব্বর্গপ্রদং হরম্। তমেব শরণং গচ্ছেন্মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ। সিধ্যত্যাশু মহেশানি শৈবাচারনিষেবণাৎ। অতস্তাভ্যাং পরো ধর্ম্মঃ শৈবাচারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥ হরতত্ত্বদীধিতিঃ ধৃত তন্ত্র বচন।

(৪) ইদানীং শৃণু বক্ষ্যামি দক্ষিণাচারমদ্রিজে। যস্য স্মরণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ। দক্ষিণামূর্ত্তিঋষিণানুষ্ঠিতোঽসৌ মতঃ প্রিয়ে। অতএব মহেশানি দক্ষিণাচার উচ্যতে। প্রবর্ত্তকোঽস্যমাচারঃ প্রথমং দিব্যবীরয়োঃ। অতস্তেভ্যঃ কুলেশানি শ্রেষ্ঠোঽসৌ দক্ষিণঃ স্মৃতঃ। বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্। স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ। চতুষ্পথে শ্মশানে বা শূন্যাগারে নদীতটে। পাতালভবনে বাপি গিরৌ বা দীর্ঘিকাতটে। শক্তিক্ষেত্রে মহাপীঠে বিল্বমূলে শিবালয়ে। ধাত্রীবৃক্ষতলেঽশ্বত্থমূলে চৈব তরোস্তলে। সমাশ্রিত্য মহাশঙ্খমালাং সিদ্ধিপদং ব্রজেৎ ॥ ৪ ॥ ঐ

(৫) বামাচারং প্রবক্ষ্যামি সম্মতং দিব্যবীরয়োঃ। যং শ্রুত্বৈব মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। দিবসে পরমেশানি ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। পঞ্চতত্ত্বক্রমেণৈব

পঞ্চতত্ত্বং খ পুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুল যোষিতম্।
বামাচারো ভবেত্তত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্॥

আচার ভেদ তন্ত্র।

পঞ্চতত্ব অর্থাৎ—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং মৈথুন, খ পুষ্প* অর্থাৎ—স্বয়ম্ভু পুষ্প, কুণ্ড পুষ্প, গোলক পুষ্প এবং বজ্র পুষ্প দ্বারা কুল স্ত্রীর পূজা করিবে, তাহা হইলে বামাচার হইবে। বামা স্বরূপা হইয়া পরমাশক্তির পূজা করিবে।

৬। সিদ্ধান্তাচার।

যাহা হইতে ব্রহ্মানন্দ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় এরূপ বেদ শাস্ত্র পুরাণাদিতে গুঢ়জ্ঞান হইবে। মন্ত্রদ্বারা শোধন করিয়া দেবীর প্রীতিকর যে পঞ্চতত্ব তাহা পশু শঙ্কা বর্জ্জন পূর্ব্বক সেবা করিবে। এই আচারে সাধন জন্য পশু হত্যা দ্বারা কোন হিংসা দোষ হইবে না। সর্ব্বদা রুদ্রাক্ষ বা অস্থি মালা ও কপাল পাত্র অর্থাৎ মড়ার মাথার পাত্র ধারণ করিবে এবং ভৈরব বেশ ধারণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে প্রকাশ্য ভাবে বিচরণ করিবে। সিদ্ধান্তাচারের আর একটী নিয়ম আছে যে;—

রাত্রৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ। চক্রানুষ্ঠানবিধিনা মূলমন্ত্রং জপন্ সুধীঃ। ধ্যায়ন্ দেবীপদাম্ভোজং সাধয়েদ্বীরসাধনম্। স এব ধন্যো লোকেঽস্মিন্ পূজ্যো মান্যঃ সুরৈরপি। কিমন্যৈঃ সাধকৈর্দ্দেবি স বীরো ভুবি দুর্লভঃ। প্রকাশাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্বামাচারগতৌ প্রিয়ে। অতো বামপথং দেবি গোপয়েন্মাতৃজারবৎ॥ ৫॥ হরতত্ত্বদীধিতিঃ ধৃত তন্ত্র বচন।

* খপুষ্প—রজস্বলা স্ত্রীলোকের রজ। স্বয়ম্ভূপুষ্প—প্রথম বারের রজ। কুণ্ডপুষ্প—সধবা স্ত্রীলোকের রজ। গোলক পুষ্প বিধবা স্ত্রীলোকের রজ। বজ্রপুষ্প—চণ্ডালিনীর রজ।

(৬) অপরং শৃণু বক্ষ্যামি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্। ব্রহ্মানন্দময়ং জ্ঞানং যস্মাদ্দেবি প্রপদ্যতে। বেদশাস্ত্রপুরাণেষু গূঢ়ং জ্ঞানমিদং প্রিয়ে। কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিস্তথা তেষু প্রতিষ্ঠিতম্। দেব্যাঃ প্রীতিকরং পঞ্চতত্বং মন্ত্রৈর্বিশোধিতম্। সেবেত সাধকো দেবি পশুশঙ্কাবিবর্জিতঃ। সৌত্রামণ্যাং যথা ব্যক্তপানদোষো ন বিদ্যতে। সিদ্ধান্তেঽস্মিংস্তথাচারে সুপ্রকাশং সুরাং পিবেৎ। অশ্বমেধক্রতৌ বাজিহত্যাদোষো ন জায়তে। অস্মিন্ ধর্ম্মে তথেশানি পশূন্ হিংসন্ন দুষ্যতি। কপালপাত্রং রুদ্রাক্ষমস্থিমালাঞ্চ ধারয়ন্। বিহরেদ্ভুবি দেবেশি সাক্ষাদ্ভৈরবরূপধৃক্। শঙ্কাত্যাগাদ্ব্যক্তভাবাত্তথৈব সত্যসেবনাৎ। বামাদপি কুলেশানি সিদ্ধান্তঃ পরমঃ স্মৃতঃ॥ ৬॥

হরতত্ত্বদীধিতিঃ ধৃত তন্ত্র বচন।

দেব পূজা রতো নিত্যং তথা বিষ্ণু পরো দিবা॥
নক্তং দ্রব্যাদিকং সর্ব্বং যথা লাভেন চোত্তমম্।
বিধিবৎ ক্রিয়তে ভক্ত্যা স সর্ব্বশ্চ ফলং লভেৎ॥

২ পটল সময়াচার তন্ত্র।

যে ব্যক্তি প্রতি নিয়ত দেব পূজায় অনুরক্ত থাকে এবং দিবা ভাগে বিষ্ণু পরায়ণ হইয়া রাত্রিকালে ভক্তি সহকারে যথাবিধি মদ্যাদি দান ও সেবন করে সেই সিদ্ধান্তাচারী সমস্ত ফল লাভ করে।

এই দুইটী আচারকে বীরাচার বলে অর্থাৎ এই দুইটী আচার বীর ভাবের অন্তর্গত।

৭। কৌলাচার।

দিক্কাল নিয়মো নাস্তি তিথ্যাদি নিয়মো ন চ।
নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহা মন্ত্রস্য সাধনে॥
ক্বচিৎ শিষ্টঃ ক্বচিৎ ভ্রষ্টঃ ক্বচিৎ ভূত পিশাচবৎ।
নানা বেশধরা কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥

৩ পটল নিত্যাতন্ত্র।

কৌলাচারী ব্যক্তির মহামন্ত্র সাধনে দিক্ ও কালের কোন নিয়ম নাই। কোন স্থানে শিষ্ট, কোন স্থানে বা ভ্রষ্ট, কোথাও বা ভূত ও পিশাচ তুল্য হইয়া নানা বেশ ধারণ পূর্ব্বক কৌল ব্যক্তি ভূমণ্ডলে বিচরণ করেন।

---

(৭) কৌলাচারবিধিং বক্ষ্যে সাবধানাবধারয়। যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ শিবো ভবতি নান্যথা। দিক্কালনিয়মো নাস্তি তথা বিধিনিষেধয়োঃ। ন কোঽপি নিয়মো দেবি কুলধর্ম্মস্য সাধনে। কৌল এব গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌলএব সদাশিবঃ। কৌলঃ পূজ্যতমো লোকে কৌলাৎ পরতরো নহি॥ কর্দ্দমে চন্দনে দেবি পুত্রে শত্রৌ প্রিয়াপ্রিয়ে। শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে। ন ভেদো যস্য দেবেশি স এব কৌলিকোত্তমঃ॥ চিন্তয়েদাত্মনাত্মানং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিমান্। দয়াধৃতিক্ষমাযুক্তঃ স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ॥ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদাত্মানং বিভুমব্যয়ম্। ভূতান্যাত্মনি দেবেশি স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ। যস্তু ধ্যানপরো দেবি জ্ঞাননিষ্ঠঃ সমাহিতঃ। সাধয়েৎ পঞ্চতত্ত্বেন স কৌলো মধ্যমঃ স্মৃতঃ॥ জপপূজাহোমরতো বীরাচারপরায়ণঃ। আরুরুক্ষুর্জ্ঞানভূমিং স কৌলঃ প্রাকৃতো মতঃ॥ করিপাদে নিমজ্জন্তি সর্ব্বে প্রাণিপদা যথা। কুলধর্ম্মে নিমজ্জন্তি সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা প্রিয়ে ইতি॥৭॥

কৌলাচারী ব্যক্তির কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। স্থানাস্থান, কালাকাল ও কর্ম্মাকর্ম্ম ইত্যাদির কিছুমাত্র বিচার নাই। কর্দ্দম চন্দনে সমজ্ঞান, শত্রু মিত্রে সম জ্ঞান, শ্মশানে গৃহে সম জ্ঞান, কাঞ্চন তৃণে সম জ্ঞান ইত্যাদি। অর্থাৎ কৌলাচারী ব্যক্তি প্রকৃত জিতেন্দ্রীয়, নিস্পৃহ, উদাসীন এবং পরম যোগী পুরুষ এবং অবধূত শব্দ (৮) বাচ্য।

এই আচারকে দিব্যাচার বলে অর্থাৎ ইহা দিব্য ভাবের অন্তর্গত। এই আচার সপ্তককে, দিব্য বীর ও পশু ভাবত্রয় মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। অর্থাৎ এক এক ভাবের অন্তর্গত কএকটী করিয়া আচার নিয়োজিত করা হইয়াছে। যথা—

বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্মৃতং।
সিদ্ধান্তে বামে বীরে তু দিব্যং সৎ কৌলমুচ্যতে॥

২৪ প, বিশ্বসার তন্ত্র।

অর্থাৎ বৈদিক আচার, বৈষ্ণবাচার,শৈবাচার এবং দক্ষিণাচার পশুভাবের অন্তর্গত। সিদ্ধান্তাচার ও বামাচার বীরভাবের অন্তর্গত। আর কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত বলিয়া জানিবে।

---

(৮) কৌলাচারী ব্যক্তিকে অবধূত কহা যায়। অবধূত দুই প্রকার; গৃহী এবং পরিব্রাজক। গৃহী অবধূত ব্যক্তাব্যক্ত ভেদে আবার দুই প্রকার।

অব্যক্তাবধূত লক্ষণ।

অন্তঃশাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
নানা রূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥ শ্যামারহস্য।

অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব, সভা মধ্যে বৈষ্ণব এইরূপ নানাবেশধারী কৌল সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিয়া থাকেন।

ব্যক্তাবধূত লক্ষণ।

ব্যক্তোঽব্যক্তো দ্বিধাখ্যো ভুবি, চরতি মুদা রক্তবস্ত্রাবৃতাঙ্গঃ।
সিন্দূরোদ্যল্ললাটঃ শিব এব, মহসা রক্তমাল্যানুলেপঃ॥ শ্যামাসন্তোষণ।

গৃহাবধূত ব্যক্ত ও অব্যক্তভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে ব্যক্ত অবধূত হর্ষযুক্ত, রক্তবস্ত্রে আবৃত, ললাটে সিন্দুরযুক্ত, তেজে শিব স্বরূপ, রক্তবর্ণ মালা বিশিষ্ট এবং রক্ত চন্দনাদি সংযুক্ত।

যোগমার্গং কৌলমার্গমেকাচারক্রমং প্রভো।
যোগী ভূত্বা কুলং ধ্যাত্বা সর্ব্ব সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ ১৭ প, রুদ্রযামল।

হে প্রভো যোগসাধন ও কৌল সাধন একই প্রকার, কারণ কৌল ব্যক্তি যোগী হইয়া কুল অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর ধ্যান পূর্ব্বক সমুদায় সিদ্ধি লাভ করেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, এরূপ ত্রিবিধ ভাব এবং সপ্তবিধ আচার হইবার কারণ কি? একটী ভাব এবং একাচার হইলেই বা ক্ষতি কি ছিল? তাহার উত্তর এই যে, মানব জীব সকলেই এককূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট নহে; গুণভেদে সকলেরই প্রকৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াছে। এজন্য ভাব ত্রিবিধ এবং আচার সপ্তবিধ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে যাহার পক্ষে যাহা উপযোগী, তিনি তদ্রূপ ভাব এবং আচার গ্রহণ করিলেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, সেই গুণভেদ কি প্রকার?

সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে সাধন তিন প্রকার। হেতু এই যে, উত্তম মধ্যম এবং অধম শরীরানুসারে মানব প্রকৃতি সত্বাদি গুণত্রয় সম্পন্ন হওয়াতে সাধন প্রণালীও সত্বাদিভেদে উত্তম, মধ্যম এবং অধম (১) এই তিন প্রকার ভাবে সংগঠিত হইয়াছে। যথা—

---

(১) মানবের মনোভাব ও ভক্তি গুণত্রয় ভেদে সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক হইয়া থাকে। যথা—

হিমালয় প্রতি দেবী বাক্য।

পরপীড়াং সমুদ্দিশ্য দম্ভং কৃত্বা পুরঃসরম্।
মাৎসর্য্য ক্রোধযুক্তো যস্তস্য ভক্তিস্তু তামসী॥ ৫॥

৩৭ অ, দেবী ভাগবত।

যে ব্যক্তি মাৎসর্য্য ও ক্রোধাদি সংযুক্ত হইয়া দম্ভ প্রকাশ পূর্ব্বক অন্যের বিনাশের নিমিত্ত ভক্তিযোগে আমার উপাসনা করে তাহার সে ভক্তিকে তামসী ভক্তি কহে।

পরপীড়াদি রহিতঃ স্বকল্যাণার্থমেব চ।
নিত্যং সকামোহৃদয়ে যশোহর্থী ভোগ লোলুপঃ॥ ৬॥
তত্তৎফল সমাবাপ্ত্যৈ মামুপাস্তেহতি ভক্তিতঃ।
ভেদবুদ্ধ্যা তু মাং স্বস্মাদন্যাং জানাতি পামরঃ।
তস্য ভক্তিঃ সমাখ্যাতা নগাধিপ তু রাজসী॥ ৭॥

যে ব্যক্তি পরানিষ্ট উদ্দেশ না করিয়া কেবল আপনার কল্যাণের নিমিত্ত মনে মনে কোনও কমনা করে বা যশ ও ইন্দ্রিয়ার্থ লোলুপ হয় এবং তাহার ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত অজ্ঞতা প্রযুক্ত আপনাকে আমা হইতে বিভিন্ন বোধ করিয়া অতিশয় ভক্তিযোগে আমার উপাসনা করে তাহার সেই ভক্তিকে রাজসী ভক্তি বলে।

পরমেশার্পণং কর্ম্ম পাপ সংক্ষালনায় চ।
বেদোক্তত্বাদবশ্যং তৎ কর্ত্তব্যন্তু ময়ানিশম্॥ ৮॥

শরীরং ত্রিবিধং প্রোক্তমুত্তমাধম মধ্যমং।
তত্রৈব ত্রিবিধং প্রোক্তমুত্তমাধম মধ্যমং॥

৫৩ পটল রুদ্রযামল।

অতএব যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি তাঁহার পক্ষে তদ্রূপ সাধনই উপযোগী। তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি কখনই উত্তম অর্থাৎ সাত্বিক সাধনের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে না। কারণ, এরূপ স্থলে গুণব্যাত্যয় হেতু তাহার বিরক্তি বই আনন্দোদ্ভব হইবে না। মনস্ফূর্ত্তি না হইলে কোন কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ করা যায় না, সুতরাং যাহাতে যাহার মনস্ফূর্ত্তি হয় তাহাই তাহার পক্ষে বিহিত। এজন্য তমোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তামসিক সাধনই প্রশস্ত, ঐরূপ রজোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে রাজসিক এবং সত্বগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সাত্বিক সাধনই মঙ্গলকর হইয়া থাকে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, যে শক্তি অনুসারে যাহার শরীর যেরূপ ভাবে কার্য্যক্ষম হইবে তাহার পক্ষে তদ্রূপ ভাবেরই সাধন প্রণালী শ্রেয়স্কর। এজন্য সাধন প্রণালীকে শাস্ত্র মধ্যে সাত্বিকাদিভেদে তিন প্রকার ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—

শক্তি প্রধানং ভাবানাং ত্রয়াণাং সাধকস্য চ।
দিব্য বীর পশুনাঞ্চ ভাবত্রয় মুদাহৃতং॥

১ পটল রুদ্রযামল।

সাধকগণের ক্ষমতানুসারে দিব্য পশু বীর ক্রমে ভাব তিন প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভাব শব্দে মানসিক ধর্ম্মকে বুঝায়। এজন্য শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যে—

ভাবোহি মানোসো ধর্ম্ম মনস্যৈব সদাভ্যসেৎ।

৫১ পটল বামকেশ্বর তন্ত্র।

মানসিক ধর্ম্মের নাম ভাব, উহা মনের দ্বারাই অভ্যাস করিতে হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মনোভাব তো আপনা আপনিই মন মধ্যে উত্থিত হয়।

ইতি নিশ্চিত বুদ্ধিস্তু ভেদবুদ্ধি মুপাশ্রিতঃ।
করোতি প্রীতয়ে কর্ম্ম ভক্তিঃ সা নগ সাত্বিকী॥ ৯॥ ৩৭অ দেবী ভাগবত।

যে মানব জীব ও ঈশ্বরে ভেদ বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া (ভক্তিযোগে ভেদ বুদ্ধি নিয়তই বিদ্যমান থাকে) স্বীয় পাপ ক্ষালনের নিমিত্ত "এই বিধি বেদে উক্ত হইয়াছে," অতএব ইহা অনুষ্ঠান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য এইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক আমার উপাসনা করিয়া সেই কর্ম্মফল সকল পরমেশ্বরে অর্পণ করে তাহার সেই ভক্তিকে সাত্বিকী ভক্তি কহে।

অর্থাৎ তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাব তামসিক, রজোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাব রাজসিক এবং সত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাব সাত্বিক তো আপনা আপনিই হইয়া থাকে। তখন মনোদ্বারা আর কি অভ্যাস করিবে? তাহার উত্তর এই যে, মুক্তি প্রার্থনাই সাধনের উদ্দেশ্য। সাত্বিক সাধন ব্যতীত যখন অন্যান্য সাধন কার্য্যের দ্বারা মুক্তিলাভ অসম্ভব তখন সয়মুদ্ভুত তামসিক মনোভাব যুক্ত ব্যক্তির উপায় কি? কাজেই স্বাত্বিক ভাব অবলম্বন করিতে হইলে অভ্যাস করিতে হইবে। এজন্য শাস্ত্রের উপদেশ এই যে—

আদৌ ভাবং পশো কৃত্বা পশ্চাৎ কুর্য্যাদাবশ্যকং।
বীরভাবং মহাভাবং সর্ব্বভাবোত্তমোত্তমং।
তৎপশ্চাদতি সৌন্দর্য্যং দিব্যভাবং মহাফলং॥

৬ পটল রুদ্রযামল।

অর্থাৎ ক্রমশঃ অভ্যাস করিবার জন্য প্রথমে পশুভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য সমাধা করিয়া উত্তম বীরভাব ধারণ করিতে হয়, তৎপরে বীরভাবের কার্য্য সমাপণ করিয়া অতি সুন্দর দিব্যভাব অবলম্বন করিতে হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, তমোগুণাত্মক প্রণালীকে পশুভাব, রজোগুণাত্মক প্রণালীকে বীরভাব এবং সত্বগুণাত্মক প্রণালীকে দিব্যভাব কহা যায়। সুতরাং প্রথমাবস্থায় পশুভাব, মধ্যমাবস্থায় বীরভাব এবং শেষাবস্থায় দিব্যভাব (১০) আচরণীয়। যথা—

---

(১০) পশুনাঞ্চৈব বীরাণাং দিব্যানাং পরমেশ্বর।
আরম্ভশ্চ সমাপ্তিশ্চ তেষাঞ্চৈব পৃথক পৃথক॥
পশুভাব সমাপ্তিশ্চ বীরভাবার রম্ভকঃ।
দিব্যাবরম্ভকোবীর ভাব নাশক এবচ॥
যথা বালো যৌবনশ্চ বৃদ্ধভাব ক্রমাৎ প্রিয়ে।
তথা ভাবত্রয়ং জ্ঞেয়ং আরম্ভারম্ভ জন্মকং॥

২ পটল নিগমকল্পদ্রুম।

হে পরমেশ্বর পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব মধ্যে পৃথক পৃথক রূপে প্রারম্ভ ও সমাপ্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ পশুভাব সমাপনানন্তর বীরভাব আরম্ভ করিতে হয়। তৎপরে বীরভাব সমাপণ করিয়া দিব্যভাব আরম্ভ করিতে হয়। যেরূপ ক্রমান্বয়ে বাল্য, যৌবন এবং বৃদ্ধ ভাব হইয়া থাকে ভাবত্রয় সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিবে।

পশুভাবং হি প্রথমে দ্বিতীয়ে বীর ভাবকং।
তৃতীয়ে দিব্যভাবঞ্চ ইতি ভাবং ত্রয়ং ক্রমাৎ॥

সর্ব্ব প্রথমে পশুভাব, দ্বিতীয়ে বীরভাব এবং তৃতীয়ে দীব্যভাব ক্রমে ভাব তিন প্রকার হইয়া থাকে।

অতএব শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে প্রথমেই পশুভাব। ইহার হেতু এই যে, পশু অর্থে—অজ্ঞান, অর্থাৎ যিনি পাশবদ্ধ (১১) অজ্ঞানাবস্থা তিনিই পশু। সুতরাং অজ্ঞান ব্যক্তির নাম পশু। সাধারণত মানব জীবকে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমাবধি অজ্ঞানাবস্থায় কাটাইতে হয়। এই ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত মনোবৃত্তিকে পশুভাব (১২) বলে। সপ্তদশ বর্ষাবধি পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত জ্ঞানাবস্থার নাম বীরভাব এবং এক পঞ্চাশৎবর্ষ হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত পরিপক্ক জ্ঞানাবস্থার নাম দিব্যভাব। যে পর্য্যন্ত না জীবের জ্ঞানোদয় হয় তাবৎকাল বাস্তবিকই পশু তুল্য হইয়া থাকিতে হয়। সুতরাং তৎ তৎ কালের মনোবৃত্তিকে পশুভাব বলিবার কিছুই বাধা দেখা যায় না, তৎপরে যখন জ্ঞানের উদ্রেক হয়, তখন মনোবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইতে থাকে, সুতরাং তৎ তৎ কালীন মনোবৃত্তিকে বীরভাব বলা যায়। পরিশেষে জ্ঞান পরিপক্ক হইলে মনোবৃত্তি যখন শীতলতা প্রাপ্ত হয়, আর কোনরূপ ভোগ স্পৃহা না থাকে তখন মন নির্ম্মল হইয়া দেব তুল্য হয়, সুতরাং তৎ তৎ কালীন মনোবৃত্তিকে দিব্যভাব কথিত হইয়া থাকে। যথা—

সর্ব্বে চ পশবঃ সন্তি তলবদ ভূতলে নরা।
তেষাং জ্ঞান প্রকাশায় বীরভাব প্রকাশিতঃ।
বীরভাবং সদা প্রাপ্য ক্রমেণ দেবতা ভবেৎ॥

৫৩ পটল রুদ্রযামল।

এই পৃথিবীতে সমস্ত লোকই পশুতুল্য যৎকালীন তাহাদিগের জ্ঞানোদয় হয় তৎকালে তাহাদিগকে বীরপুরুষ বলা যায়, ক্রমে বীরভাব হইতে দেবতুল্য গতি লাভ হইয়া থাকে।

পাশ অষ্ট প্রকার যথা—

(১১) ঘৃণা লজ্জা ভয়ং নিদ্রা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমং।
জাতি কুলং শীলং চৈব অষ্টৌপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

(১২) জন্মমাত্রং পশুভাবং বর্ষ ষোড়শকাবধি।
ততশ্চ বীর ভাবস্তু যাবৎ পঞ্চাশতো ভবেৎ॥

এই কারণ বশতঃ তন্ত্রশাস্ত্রে দিব্য বীর ও পশুক্রমে ত্রিবিধ ভাবের সংস্থাপনা করা হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপ পদ্ধতি অনুসারে এই ত্রিবিধ ভাব ও সপ্ত আচারের ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে তাহাই আলোচ্য।

প্রথমতঃ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি পূর্ব্বক গুরুদেবের নিকট মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া পশুভাবানুসারে বেদাচার দ্বারা বৈদিক কর্ম্ম, বৈষ্ণবাচার দ্বারা পৌরাণিক কর্ম্ম এবং শৈবাচার দ্বারা স্মার্ত্ত কর্ম্ম করিবে। পরে শাক্তাভিষিক্ত হইয়া পশুভাবানুসারে দক্ষিণাচার দ্বারা সাধনা করিবে। তৎপরে পূর্ণাভিষিক্ত হওনানন্তর গৃহাবধূত হইয়া বীরভাবানুসারে বামাচার দ্বারা সাধনা করিবে। তৎপরে ক্রম দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া বীরভাবানুসারে বামাচার দ্বারা যথাবিধি সাধনার উন্নতি করিবে। তৎপরে সাম্রাজ্য দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া বীরভাবানুসারে সিদ্ধান্তাচার দ্বারা সাধনকার্য্য সম্পন্ন করিবে। পরে মহাসাম্রাজ্য দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া দিব্যভাবানুসারে কুলাচার দ্বারা সাধন করিবে। তৎপরে পূর্ণ দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া দিব্যভাবানুসারে কুলাচার দ্বারা সাধনার উন্নতি করিবে। এই অবস্থায় গৃহী হইয়া থাকিলে তাহাকে অপূর্ণ শৈবাবধূত বা অপূর্ণ ব্রহ্মাবধূত কহা যায়। তখন ইচ্ছামত কখন গৃহে কখন বা তীর্থে বিচরণ করিবে অর্থাৎ পরিব্রাজক হইবে। যদি গৃহে না থাকিয়া একেবারে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ণ শৈবাবধূত বা পূর্ণ ব্রহ্মাবধূত হইয়া দিব্যভাবানুসারে কুলাচার দ্বারা সাধন কার্য্য করিয়া পরমহংস হইবে। তৎপরে

দ্বিতীয়াংশে বীরভাবস্তৃতীয় দিব্য ভাবকঃ।
এবং ভাবত্রয়েনৈব ভাবমৈক্যং ভবেৎ প্রিয়ে॥
ঐক্য জ্ঞানাৎ কুলাচারো যেন দেবময়ো ভবেৎ॥

৫১ পটল বামকেশ্বর তন্ত্র।

অজ্ঞানঞ্চ ক্রিয়ামূলং যাবত্তত্বং ন বিন্দতি।
তত্বে সমুদ্গতে কিঞ্চিৎ ক্রিয়ায়াং নাস্তি বাসনা॥
অতএব মহেশানি বীরাণাং কারণং পশুঃ।
দিব্যানাং বীরভাবশ্চ তস্মাৎ কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে॥

২ পটল নিগম কল্পদ্রুম।

যে পর্য্যন্ত না তত্ত্ববোধ হয় সেই কাল পর্য্যন্ত পশুভাব ক্রমে সমস্ত সাধন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। পরে তত্ত্ববোধ হইলে আর কোন সাধনই করিতে হয় না। এজন্য পশুভাব বীরভাবের প্রতি কারণ এবং বীরভাব দিব্যভাবের প্রতি কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এজন্য প্রথম মন্ত্রদীক্ষা হইতে ক্রমান্বয়ে শেষ হংসাবধূত হওন পর্য্যন্ত সাধনাধিকার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যথা—

দিব্যভাব পরিপক্ক হইলে হংসাবধূত হইয়া যোগী হইবে। যোগ সিদ্ধি হইলে আর কিছুই করিবে না, তখন সমাধীস্থ হইয়া ক্ষিতিতলে, বৃক্ষকোটরে, বা পর্ব্বতগুহায় নিষ্ক্রিয় হইয়া কাল যাপন করিবে।

মন্ত্র দীক্ষা।

মন্ত্রদীক্ষান্তর—নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিককর্ম্ম, কাম্যকর্ম্ম এবং পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ করিবে অর্থাৎ ইষ্টদেবতার যত সংখ্যা মন্ত্র জপ, তদ্দশাংশ হোম, তদ্দশাংশ তর্পণ, তদ্দশাংশ অভিষেক এবং তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ও গ্রহণ পুরশ্চরণ করিবে।

শাক্তাভিষেক।

শাক্তাভিষেক হওনানন্তর—বার, তিথী, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর পুরশ্চরণ করিবে। নক্ষত্র পুরশ্চরণ, গ্রহ পুরশ্চরণ, করণ পুরশ্চরণ, যোগ পুরশ্চরণ, সংক্রান্তি পুরশ্চরণ ইত্যাদি করিবে।

পূর্ণাভিষেক।

পূর্ণাভিষেক হওনানন্তর—ষট্ কর্ম্ম অর্থাৎ শান্তিকর্ম্ম, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ কর্ম্ম। ব্রহ্মমন্ত্র জপ, পাদুকা মন্ত্র জপ, রহস্য পুরশ্চরণ, বীরপুরশ্চরণ। দশার্ণ—মন্ত্র শ্রবণ। বীর—সাধন, চিতা—সাধন, শব—সাধন, যোগিনী—সাধন, মধুমতী—সাধন, সুন্দরী—সাধন, শিবা—বলিঃ, লতা—সাধন, শ্মশান—সাধন এবং চক্র—সাধন ইত্যাদি করিবে।

ক্রমদীক্ষা।

ক্রম দীক্ষা হওনানন্তর—ককারকুট স্তোত্র অর্থাৎ মেধা সাম্রাজ্য স্তোত্র পাঠ ও তিন দেবতার অর্থাৎ কালী তারা ও ত্রিপুরা দেবীর রহস্য পুরশ্চরণ করিবে।

সাম্রাজ্য দীক্ষা।

সাম্রাজ্য দীক্ষা হওনানন্তর—উর্দ্ধাম্নায়ে অধিকার, পরাপ্রাসাদ মন্ত্র অর্থাৎ অর্দ্ধ নারীশ্বর মন্ত্র—সাধন, এবং মহাষোঢ়া মন্ত্র জপ করিবে।

মহাসাম্রাজ্য দীক্ষা।

মহাসাম্রাজ্য দীক্ষা হওনানন্তর—যোগ ও নিগুর্ণ-ব্রহ্ম সাধন করিবে।

পূর্ণ দীক্ষা।

পূর্ণ দীক্ষা হওনানন্তর—সহজ জ্ঞান প্রাপ্তি ও সর্ব্বসাধন ত্যাগ, সহজ ভাবাবলম্বন। অহং ব্রহ্মাস্মি ইত্যাদি অদ্বৈতভাব অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মই সত্য এবং সেই ব্রহ্মই আমি ইত্যাকার জ্ঞান করিবে। উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি পঞ্চ উপাসকেরই পক্ষে করণীয়।

একেবারে মায়া মমতা শূন্য হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিরিগুহায় বাস করা সহজ ব্যাপার নহে, এজন্য ক্রমে সকল প্রকার সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বাস অভ্যাস করিতে হয়। যে ব্যক্তির সাধন-কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিবার ইচ্ছা আছে তিনি প্রথমতঃ নির্জ্জনে (১৩) শুদ্ধাচারে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া শরীরকে সুস্থির করিবেন তৎপরে বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়া আপন আপন ইষ্টদেব প্রতি ভক্তিতে মনকে পরিপূর্ণ করিবেন। বুদ্ধিদ্বারা সমস্ত জগৎকে অনিত্য বোধে ইষ্টদেবতায় বা আত্মাতে লয় করিবেন তখন এই সংসার ইষ্টদেবময় বা আত্মাময় দর্শন হইবে ও আপনাকে অভিন্ন বলিয়া বোধ হইবে এবং এই সংসার যখন ইষ্টদেবে বা আত্মাস লয় হইয়া যাইবে তখন কেবল নিদ্রা ভঙ্গের পর যেমন স্বপ্ন স্মরণ হয় সেইরূপ এই সংসার কেবল স্মরণ মাত্র থাকিবে। প্রতিনিয়ত এই অবস্থার অভ্যাস করতঃ যখন মন ও বুদ্ধিকে ইষ্ট শ্রীচরণে বা আত্মায় লয় করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার ক্ষমতা উপস্থিত হইবে তখন সচ্চিদানন্দ ও জীবনমুক্ত হইয়া গৃহে বনে বা গিরিগুহায় সর্ব্বত্রই দেবময়, ব্রহ্মময়, বা আত্মাময় দর্শন করতঃ যদৃচ্ছা অবস্থান করিতে পারিবেন। এজন্য শাস্ত্রে জীবন মুক্তির লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যথা—

এবং ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমখিলং ভাসতে রবিঃ।
সংস্থিতং সর্ব্ব ভুতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৩ ॥

জীবন মুক্তি গীতা।

যে প্রকার সহস্র কিরণমালী দিবাকর স্বকীয় কীরণ বিস্তার দ্বারা চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করতঃ সর্ব্বব্যাপীরূপে বিরাজিত আছেন তদ্রূপ শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি নিখিল জীব চৈতন্য দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করতঃ সর্ব্বত্রই অবস্থিতি করিতেছেন; এরূপ জ্ঞান বিশিষ্ট যে পুরুষ তিনিই জীবন মুক্ত বলিয়া কথিত হয়েন।

---

(১৩) সাধন স্থান।

শূন্যাগারে নদীতীরে পর্ব্বতে নির্জ্জনেঽপি বা।
বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎসমীপে বনস্থলে ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধি মুত্তমাং ॥

ভাব চূড়ামনৌ।

শূন্য গৃহে, নদীতীরে, পর্ব্বত গুহায় বিল্ববৃক্ষমূলে ও শ্মশানে বা শ্মশান সন্নিহিত বনমধ্যে ও উভয় পক্ষের অষ্টমী কিম্বা চতুর্দ্দশী ইত্যাদি তিথিতে এবং শনিবার কার্য্য করিবেন।

আত্ম-তত্ত্ব-দর্শন।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে শাস্ত্রে সাধন পন্থা অসংখ্য প্রকার বর্ণিত যিনি সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন তিনি গুরূপদিষ্ট পন্থা অবলম্বন তদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই কারণ, শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে—

পন্থানো বহবঃ প্রোক্তা মন্ত্র শাস্ত্র মণীষিভিঃ।
স্বগুরোর্ম্মতমাশ্রিত্য শুভং কার্য্যং ন চান্যথা॥

আগমে।

মুনিগণ কর্ত্তৃক বহুবিধ শাস্ত্র, মন্ত্র ও পন্থা অর্থাৎ সাধন প্রণালী উক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে স্বীয় গুরূপদিষ্ট সাধনং কার্য্যের দ্বারাই কেবল শুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে অন্য প্রকারে হয় না।

এই সাধন-কল্পে যে সমস্ত পন্থা প্রকটিত হইয়াছে তাহা গুরূপদিষ্ট এবং শাস্ত্র সম্মত, অতএব অবলম্বন স্বরূপ উহা গ্রহণ করিয়া আপন আপন গুরূপদিষ্ট পন্থার সহিত ঐক্য করিয়া সাধন কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলেই নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইবে।

আত্মন্য ভেদেন বিভাবয়ন্নিদং
জানাত্য ভেদেন ময়াত্মন স্তদা।
যথা জলং বারিনিধৌ যথা পয়ঃ
ক্ষীরে বিয়দ্ব্যোম্‌ন্যনিলে যথানিলঃ॥

জীবন্মুক্তি গীতা।

যখন সাধক এই সমস্ত জগৎকে আপন স্বরূপের সহিত অভেদ রূপে ভাবনা করেন তখন যে প্রকার সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদ্যাদির জল জলে দুগ্ধে প্রক্ষিপ্ত দুগ্ধ ও মহাকাশে ঘটাকাশ ও মহা বায়ুতে যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত বায়ু মিশ্রিত হইয়া অভেদ রূপে প্রতীতি হয় তদ্রূপ তিনি পরমাত্মার সহিত আপন আত্মাকে অভেদ রূপে জানিতে পারেন।

সাধন কল্পের চতুর্থানুকল্প সম্পূর্ণ।

সাধন-কল্প সমাপ্ত।